pdf By Syed Mostafa Sakib

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

Pdf By Syed Mostafa Sakib

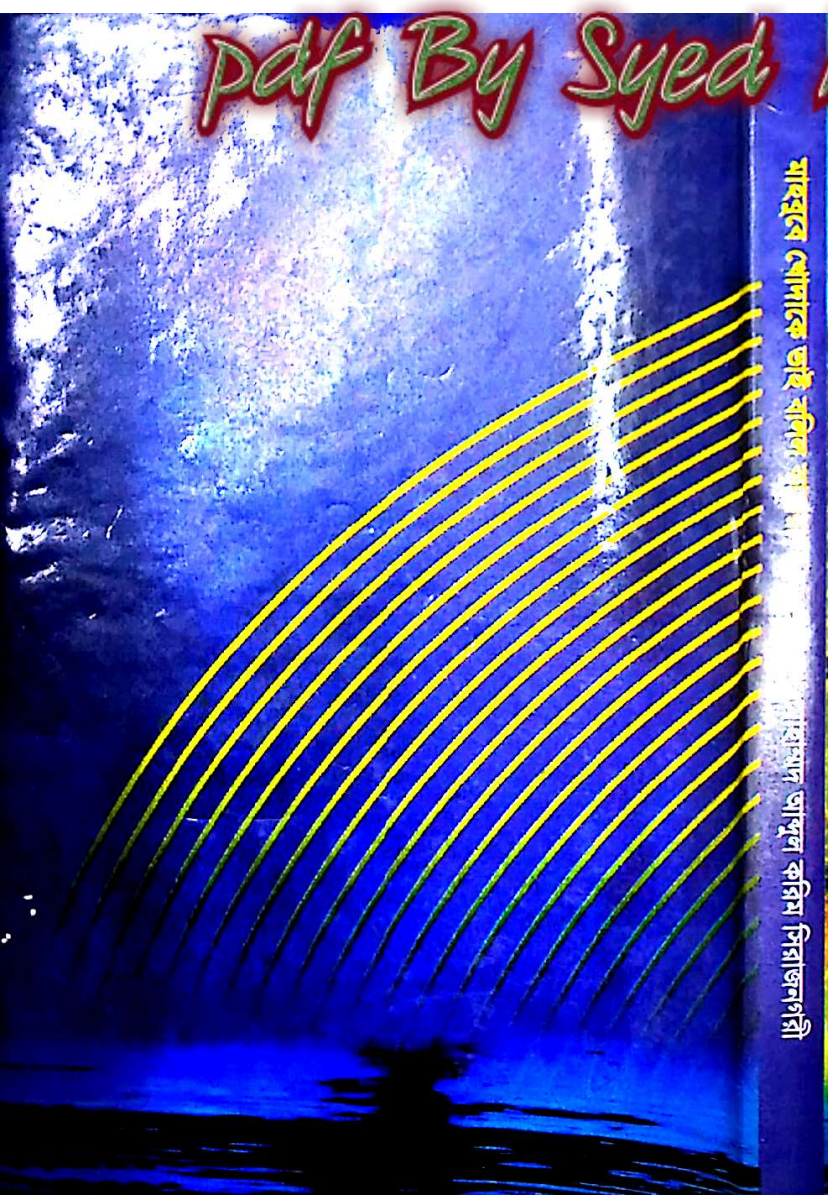

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা

পীরে তরিকত, রাহনুমায়ে শরীয়ত, উস্তাযুল উলামা, সুলতানুল মোনাজিরীন, শামসুল উলামা, মুহিউস্ সুন্নাহ্, বহু গ্রন্থ প্রণেতা হযরতুল আল্লামা

শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা.জি.আ.)

প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ

সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদরাসা

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশনায়

আল-মদীনা প্রকাশনী

পরিবেশনায়

আল-মদীনা কুতুবখানা

১০৫ শাহী জামে মসজিদ মার্কেট (২য় তলা),

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

মোবাইল: ০১৮১৯-৫১৩১৬৩, ০১৮১৭-৭২১৪৪০

প্রকাশ ঃ ২০১১ইং

প্রকাশক ঃ মোহাম্মদ ইলিয়াছ
পরিচালক
আল-মদিনা কুতুবখানা
১০৫, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

কম্পোজ ঃ মোহাম্মদ মোরশেদ
অন্যরকম কম্পিউটার সেন্টার
৩১৯, আছাদগঞ্জ, ইসলাম কলোনী
চট্টগ্রাম। মোবাইল : ০১৮১৩-৫৫৬২৮৯

প্রচ্ছদ ঃ মোহাম্মদ আব্দুর রহমান

মুদ্রণ ঃ ছাফা প্রিন্টার্স
চেয়ারম্যান গলি
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

পরিবেশক ঃ আল-মদিনা কুতুবখানা
১০৫, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সর্বসত্ব ঃ প্রকাশকের

মূল্য ঃ ১৮০ (একশ আশি) টাকা

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসাল্লী আ'লা রাসূলিহিল কারীম
ওয়া আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী ওয়া আহলে
বাইতিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী আজমা'ঈন

আক্বিদা হচ্ছে ধর্মের মূলভিত্তি (Foundation)। আক্বিদার ব্যাপারে আপোসের কোন প্রশ্নই আসে না। সঠিক আক্বিদা গ্রহণ করা আর বাতিল বা ভ্রান্ত আক্বিদা পরিহার করার প্রয়োজনীয়তা খুবই জরুরি ও অনস্বীকার্য। আমলের ক্ষেত্রে অবহেলা করলে পাপ হবে; কিন্তু আক্বিদার ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলে খোদাদ্রোহী ও ঈমানহারা বা বেঈমান হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তাই আমি মনে করি ঈমান- আক্বিদা বিশুদ্ধ, খাঁটি ও সঠিক করার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

ফিতনা- ফ্যাসাদের এ যুগে সহি-শুদ্ধ ঈমান-আক্বিদা নিয়ে টিকে থাকা বড়ই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৭২টি বাতিল দলের ব্যাপক তৎপরতার ফলে মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলে ওহাবী মতবাদীদের বিচরণ অতি দুঃখজনক। বাইরের শত্রু অপেক্ষা ঘরের শত্রুর মোকাবিলা সত্যি দুরূহ। তাদের ষড়যন্ত্র থেকে ঈমান-আক্বিদা হেফাজত করা খুবই জরুরী।
আমাদের এ সংকটকালে পীরে তরিকৃত, রাহনুমায়ে শরিয়ত, উস্তাযুল উলামা, সুলতানুল মোনাজিরীন, হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেব কেবলা যে-ই সাহসী ভূমিকায় কলম ধরে 'মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা' শীর্ষক বইটি লিখেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল। আমার একান্ত বিশ্বাস তাঁর উপস্থাপিত প্রমাণাদি এবং তেজস্বী বক্তব্যে অগণিত মানুষ পাবে খাঁটি সুন্নিয়াতের দিক-নির্দেশনা এবং আল্লাহ্ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত প্রকৃত ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন। আ-মী-ন।

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসল্লি 'আলা রাসূ-লিহিল কারীম

সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতি। সকল সৃষ্টির মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরাম হচ্ছেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের সাথে কারো তুলনা চলে না। তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁদের শান মান মর্যাদা সকল মানুষ এমনকি ফেরেশতাদের থেকেও অনেক উর্ধ্বে। পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাঁরা হচ্ছেন স্বীয় উম্মতের দ্বীনি পিতা ; বরং পিতার চেয়েও অনেক বেশী সম্মান পাওয়ার অধিকারী। এ নবীগণ আলায়হিমুস্ সালাম-এর সরদার হলেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্ তা'আলার পরেই মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের স্থান ও মর্যাদা।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে নবীকুল সম্রাট, আমাদের ব্যথায় ব্যথিত, নিদানের কাণ্ডারী, সায়্যিদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, শাফিউল মুজনিবীন, মাহবুবে খোদা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান-মান ও মর্যাদা হচ্ছে সবার উর্ধ্বে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, একদল জ্ঞানপাপী পথভ্রষ্ট আলেম পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে নবীকুল সম্রাট মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান-মান ও মর্যাদাকে সাধারণ মানুষ এবং ভাই-বন্ধুদের মর্যাদার সাথে তুলনা করে থাকে। এমনকি তারা বলে তিনি আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ এবং তাঁকে বড় ভাইয়ের মতই সম্মান করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ্)

এ জাতীয় জ্ঞানপাপীদের ঐ সকল বেআদবীমূলক উক্তির এ খণ্ডন ও প্রতিবাদে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক 'মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা'।

এতে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি মাহবুবে খোদাকে কারা ভাই বলল? দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথে উম্মতের সম্পর্ক কি? এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদ উপস্থাপন করেছি সমকালীন কতিপয় জিজ্ঞাসার উত্তর।

উল্লেখ্য যে, এই বইখানা ১৯৭৫ ইং সনে প্রথম এবং ১৯৭৮ইং সনে দ্বিতীয়বার ও ২০০০ ইং এর জুন মাসে তৃতীয়বার প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের ব্যবধানে এ বিষয়ে প্রচুর বই গবেষণাপত্র দেখার সুযোগ হয়েছে। এরই নিরিখে বইটিতে বর্তমান সংস্করণে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি বই ও গবেষণাপত্রের সূত্রসহ উল্লেখ করেছি। সেই সাথে ফুলতলীর পীর সাহেবের আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়ার ১ম সংস্করণ মহররম মাসের ২য় খুৎবায় আপত্তিকর বক্তব্যের কিছুটা বিয়োজন, সংযোজন ও পরিবর্তন করে ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে তার মূল থেকে (স্ক্যান কৃত) ফটোকপি সংযোজন করেছি। আর ফুলতলীর পীর সাহেব কর্তৃক দেওবন্দী আলেমদের সাথে ১৯৮১ইং এর সাপ্তাহিক 'হেফাজতে ইসলাম' পত্রিকার চুক্তিপত্রে যৌথ স্বাক্ষর সম্বলিত বিজ্ঞাপনের (স্ক্যানকৃত) ফটোকপিরও নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি; যাতে সরলপ্রাণ নিরপেক্ষ পাঠকগণ বইটি পাঠ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন এবং একটি সত্য তথ্য বেরিয়ে এসে সত্যসন্ধানীকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে। সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

বইটির বর্তমান সংস্করণে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা, সম্পাদনা ও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন সিরাজনগর ফাযিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল-কাদেরী। অত্র মাদরাসার আরবী প্রভাষক, আঞ্জুমানে ছালেকীনের মহাসচিব মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী ও বর্তমান ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা শেখ শিব্বির আহমদ। দোয়া করি আল্লাহ্ যেন তাদের শ্রম ও নেক মকসুদ কবুল করেন।

পরিশেষে, পাঠকের নিকট আরয, যদি কোথাও তথ্যগত কোন ভুল ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব। বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ্ যেন সংশ্লিষ্ট সকলের নেক মাকসুদ কবুল করেন। আমিন।

অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূ মি কা

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত মানবজাতি। সকল সৃষ্টির মধ্যে আম্বিয়ায়েকেরাম হচ্ছেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের সাথে কারো তুলনা চলে না। তাঁরা আল্লাহ্ তা'য়ালার একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁদের শান-মান মর্যাদা সকল মানুষ এমনকি ফেরেশতাদের থেকে ও অনেক উর্ধ্বে। পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে তাঁরা হচ্ছেন স্বীয় উম্মতের দ্বীনি পিতা বরং পিতার চেয়েও অনেক বেশি সম্মান পাওয়ার অধিকারী। আল্লাহ তা'য়ালার পরেই মাহবুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান ও মর্যাদা।

সমস্ত আম্বিয়ায়েকেরামদের মধ্যে নবীকুল সম্রাট আমাদের ব্যথার ব্যথী দু'কুলের সাথী, নিদানের কাণ্ডারী, সায়্যিদুল মুরসালিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন, শাফিউল মুজনিবীন, মাহবুবে খোদা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান-মান মর্যাদা হচ্ছে সবার উর্ধ্বে।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, একদল জ্ঞানপাপী পথভ্রষ্ট আলেম পবিত্র কোরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা করে নবীসম্রাট মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান-মান মর্যাদাকে সাধারণ মানুষ এবং ভাই বন্ধুদের মর্যাদার সাথে তুলনা করে থাকে। এমনকি তারা বলে তিনি আমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ এবং তাঁকে বড় ভাইয়ের মতই সম্মান করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ)।

এ জাতীয় জ্ঞানপাপীদের ঐ সকল বেআদবিমূলক উক্তির প্রতিবাদে আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক 'মাহবুকে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা'

এতে রয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আম্বিয়ায়েকেরামদের সাথে উম্মতের সম্পর্ক এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি সমকালীন কতিপয় জিজ্ঞাসার উত্তরপর্ব।

উল্লেখ্য যে, এই বইখানা ১৯৭৫ইং সনে প্রথম এবং ১৯৭৮ইং সনে দ্বিতীয়বার ও ২০০০ইং-এর জুন মাসে তৃতীয়বার প্রকাশিত হয়েছিল। দীর্ঘ প্রায় দুই যুগের ব্যবধানে এ বিষয়ে প্রচুর বই গবেষণাপত্র দেখার সুযোগ হয়েছে। এই নিরেখে বইটিতে বর্তমান সংস্করণে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্বগত সংশোধনী হয়েছে। প্রতিটি বই ও গবেষণাপত্রের সূত্রসহ উল্লেখ করেছি। সেই সাথে ফুলতলী সাহেবের লিখিত আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়ার ১ম সংস্করণ মহররম মাসের ২য় খুৎবার আপত্তিকর বক্তব্যের কিছুটা বিয়োজন-সংযোজন ও পরিবর্তন করে ২য় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে তার মূল (স্ক্যান) ফটোকপি সংযোজন করেছি এবং ফুলতলী সাহেব কর্তৃক দেওবন্দী আলেমদের সাথে ১৯৮১ইং এর সাপ্তাহিক হেফাজতে ইসলাম পত্রিকার চুক্তিপত্রে যৌথ স্বাক্ষর সম্বলিত বিজ্ঞাপনের (স্ক্যান) ফটোকপিরও নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি। যাতে সরলপ্রাণ নিরপেক্ষ পাঠকগণ বইটি পাঠ করে একটি ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন এবং একটি সত্য তথ্য বেরিয়ে এসে সত্যসন্ধানীকে সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারে, সেটাই আমার একমাত্র লক্ষ্য।

বইটির বর্তমান সংস্করণে আমাকে প্রয়োজনীয় তথ্য গবেষণা সম্পাদনা ও সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন উপাধ্যক্ষ মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল কাদেরী, সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা। অত্র মাদ্রাসার আরবি প্রভাষক, আঞ্জুমানে ছালেকীনের মহাসচিব- মাওলানা শেখ জুবাইর আহমদ রহমতাবাদী ও বর্তমান ভাইসপ্রিন্সিপাল মাওলানা শেখ শিব্বির আহমদ।

দোয়া করি আল্লাহ্ যেন তাদের শ্রম ও নেক মাকসুদ কবুল করেন। পরিশেষে পাঠকের নিকট আরজ যদি কোথাও তথ্যগত কোন ভুল ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব। বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ যেন সংশ্লিষ্ট সকলের নেক মাকসুদ কবুল করেন। আমীন।

-অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা

আল্লাহর হাবিব অতুলনীয় ৩৫
তথাকথিত তৌহিদপন্থিদের অবস্থা ৩৫
উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের আমদানি ৩৬
তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাব লেখার কারণ ৩৭
ইসমাইল দেহলবী ছিলেন ইংরেজদের দালাল ৩৮
ইসমাইল দেহলভীর অপমৃত্যু ৪২
মাহবুবে খোদাকে ভাই বলার দুঃসাহস ৪৪
তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের কতিপয় বাতিল আক্বিদা ৪৭
ইসমাইল দেহলভী ও তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের সমর্থক ৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আম্বিয়ায়ে কেরামদের সাথে উম্মতের সম্পর্ক

নবীগণ উম্মতের দ্বীনি পিতা ৫১
নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যাগণকে বোন বলা যাবে না ৫৫
নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানসূচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করতে হবে। ৫৫
একখানা হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা ৫৬
তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবে উল্লেখিত হাদিস শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা ৫৮
একখানা আয়াতে কারীমার মর্মার্থ ৬২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমকালীন কতিপয় জিজ্ঞাসার উত্তরপর্ব

- ওহাবী আন্দোলনের প্রধান মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর পীর সাহেবের পরিচয় জানতে চাই। তিনি কোন চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন? ৬৫
- আপনি ১৯৭৫ইং সনে আপনার লিখিত 'মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা' নামক পুস্তকে সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে সুন্নি আক্বিদায় বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আপনি এবং বিজ্ঞ সুন্নি ওলামায়ে কেরাম সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।
  -এ বিষয়ে সবিস্তার জানতে চাই। ৮৭
- মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেব ও তার লিখিত জখিরায়ে কেরামত নামক কিতাবটি সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত অভিমত কী?
  -এ বিষয়ে সবিস্তার জানতে চাই ৯৩
- ফুলতলীর পীর সাহেব কর্তৃক লিখিত খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়ায় আপত্তিকর বক্তব্য প্রসঙ্গ ১০১
- মাওলানা হুছামুদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত ফুলতলী সাহেবের সিলসিলা পরিচিতি পুস্তকের ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে সৈয়দ আহমদ বেরলভী কোন মাধ্যম ব্যতীতই তরিকায়ে মুজাদ্দেদীয়া ও মুহাম্মদীয়ার ফয়েজ বরকত লাভ করেছেন সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে। প্রশ্ন হল কোন মাধ্যম ব্যতীত কী কেউ সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়েজ বরকত লাভ করতে পারে?
  -সবিস্তার জানতে চাই ১১৪
- আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া ১ম সংস্করণ ১২০
- আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া ২য় সংস্করণ ১২৪
- জিব্রাইল আলাইহিস সালাম মাহবুবে খোদার শিক্ষক নন ১২৭
- হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম গোনাহ থেকে মুক্ত ১৩৬
- মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের আক্বিদা ও চিন্তাধারা ১৪৬
- তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের কতিপয় বাতিল আক্বিদাসমূহ ১৫২
- ফুলতলী পীর সাহেবের বড় সাহেবজাদা মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের আক্বিদা ও চিন্তাধারা ১৫৫
- কর্মধা বাহাসের বিবরণ এবং 'সিরাতে মুস্তাকিম' নামক কিতাব সম্পর্কে আল্লামা শায়দা সাহেবের লিখিত অভিমত ১৫৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখক পরিচিতি

পীরে ত্বরীকত রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও তরিক্বত সুলতানুল মোনাজিরীন, শামসুল উলামা, হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেব (মা. জি. আ.)। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশে সুন্নি আন্দোলনে যে কয়জন মহান ব্যক্তিত্বের বিশেষ অবদান রয়েছে, তন্মধ্যে সিরাজনগরী সাহেব কিবলা অন্যতম। শুধু সুন্নি সমাজেই নয়, অনেক বাতেলের নিকটও তিনি আপন প্রতিভায় বিকশিত। যাঁর ক্ষুরধার লেখনী আর তেজস্বী বক্তব্যে অগণিত বিপথগামী মানুষ পেয়েছে সুন্নিয়তের আলোকবর্তিকা, পেয়েছে আল্লাহ ও তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা।

এ বীর সিপাহসালার আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলা প্রতিষ্ঠা করেছেন 'সিরাজনগর গাউয়িয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নীয়া ফাজিল মাদ্রাসা, গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সিরাজনগর, গাউছিয়া দেওয়ানীয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা, গাউছুল আ'জম জামে মসজিদ। বিশুদ্ধ কোরআন তেলাওয়াত ও নাহু সরফ শিক্ষাদানের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন গাউছিয়া দারুল ক্বিরাত সিরাজনগর কমপ্লেক্স, নাহু-সরফ প্রশিক্ষণ কোর্স, ইমাম ও মুয়াল্লিম ট্রেনিংক্লাশ। তাযকিয়ায়ে নফ্স সৃষ্টির লক্ষ্যে মু'মিন মুসলমানদের অন্তরাত্মাকে খাঁটি আল্লাহওয়ালা বানানোর জন্য তিনি তা'লিম তারবিয়ত, আমল-আখলাক শিক্ষা দিয়ে আসছেন নিয়মিতভাবে।

সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে সুন্নিয়তের খেদমত আঞ্জাম দিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন 'বাংলাদেশ ছুন্নি ছাত্র পরিষদ, আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত উলামা সংসদ বাংলাদেশ, আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত উলামা সংসদ ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড, আঞ্জুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ, আঞ্জুমানে ছালেকীন ইউকে, ইয়ং ছুন্নি মিশন ইউকে ইত্যাদি। বাহাস ও মোনাজারায় দেশ-বিদেশে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলা বাতিলদের জন্য এক মহা আতঙ্ক।

এছাড়াও তিনি সামাজিক ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে রাস্তা, কালভার্ট, ব্রীজ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সমাজে তিনি বরণীয় হয়ে আছেন।

জন্ম ও শৈশবকাল : হযরত শাহ্জালাল মুজাররদে এয়ামনি (রা.) ও তিনশো ষাট আউলিয়ার স্মৃতি বিজড়িত পুণ্যভূমি বৃহত্তর সিলেট। পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা আর চা বাগানের শোভাময় সৌন্দর্যমণ্ডিত সারা সিলেটের (বর্তমান মৌলভীবাজার জেলার) শ্রীমঙ্গল উপজেলার অন্তর্গত ছায়াঢাকা, মায়াভরা, সবুজ শ্যামলিমায় আচ্ছাদিত একটি নীরব পল্লী সিরাজনগর। ১৯৪৮ইং সালের ১ জানুয়ারী সেই সিরাজনগর গ্রামে দ্বীনি ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেন আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কেবলা। তাঁর পিতার নাম মরহুম আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ও মাতার নাম মরহুমা মোছাম্মৎ আজমতুন্নেছা।

শিক্ষাজীবন : রত্নগর্ভা জনক-জননীর কোল ঘেঁষে নিজ এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের পর শায়েস্তাগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। মেধা ও চারিত্রিক মাধুর্যের ফলে অল্পদিনেই তিনি মাদ্রাসার শিক্ষক মহোদয় ও সহপাঠীদের স্নেহ-ভালবাসা ও প্রশংসার পাত্র হয়ে উঠেন। ১৯৬০ইং সনে ১ম বিভাগে (বৃত্তি পেয়ে) দাখিল ও ১৯৬৪ইং সনে আলিম পাশ করেন। অতঃপর বরিশাল জেলার শর্ষিণা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় চলে যান। আচার-ব্যবহার ও মেধা মননশীলতায় অল্প দিনেই তিনি সেখানেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ১৯৬৬ইং সনে শর্ষিণা মাদ্রাসা থেকে ১ম বিভাগে (বৃত্তি পেয়ে) ফাজিল ও ১৯৬৮ইং সনে কৃতিত্বের সাথে কামিল (হাদীস) পাশ করেন।

অতঃপর সিলেটের প্রবীণ ও প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আল্লামা হরমুজ উল্লাহ্ শায়দা (র.) এর নিকট থেকে এলমে ফেকাহ ও ফতোয়া প্রদানের এজাজত লাভ করেন।

শরীয়ত ও তরিক্বতের উচ্চতর জ্ঞান সমুদ্রে অবগাহন করতে তিনি গমন করেন হিন্দুস্থানের সুন্নিয়তের প্রাণকেন্দ্র আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা শাহ্ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী (রা.) এর প্রতিষ্ঠিত 'মাদ্রাসায়ে মানজারুল ইসলাম' বেরেলী শরীফে। ১৯৮৬ইং এর ২৯ জানুয়ারি অত্র মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস আওলাদে রাসূল আল্লামা সৈয়দ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরিফ রেজভী নানপুরী সাহেবের নিকট থেকে ইলমে হাদিসের 'মুকাম্মাল সনদ' অর্জন করেন।

১৯৭১ইং সনে নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত মুর্শিদে বরহক ইমামে রাব্বানী শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী আল মাদানী (রা.) এর তরবিয়তুল মুহাদ্দিসীন ক্লাশে ভর্তি হয়ে তাঁর নিকট থেকে হাদিস শরীফের উচ্চতর সনদ অর্জন করেন। তাঁর সনদ নিম্নরূপ:

اَجَازَنِیْ شَیْخُ الْاِسْلَامِ سُلْطَانُ الْمُنَاظِرِیْنَ اَبُوْ نَصْرٍ سَیِّدُ عَابِدْ شَاہْ الْمُجَدِّدِیْ الْمَدَنِیْ قَالَ اَجَازَنِیْ بِہٖ اُسْتَاذِیْ وَشَیْخِیْ مَوْلَانَا مَلِكُ الْعُلَمَاءِ فَاضِلِ بِہَارْ مُحَمَّدْ ظَفَرُ الدِّیْنِ الْقَادِرِیْ الرِّضْوِیْ قَالَ اَجَازَنِیْ شَیْخُنَا مُجَدِّدُ الْمِائَةِ الْحَاضِرَةِ مَوْلَانَا الشَّاہْ اَحْمَدْ رِضَاخَانْ الْبَرِیْلِوِیْ قَالَ اَجَازَنِیْ شَیْخُنَا السَّیِّدُ الشَّاہْ اٰلُ الرَّسُوْلِ الْاَحْمَدِیْ الْمَارِهَرَبِیُّ قُدِّسَ سِرُّہٗ قَالَ اَجَازَنِیْ اُسْتَاذِیْ مَوْلَانَا الشَّاہْ عَبْدُ الْعَزِیْزِ الدِّہْلَوِیُّ قَالَ اَجَازَنِیْ بِہَا الشَّاہْ وَلِیُّ اللهِ الدِّہْلَوِیُّ قَالَ اَخْبَرَنَا شَیْخُنَا اَبُوْطَاہِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاہِیْمَ الْكُرْدِیُّ الْمَدَنِیُّ نَا اَبِیْ اَنَا اَحْمَدُ الْقُشَاشِیْ اَنَا اَحْمَدُ الشَّنَاوِیْ اَنَا الشَّمْسُ الرَّمْلِیُّ اَنَا الزَّیْنُ زَكَرِیَّا اَنَا الْحَافِظُ بْنُ حَجَرِ الْعَسْقَلَانِیُّ اَنَا اَبْرَہَانُ اَنَا اِبْرَاہِیْمُ التَّنُوْخِیْ الشَّامِیْ اَنَا اَحْمَدُ الْحَجَازِ اَنَا السَّرَاجُ حُسَیْنِ الزُّبَیْدِیْ اَنَا اَبُوْ الْوَقْتِ السِّجْزِیْ اَنَا الدَّاوُدِیْ اَنَا الْخَمُوْلِیْ اَنَا الْفَرَبْرِیْ اَخْبَرَنَا الْحَافِظُ الْحُجَّةُ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمٰعِیْلِ الْبُخَارِیُّ۔

হুজুর ক্বিবলার সান্নিধ্যে থেকে তিনি ইলমে তাফসির, ফিকাহ, দর্শন, মোনাজারাহসহ শরিয়ত ও তরিক্বতের পূর্ণ ফুয়ুজাত লাভে ধন্য হন।

কর্মজীবন: আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব ১৯৬৯ইং সনে মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবনের সূত্রপাত করেন। এ সময় তিনি মৌলভীবাজার দেওয়ানী মসজিদের খতিবের দায়িত্বও পালন করেন।

মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা: ইসলামের মহান সাধক পুরুষ হযরত শাহজালাল ইয়ামনী (রা.) ও তাঁর সাথী ৩৬০ আউলিয়ার পুণ্য স্মৃতি বিজড়িত ও বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক রাজধানী বলে খ্যাত বৃহত্তর সিলেটের মধ্যস্থিত প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের নীলাভূমি মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলের এক নীরব নিভৃত পল্লী সিরাজনগর। এখানে গড়ে উঠেছে কালজয়ী মতাদর্শ ইসলামের সঠিক ও সরলপন্থা তথা সুন্নি মতাদর্শের যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। যার নিরলস ও অকৃত্রিম শ্রম ও অর্থ উৎসর্গের বিনিময়ে এ মহান কীর্তিটি ঈমানদার মুসলিমদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষা ও ভালবাসার বস্তুতে পরিণত হয়েছে তিনি হলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মুর্শিদ ক্বিবলা ও সুন্নিয়তের আপসহীন ব্যক্তিত্ব ও হযরতুল আল্লামা অধ্যক্ষ শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী (মা: জি: আ:)। সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় অবিচল দৃঢ়চেতা ও পুষ্পের ন্যায় অনন্য চরিত্রের অধিকারী এ মহান ব্যক্তিত্ব উত্তরাধীকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়েছেন এমনিতর বৈশিষ্ট্য।

হুজুর ক্বিবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ ছিলেন একনিষ্ঠ খোদাভীরু ধার্মিক ব্যক্তি। ইসলামের অনুশাসনে আল্লাহ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টিই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য। নশ্বর ধরার পার্থিব লোভ ছিল না- ছিল পরকালে পুণ্যবানদের সঙ্গি হবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অবসর পেলেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন প্রভুর আরাধনায়। কখনো কখনো তন্ময়তার মধ্যে ডুবে থাকতেন আল্লাহ ও নবীর প্রেমের সরোবরে। জীবনে বহুবার রাসূলেপাকের দিদার লাভে ধন্য হয়েছেন এ ক্ষণজন্মা মহাত্মা। হুজুর ক্বিবলা সবেমাত্র কামিল পাশ করে গৃহে ফিরেছেন। আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ স্নেহের সন্তানকে পাশে বসিয়ে বললেন, বাবা কামিল পাশ করেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি। আল্লাহপাকের দরবারে কামনা করি– তিনি যেন তোমাকে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষমতা দান করেন। বাবা, যদি আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি চাও– তবে দ্বীনের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ কর। সরকারি বেসরকারি কোন স্কুল-কলেজে না যেয়ে বরং

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাদ্রাসা ও দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত থেকো। আল্লাহপাক তোমাকে সাহায্য করবেন।

পিতার অমর উপদেশবাণী সন্তানের হৃদয় মর্মে মঙ্গলধ্বনি হয়ে বাজল। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষকতার পেশা পালনের আহবান আসতে লাগল। কিন্তু হুজুর কিবলা পিতার উপদেশ পালনে মরণপণ অবিচল ও অনঢ়। ভাগ্যের আকাশে দেখা গেল সেতারায়ে জুহরা। পিতার উপদেশ পালনে হবিগঞ্জ জেলার ছালেহাবাদ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্রায় ৮ মাস পরে ১৯৬৯ইং সনের ২২ এপ্রিল হুজুর কিবলা মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার সিনিয়র শিক্ষক মনোনীত হন এবং ঐতিহ্যবাহী দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

হুজুর কিবলার মরহুম আব্বাজানের একান্ত ইচ্ছা ছিল একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার। সে মর্মে হুজুর ক্বিবলা কামিল পাশ করে গৃহে ফিরে আসার পরে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানপূর্বক দু' কেয়ার (৬০ শতক) জমি হুজুর কিবলার নামে রেজিস্টারি করে দিলেন। ১৯৭১ইং সালের স্বাধীনতার কিছুকালপূর্বে ১৯ ফেব্রুয়ারি হুজুর কিবলার আব্বাজান আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ সাহেব ইহধ্যাম ত্যাগ করেন।

হুজুর কিবলা তখন মৌলভীবাজার মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী জামে মসজিদের খতিব। ১৯৭৪ইং সালে একদা ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখেন– তাঁর মরহুম পিতা আলহাজ্ব শেখ মোহাম্মদ মমতাজ বাড়ির সামনে (যে জায়গাটুকু তিনি হুজুর কিবলার নামে রেজিস্টারি করে দিয়েছিলেন সে জায়গাতে) প্রায় ১৫০ হাত লম্বা একটি দালানের ১ তলার উপর ছড়ি হাতে (হাতের লাঠি) নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দালানের দু'তলার অসম্পূর্ণ কাজ করাচ্ছেন। অপরপাশে প্রায় সমপরিমাণ আরেকটি দালান যা শুধুমাত্র ভিটা পর্যন্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। হুজুর কিবলা জিজ্ঞাসা করলেন– আব্বাজান এটা কি? জবাবে তিনি বললেন– এটা একটি দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। হুজুর কিবলা আবার প্রশ্ন করলেন– এতবড় কাজ কীভাবে হবে? জবাবে তিনি বললেন– কাজ করে যাও– আল্লাহর মর্জিতে শেষ হবে।

পরক্ষণেই হুজুর কিবলার ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরেরদিন হুজুর তার প্রিয় ছাত্র (বর্তমান মাদ্রাসার শিক্ষক) মৌলভী ক্বারী আব্দুল গফুর সাহেবের নিকট

স্বপ্নবৃত্তান্ত জানিয়ে বললেন 'আব্বাজান কেবলার হুকুম হয়ে গেছে ইনশায়াল্লাহ মাদ্রাসা হয়ে যাবে।'

মরহুম পিতার চিরন্তন আকাঙ্খা ও স্বপ্নাদেশ পূরণের নিমিত্তে ১৯৭৬ইং সালের ৩০ ফেব্রুয়ারি তিনি মৌলভীবাজার টাউন সিনিয়র মাদ্রাসার শিক্ষক ও দেওয়ানী মসজিদের খতিবের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করেন। তড়িৎ গতিতে আব্বাজানের স্বপ্নাদেশ পূরণে ১৯৭৬ইং সালের ১ মার্চ তারিখে বাড়ির সামনে (পিতার দেয়া রেজিস্টারিকৃত জমি যেখানে স্বপ্নে পিতাকে কাজ করাতে দেখা গিয়েছিল সেখানে) সিরাজনগর গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

সিরাজনগরের আকাশে উদিত হল চির কাঙ্ক্ষিত মঙ্গলরবি। দিগন্ত বিদারী হর্ষধ্বনি। প্রাণে প্রাণে জাগল সাড়া। তমসাচ্ছন্ন এলাকাবাসীর হৃদয় মন্দিরে জ্বলে উঠল ধর্মের সিরাজ। কবির ভাষায় বলতে হয়–

দেখিনু যে মঙ্গল করোটি এত দিবসকাল দু'টি নয়নে
তব মহাত্মে ধুলির ধরা আলোক হল তার আগমনে।

সত্যিই এ পল্লীর বুকে একটি শিক্ষাঙ্গন সাধারণ মানুষের প্রাণে একটি চিরবিস্ময়। মনে হল কেহ যেন নরকের সমস্ত আবর্জনা পরিষ্কার করে ছায়া ঢাকা মায়াভরা, চিরসবুজ আচ্ছাদিত সিরাজনগরকে করে দিল এক সৌরভময় স্বর্গ উদ্যানে।

মানুষ অভিলাষের মোহে অনেক কিছু করে। কিন্তু এ সিরাজনগর মাদ্রাসার স্থাপন কোন অভিলাষ নয় বরং এটা ছিল সুন্নি মুসলমানদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশার একটি বাস্তব পদক্ষেপ। হুজুর কিবলার মুরিদানসহ এলাকার মুসলমানগণ মাদ্রাসাটির উন্নতির জন্যে দীপ্ত অঙ্গীকারে এগিয়ে আসেন। মাদ্রাসার ভিত্তি স্থাপনের পর হুজুর কিবলার প্রতিবেশি জনাব আছকির মিয়া ভিটার মাটি ভরাটের জন্য অর্থ প্রদান করেন এবং উনার এই অর্থ দিয়েই মাদ্রাসা ভিটের মাটি ভরাট করা হয়। মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হবার পরে হুজুর কেবলার পূণ্যময়ী মাতা মরহুমা মোছাম্মদ আজমতুন্নেছা তার নিজের জায়গা বিক্রি করে মাদ্রাসার ঘর নির্মাণের অর্থ প্রদান করেন। যা ছিল বদান্যতার এক যুগান্তকারী স্মরণীয় স্মৃতি। নিরলস প্রচেষ্টার পরে গড়ে উঠে একটি তৃণ কুটির। শুরু হয় মাদ্রাসায় রীতিমতো ক্লাশ। দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র-ছাত্রী আসতে শুরু করল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে এত

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেশি ছাত্র-ছাত্রী জমায়েত হল যে, স্থানের সংকুলান না হওয়ায় হুজুর কিবলার বৈঠকখানাতে (বাংলো ঘরে) মাদ্রাসার ক্লাশ চালু করতে হল। কথায় আছে, মধুর আশায় মৌমাছি সুদূর উদয়পুরে জঙ্গলেও যায়। কথাটির সত্যতা প্রমাণিত হল। হুজুর কিবলার বৈঠকখানাতেও ছাত্র-ছাত্রী সংকুলান না হওয়ায় বাড়ির বাইরে গাছের নিচেও ক্লাশ শুরু করতে হল। হুজুর কিবলা নিজে সর্বক্ষণ পাঠদানসহ মাদ্রাসা তদারকিতে থাকেন। সেদিনের সে তৃণ কুটিরের মাদ্রাসা আজ এক নগরীর রূপ লাভ করেছে। যা শুধু বিস্ময় নয় বরং এক নজিরবিহীন ইতিহাস। হুজুর কিবলার অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সিরাজনগর দরবার শরীফকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গাউছিয়া জালালিয়া মমতাজিয়া ছুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ও কমপ্লেক্স। এর আওতায় রয়েছে খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স।

উক্ত কমপ্লেক্সকে যুগোপযোগী শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র গড়ার নিমিত্তে আল্লামা সিরাজনগরীর সহধর্মিনী সৈয়দা তৈয়বা খাতুন, গাউছিয়া খাজা গরীবে নাওয়াজ এতিমখানা ও কারিগরী প্রশিক্ষণ কমপ্লেক্স সিরাজনগর নামে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাসস্থলের জন্য বিগত ০৮/১২/৯৮ইং তারিখে ৩০ (ত্রিশ) শতক জমি ওয়াক্ফ করে দেন।

অতঃপর এতেও নিবাসীদের সংকুলান হবে না ভেবে বিগত ০২/০১/২০০০ইং তারিখে পূর্বের ওয়াক্ফকৃত ভূমির সংলগ্নে এতিম নিবাসীদের স্থায়ী আবাসের জন্য আরও ৩০ (ত্রিশ) শতক ভূমি হুজুর কিবলা ও সৈয়দা তৈয়বা খাতুন উভয়ে ওয়াক্ফ করে দিয়ে এতিমদের প্রতি যে সহানুভূতি দেখিয়েছেন তা সত্যিই বদান্যতার এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর। এতে আল্লাহ ও তাঁর হাবিব খুশি হয়েছেন আমাদের বিশ্বাস।

এ ছাড়াও মাদ্রাসায় রয়েছে ছাত্রাবাস ও বিশাল লাইব্রেরি। মাদ্রাসার পাঠাগার আরেক বিস্ময়। মাদ্রাসার এ পাঠাগারে রয়েছে ৩৫ খানা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ্য তাফসিরসহ ইলমে কালাম, ইলমে ফিকাহ, ইলমে হাদিস, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানশাস্ত্রের অগণিত গ্রন্থের সমাহার। যে সমস্ত কিতাব বা গ্রন্থ দেশের অন্য কোন কুতুবখানায় প্রায় দুষ্প্রাপ্য সে সমস্ত কিতাব এ কুতুবখানায় রক্ষিত আছে। ১৯৭৬ইং সালের সেই নবীন মাদ্রাসাটি আজ এলাকার প্রবীণ মাদ্রাসারূপে পরিগণিত। ইবতেদায়ী ১ম শ্রেণী হতে ফাজিল শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে অনেক ছাত্র-ছাত্রী।

যাদের আর্থিক ও সার্বিক সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে তাদেরকে আজ কৃতজ্ঞাতার সাথে স্মরণ করতে হয়। তাদের অবিস্মৃত অবদানে সিরাজনগর মাদ্রাসা নূতনরূপ লাভ করেছে, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট কতিপয়ের নাম উল্লেখ করা গেল–

জনাব আমির বক্স, মৌলভীবাজার, মরহুম মোহাম্মদ আকমল মিয়া, উত্তরমূলাইম, আলহাজ্ব ফাত্তাহ আহমদ চৌধুরী ও আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (হারুন) শ্রীমঙ্গল, মোহাম্মদ ছুরুক মিয়া ও আলহাজ্ব আলহাজ্ব আতাউর রহমান, উত্তরমুলাইম, আশিকুর রহমান, কচুয়া, আব্দুল হালিম সাহেব, সাজিউড়ি, মৌলভীবাজার। মোহাম্মদ কাপ্তান মিয়া, মারকোণা ও মোহাম্মদ আনফরুল ইসলাম, মল্লিকশরাই মৌলভীবাজার। মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, ইটাসিংকাপন ও মরহুম আলহজ্ব বখশি সুলাইমান, উলুয়াইল, মৌলভীবাজার। মাওলানা হাফিজ তালিব উদ্দিন, নবীগঞ্জ, সৈয়দ আব্দুর রউফ, বালাগঞ্জ, আলহাজ্ব আব্দুল মন্নাফ, সোনাপুর, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মুছাব্বির, বাবরকপুর, বালাগঞ্জ। হাজী মনছুর আলম, কুলাউড়া, হাজী আব্দুল মন্নান, জগন্নাথপুর। মরহুম এ.কে. শামছুল আলম (ইয়াওর মিয়া) উত্তরমূলাইম, সৈয়দ আবু আহমদ, দরগা মহল্লাহ, মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছুরুক মিয়া (সুন্দি মিয়া) নয়ানশ্রী, আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন, কদমহাটা, মৌলভীবাজার। মাস্টার মফিজ আলী, কালিপুর, কমলগঞ্জ। আলহাজ্ব মাহতাব উদ্দিন ও মোছাম্মৎ আয়েশা বেগম, সুবিদবাজার, সিলেট। মোহাম্মদ মোতাহির হোসেন, রাউৎগাঁও, আলহাজ্ব নেছার আহমদ, ইসলামপুর, মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব মকসুদ মিয়া ও চৌধুরী লুৎফুন্নেছা বেগম, কনকপুর, মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব কুতুব আলী ও মোছাম্মদ হেনা বেগম, খাষাড়িপাড়া, বিয়ানিবাজার, সিলেট। মোহাম্মদ ছাইফুর রহমান খাঁন (শফিক) জগন্নাথপুর। আলহাজ্ব আয়বুর রহমান, বাড়ন্তি, মৌলভীবাজার। মরহুম আলহাজ্ব আয়ুব খাঁন, সিকরাইল, মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব বদরুজ্জামান, মল্লিকশরাই, মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মালিক (মিয়া ধন মিয়া) ও নাজিম আহমদ কন্ট্রাকটর, মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বেগমপুর, বালাগঞ্জ। আলহাজ্ব ডাঃ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মৌলভীবাজার। আলহাজ্ব ডাঃ শাহ নূরুল ইসলাম, সৈয়ারপুর, মৌলভীবাজার। মরহুম মনছুর আলী, ভাইস চেয়ারম্যান, মরহুম ছাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, মরহুম মাস্টার

pdf By Syed Mostafa Sakib

আব্দুর রহিম, মোহাম্মদ খাদিমুল ইসলাম, সিরাজনগর। আলহাজ্ব শফিকুল হক চৌধুরী, নোওয়াগাঁও। মছদ্দর আলী (মেম্বার) লামা লামুয়া ও মুজাহিদ আলম (মেম্বার) লামা লামুয়া। মোহাম্মদ আব্দুস সালাম মেম্বার, রাজাপুর, মোহাম্মদ আব্দুল হেকিম (মেম্বার) সিরাজনগর। শাহ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, সিরাজনগর, মোহাম্মদ আরফান মিয়া, সিরাজনগর। মোহাম্মদ আব্দুল মঈন, সিকন্দরপুর, মোহাম্মদ দবিরুল ইসলাম ও মোহাম্মদ মওছুফ আহমদ, বাবরকপুর, বালাগঞ্জ। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল বাছিত, পশ্চিম সিকন্দরপুর, ওসমানীনগর। মোহাম্মদ ইউসুফ মিয়া, তেরাউতিয়া, জগন্নাথপুর। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল হোসেইন, ১১ সওদাগর টোলা, সিলেট। আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল মুছাব্বির, বালাগঞ্জ। মরহুম আলহাজ্ব খয়রু মিয়া, দিঘলবাগ, জগন্নাথপুর। মোহাম্মদ আব্দুন নূর (এডভোকেট) সোয়াইয়া মাস্টার বাড়ি, বাহুবল। ইঞ্জিনিয়ার নাজির আহমদ চৌধুরী, পূর্বাশা আ/এ, শ্রীমঙ্গল। আলহাজ্ব ডাঃ সৈয়দ আব্দুল বাছিত, দরগাহ মহল্লা, মৌলভীবাজার। মাওলানা ফজলুল হক, ভুগলী, বাহুবল। মোহাম্মদ আব্দুর রহমান (লেবু মিয়া) মল্লিকশরাই, মৌলভীবাজার। মোহাম্মদ আলকাছ মিয়া, পাঠানটুলা, সিলেট। মোহাম্মদ হাসান আলী, কালাপুর, শ্রীমঙ্গল। মোহাম্মদ মুবাশ্বির চৌধুরী, উলুয়াইল, মৌলভীবাজার। মোহাম্মদ মুসলেহ উদ্দিন (ডি.ডি) পোলকাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, কুমিল্লা। মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ নূর উদ্দিন জঙ্গি, সোয়াইয়া, বাহুবল। মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ, নিজমান্দারুকা, সিলেট। আলহাজ্ব মোহাম্মদ বশির মিয়া, ভাটিপাড়া, বিশ্বনাথ। মোহাম্মদ মানিক মিয়া, তাজপুর, ওসমানীনগর। মোহাম্মদ আব্দুল মালিক মানিক/ ছানা মালিক, ইসলামপুর, মৌলভীবাজার।

এছাড়াও দেশ-বিদেশের ধর্মপ্রাণ খোদাভীরু সুন্নি মুসলমানদের সার্বিক সহযোগিতা ও অবদান চিরস্মরণীয়। মানুষ মরে যায়, কিন্তু থেকে যায় তার কর্মের ইতিহাস। এ ইতিহাস ধরেই ভবিষ্যত প্রজন্ম তাদেরকে স্মরণ করে যুগ যুগ ধরে। সিরাজনগর মাদ্রাসা যতদিন থাকবে, ততদিন ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন এ মাদ্রাসার সাহায্যকারী ও শুভাকাঙ্ক্ষি সুন্নি মুসলমান।

সারা দেশে যখন বাতিলের কালো ধুয়ায় আচ্ছন্ন, ব্যাঙের ছাতার ন্যায় যখন যেখানে সেখানে গড়ে উঠেছে খারেজী মাদ্রাসা, সুন্নি মুসলমানদের অন্তরে যখন বয়ে যাচ্ছিল হতাশার ঝড়, কচি কচি সুন্নি ছেলে-মেয়েদের মন

যখন বামপন্থি আর বাতিলপন্থিদের শিক্ষায় হয়েছিল বিষাক্ত, সেই মুহূর্তে একটি খাঁটি সুন্নি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ছিল হুজুর কিবলার সময় উপযোগী একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

আজ যখন মাদ্রাসায় বেজে উঠে ক্লাশের ঘন্টা, সুন্নি মুসলমানদের মনে বাজে ঈমানী আনন্দের সানাই। চারদিক থেকে একই রঙের পোশাকে সজ্জিত ছেলে-মেয়েরা দলে দলে আসে মাদ্রাসায়। অগণিত কচি কোমল চঞ্চল প্রাণের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠে সিরাজনগরের আকাশ বাতাস। আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবিস্মৃত বাণীতে রবে আন্দোলিত হয় সাধারণ মুসলমানদের মনপ্রাণ। উদাস সমীরণে ভেসে যায় অগণিত কণ্ঠের মধুর বাণী। শান বাঁধানো পুকুর ঘাট, নয়নাভিরাম বৃক্ষরাজি আর অগণিত কুসুমের শোভা সুরভিতে যে কোন আগন্তুকের হৃদয় হয়ে উঠে চঞ্চল বিমোহিত। ছুটির ঘন্টা বাজলে যখন ছাত্র-ছাত্রী অশান্ত প্রাণে চলে গৃহাভিমুখে, সে দৃশ্য দেখে কে না বলবে যে, আকাশ হতে খসে পড়েছে নক্ষত্ররাজি। দিকদিগন্ত কাঁপিয়ে আল্লাহর হাম্‌দ ও রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না'ত গেয়ে ছেলে-মেয়েরা ফিরে যায় আপন নীড়ে। পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ পৃথিবীর শেষ সীমারেখা পর্যন্ত সুন্নিয়ত তথা ইসলামের বাণী প্রচারের দৃঢ় অঙ্গীকারে এ মাদ্রাসা থেকে গড়ে উঠেছে অগণিত দ্বীনদার হক্কানী আলেম। আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টিই যাদের কাম্য।

হুজুর কেবলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও শ্রমের বিনিময়ে ধর্মপ্রাণ সুন্নি মুসলমানদের সর্বময় সহযোগিতায় মাদ্রাসাটি আলিম (আইএ) শ্রেণী পর্যন্ত সরকারি মুঞ্জুরিপ্রাপ্ত হয়েছে ও ফাজিল (বিএ) অনুমতি লাভ করেছে। হুজুর কিবলার ভবিষ্যত পরিকল্পনা মাদ্রাসাটিকে কামিল (মাস্টার্স এর সমমান) সকল বিভাগ তথা হাদিস, তাফসির, ফেকাহ, আদব গ্রুপ চালু করা এবং পাশাপাশি ইসলামী সুন্নি বিশাল গবেষণাগার চালু করা। যাতে করে উক্ত মাদ্রাসা দেশের একটি পরিপূর্ণ সুন্নিয়তের মার্কাজে (কেন্দ্রে) পরিণত হয়।

আল্লামা সিরাজনগরীর এ মহান স্মৃতি শুধু সুন্নিয়তের ইতিহাসে নয় বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় এক মহা দিগন্তের অবতারণা করবে বলেই আমরা বিশ্বাস করি। হুজুর কিবলার দক্ষ তত্ত্বাবধানে নির্ভিক শিক্ষকমণ্ডলীর নিরলস প্রচেষ্টায় ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীগণ প্রতিবছরই ছিনিয়ে আনছে শিক্ষা সংস্কৃতির বিজয়ের মালা।. অপরাজিত বিজয়ের গৌরবে চির গৌরবান্বিত সিরাজনগর

pdf By Syed Mostafa Sakib

গাঁউছিয়া' জালালিয়া মমতাজিয়া দুন্নিয়া ফাজিল মাদ্রাসা। কথায় আছে– পরশের ছোয়ায় লোহাও সোনায় পরিণত হয়। সত্যিই আল্লামা সিরাজনগরীর পরশপাথরসম স্পর্শে পথের পাথরকণাও যেন হীরায় পরিণত হয়েছে। প্রতিভা বিকাশের এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান এ সিরাজনগর মাদ্রাসায় শুধু পারলৌকিক শিক্ষাই নয় জাগতিক কর্মকাণ্ডেও একটি দক্ষ জাতি গড়ে তোলার সুনির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এ মাদ্রাসা। ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা অভাব-অভিযোগ পূরণে হুজুর কিবলা সর্বক্ষণ সচেতন। শেষরাতে যখন হেফ্জখানা হতে ভেসে আসে অগণিত কণ্ঠে কোরআন পাঠের সুমধুর সুরলহরী তখন কার সাধ্য এ মধুর বাণী শ্রবনের পর শয়নে থাকে। প্রতিদিন জুহরের নামাযান্তে ছাত্র-শিক্ষক সমবেত হয়ে পাঠ করেন অতি বরকতময় খতমে খাজেগান, দোয়া করা হয় দেশ জাতি তথা সুন্নি মুসলমান ও মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য।

এ অপূর্ব দৃশ্য থেকে কার মন ফিরে যাবে ঘরে। যদি বিশ্ব পর্যটকগণ কখনো দেখতে আসে তবে দেখবে আল্লামা সিরাজনগরীর অসাধারণ দ্বীনি খেদমত। মন জুড়িয়ে যাবে মাদ্রাসার সুন্দর সাবলিল, স্বচ্চ-সবুজ, কোমল পরিবেশে। প্রান্ত থেকে প্রান্ত ছুয়ে ধ্বনিত হবে এ মহা মনীষীর অমর কর্মধারার প্রশংসাধ্বনি।

মুর্শিদ সমীপে ও ইলমে তাছাউফ শিক্ষা : আল্লাহপাকের প্রেম ভালবাসা ও নৈকট্যলাভের পথ হল ইলমে মারেফাত হাসেল করা। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রাঃ) এরশাদ করেছেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত একজন লোক কামেল মুর্শিদের শরণাপন্ন না হবে, ততক্ষণ পযন্ত সে ইল্মে মা'রেফাত হাসেল করতে পারবে না। আর যতক্ষণ পযন্ত ইলমে মা'রেফাতের সর্বোচ্চ মাকামে আরোহণ করতে না পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহর দিদার ও নৈকট্য লাভ করতে পারবে না। শরীয়তের ইল্ম তার যতই থাকুক, শরীয়ত হল বাহ্যিক চক্ষু আর মা'রেফাত হল আত্মার চক্ষু। অদৃশ্য চক্ষু ব্যতীত অদৃশ্যের দিদার লাভ করা সম্ভব নয়। তাই বড় আলেম হয়েও আত্মার সমৃদ্ধি ও সাধনার উচ্চস্তরে উন্নীত হবার জন্য যেতে হয় আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণের নিকট। নিজের সর্বস্ব বিলীন করে দিয়ে জেনে নিতে হয় আল্লাহপ্রাপ্তির গোপন মন্ত্র। তাই আল্লামা সিরাজনগরী শরীয়তের বাহ্যিক শিক্ষা সমাপনান্তে ইল্মে মা'রেফাতের জ্ঞান অর্জন ও আপন আত্মার স্বচ্ছতা ঘটাতে তরিকতে দীক্ষা গ্রহণোদ্দেশ্যে গমন করেন ইমামে রাব্বানী, মুর্শিদে বরহক, মুজাদ্দেদে জামান,

মুনাজিরে আজম, শায়খুল মাশায়েখ ফখরে আহলে সুন্নাত, পুণ্যের পুরোধা, সত্যের কর্ণধার, বাতেলের আতঙ্ক, সুন্নিয়তের অতন্দ্রপ্রহরী হযরাতুল আল্লামা সৈয়দ আবু নছর মোহাম্মদ আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল্-মাদানীর (রহ.) চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ থানাস্থ ঐতিহাসিক ইমামে রাব্বানী দরবার শরীফে। বেলায়েতের কাশ্ফধারী আল্লাহর মাহবুব বান্দাগণের আত্মা সদাজাগ্রত। আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সৃষ্টি বহু কিছুতেই চলে তাঁদের আত্মার সেই আধ্যাত্মিক শক্তিধারা। হযরত সৈয়দ আবিদ শাহ্ আল-মাদানী (রহ.) ছিলেন একজন উচ্চস্তরের কামেল বুজুর্গ। তৎকালীন বুজুর্গদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। বহুবিধ জ্ঞানের সমাহার ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বে বাহ্যিক জীবনে রয়েছে যার অগণিত কারামাতের ইতিহাস। ১৯৮২ইং সনের ১ ফাল্গুন সিরাজনগর দরবার শরীফের বাৎসরিক উরসে আওলিয়া সুন্নি মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মাহফিলে ইমামে রাব্বানী শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী (র.) প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। আল্লামা আবিদ শাহ্ ছিলেন সিরাজনগরী হুজুরের পীর ও মুর্শিদ। মাহফিলের দাওয়াত পেয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, তথা বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে স্বনামধন্য প্রখ্যাত সুন্নি ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আগমন করেন। সিরাজনগরী হুজুর ক্বিবলার হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ আশিকে রাসূলদের উপস্থিতিতে সিরাজনগরের আকাশ-বাতাস আনন্দে মুখরিত। আনন্দ উচ্ছ্বাস আর নারায়ে রিসালত তাকবিরের ধ্বনিতে সুন্নি মুসলমানদের হৃদয়ে প্রশান্তির সীমা নেই। মেহমান ও ভক্তমুরিদানদের জন্যে খাবার শিরনী, প্যান্ডেলসহ প্রায় দুই আড়াই লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাহফিলের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপন করা হয়েছে। ঠিক আসরের নামাযের সময় আকাশে দেখা গেল ভীষণ ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্রবল বৃষ্টিপাতের উপক্রম।

তখনকার সময়ে সিরাজনগর মাদ্রাসার ঘর দালান ও মেহমানদের বসার, আশ্রয় দেওয়ার তেমন কোন বিহীত ব্যবস্থা ছিল না। খোলা ময়দানে প্যান্ডেল তৈরি করা হল। এই বিপদময় মুহূর্তে সিরাজনগরী হুজুর ক্বেবলা তাঁর আঁখিযুগল আধ্যাত্মিক ধ্যানে নিমগ্ন করলেন। কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন থাকার পর অত্যন্ত আবেগের ইঙ্গিতে দৌড়ে ছুটলেন আপন মুর্শিদের কদমে। মুর্শিদ ক্বেবলাকে লক্ষ করে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব ক্বেবলা কেঁদে কেঁদে বললেন হুজুর এখন যদি বৃষ্টি আসে তাহলে আমি আর সুন্নি মাহফিল করব

pdf By Syed Mostafa Sakib

না।' 'আল্লামা আবিদশাহ্ হুজুর বললেন 'আরে তুমি থাম! আল্লাহর হাবিবের নজরে ও করমে বৃষ্টি হবে না।'

আল্লাহর ওলীদের জবান অতি পবিত্র। তারা মুখ দিয়ে যাহা বের করেন তা আল্লাহ্ গ্রহণ করেন। ওলীদের আবেদন আল্লাহ্ ফেরত দেন না। এমতাবস্থায় মাহফিলের চারদিকে অর্ধমাইল দূর পর্যন্ত ঝড়-তুফান ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয়েছে। কিন্তু সুন্নি সম্মেলনের আশেপাশে এক ফোঁটাও বর্ষিত হয়নি। উক্ত মাহফিলে আগত শত শত উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ, বুদ্ধিজীবী হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ মুরিদানে আল্লাহর ওলীদের কারামতের বাস্তব নমুনা দেখে সিরাজনগর দরবার শরীফের প্রতি মানুষের যে ভক্তি-শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল। আজও তা এলাকার বহুল জনশ্রুতি হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছে।

জহুরি খাঁটি হীরা চিনে, জানে সে হীরার মূল্যায়ন করার নিয়মাবলী। আল্লামা সিরাজনগরী যখন ছাত্র তখন থেকেই আল্লাহর মহান ওলী হযরত সৈয়দ আবিদ শাহ্ মুজাদ্দেদী আল মাদানীর (রহ.) সাথে পরিচিত ছিলেন। হযরত মাদানী (রহ.) নিজেও ভাল করে আল্লামা সিরাজনগরীকে চিনতেন। ১৯৭১ইং সালের এক শুভ পুণ্যলগ্নে আল্লামা সিরাজনগরী রয়াতে রাসূল (দ.) গ্রহণ করলেন হযরত ইমামে রাব্বানীর (রহ.) হাতে। পবিত্র হাতের মধুর পরশ মাখানো স্পর্শে যুগান্তের সঞ্চিত মহাসুখের শিহরণে শিহরিত হল মা'রেফাত হাছেল আর আত্মার সাধনার এ নয়া মুজাহিদের তনু-মনে। সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হল এ নব পথিকের সকল সত্ত্বা। মনে হল সাহারা মরুর পথশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত পথিক পরম সৌভাগ্যের বিশাল জলধীর সরোবরবক্ষে অবগাহনের আনন্দে মাতোয়ারা। জনশ্রুতি আছে যে,'পীর মিলে ঘরে ঘরে- শাগরিদ মিলে ক'জন' যোগ্য শাগরেদ হওয়া খুবই কঠিন। নিজের সত্ত্বা আমিত্ব একমাত্র আল্লাহ ও রাসূল (দ.) যার সন্তুষ্টির শর্তে পীরের চরণে কোরবানি দিয়ে পূতঃপবিত্র একাগ্রচিত্তে পীরের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ আর খেদমতের মধ্যেই তো বিরাজ করে মুরিদের আত্মিক, জাগতিক সার্বিক পরিপূর্ণ উন্নতি। কয়জন লোক পারে একনিষ্ঠ মনে পীরের মন জয় করতে। আল্লামা সিরাজনগরী পেরেছেন নিজের সর্বস্ব পীরের হাতে তুলে দিয়ে আপন সত্ত্বাকে রাহে লিল্লাহে কোরবানী দিতে। নির্লোভ প্রেম আর সাধনা সর্বদাই মানুষকে সত্বর সাফল্য এনে দেয় যদি তার মধ্যে থাকে সৎসাহস, আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়প্রত্যয় আর কঠিন পরিশ্রম। আল্লামা সিরাজনগরী অল্পদিনের

মধ্যেই পীরের সহবত আর কঠিন রেয়াজতের মাধ্যমে লাভ করেন ইলমে তাসাউফ তথা বেলায়েতের উচ্চতর মাকাম। সামগ্রিকভাবে আপন সাধনার স্তর অতিক্রমে তিনি ছিলেন নিজের নফসানিয়াতের সাথে আপসহীন। ইমামে রাব্বানী যখন বুঝতে পারলেন যে, তাঁর সুযোগ্য মুরিদ মা'রেফাত তথা সাধনার মণি-মুকুরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছেন তখনই শরীয়ত মা'রেফাতের মাধ্যমে ইসলাম তথা ঈমানদার মুসলমানদের খেদমত করার জন্যে ১৯৭৪ইং সনে সিরাজনগর (খানবাড়ির সামনের মাঠে) এক সভায় তিনি আল্লামা সিরাজনগরীকে খেলাফত প্রদানপূর্বক বয়াতে রাসূল (দ.) করানোর এজাজত দান করেন।

১৯৮৮ইং সালের ৯ জানুয়ারি 'ইমামে রব্বানী দরবার শরীফে' বহু উলামায়ে কেরামের উপস্থিতিতে শাজারায়ে কাদেরীয়া রেজভীয়া প্রচারের লিখিত অনুমতিপত্রে ইমামে রাব্বানী দস্তখত করেন এবং আল্লামা কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী সাহেবের মাধ্যমে তা আল্লামা সিরাজনগরীকে প্রদান করেন। ১৯৯১ইং সনের ২৭ ডিসেম্বর আল্লামা সিরাজনগরী যখন ভারতের বেরেলী শরীফে 'দরবারে আলা হযরত' জেয়ারতে যান, তখন দরবারে আলা হযরতের গদ্দিনসীন সুন্নি মুসলমানের হৃদয়সম্রাট, মুর্শিদে বরহক, হযরাতুল আল্লামা ছুবহান রেজা খান (মা. জি. আ.) অতি আনন্দের সাথে তাকে গ্রহণ করেন ও এক শুভক্ষণে কাদেরীয়া আলীয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। বেলায়েতের দিশারী আল্লাহর প্রিয় ওলী আল্লামা হযরত ছুবহান রেজাখান (মা. জি. আ.) প্রথম দর্শনেই তার দৈব আঁখিযুগল দ্বারা দেখেছিলেন এ বুকে (আল্লামা সিরাজনগরী) রয়েছে বেলায়েতের কুসুমবীজ বুনানো তথা ইশ্‌কে রাসূল (দ.) ও ইশকে ইলাহীর কুসুম ফোটানোর এক সুন্দর সমুজ্জ্বল উর্বর ভূমি। বুঝতে পেরেছেন এ লোক (আল্লামা সিরাজনগরী) ইসলাম জগতের এক উজ্জল তারকারূপে অগণিত মূঢ় আঁধার প্রাণে আল্লাহ ও নবীর (দ.) প্রেমের উজ্জ্বল আলো দান করতে সক্ষম হবে। একই ধ্রুব তারকা দেখেছেন আজমীর শরীফের হযরত খাজা মুফতিয়ে আজম হিন্দ আল্লামা সৈয়দ আহমদ আলী রেজভী চিশতী (মা. জি. আ.)।

১৯৯২ইং সালের ২ জানুয়ারি আল্লামা সিরাজনগরী গেলেন হযরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী হাসান সঞ্জরীর (রহ) মাজার জিয়ারত করতে। তখনই (মাজার সন্নিকটস্থ) কাদেরীয়া চিশতীয়া রেজভীয়া দারুল মুতালেয়া খানকাহ শরীফের পীর আল্লামা হযরত সৈয়দ আহমদ আলী চিশতী (মা: জি: আ:) এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আগন্তুকের কপালে দেখলেন বেলায়েতের রাজটিকা। পূর্ণিমার শশীর ন্যায় সমুজ্জ্বল সে মহামণির আলোকরশ্মিতে যে কোন বিপথগামীর প্রাণের মর্মতলে এক পলকে জ্বলে উঠতে পারে খোদাভীতি ও পরহেজগারীর দীপ্ত শিখা। আলোয় ঝলমল করে উঠতে পারে আলো তৃষিত বহু প্রাণ। বুঝতে পারলেন কোন মহা মুর্শিদের সহবতে কামালিয়াত হাসিল করেই এ আগন্তুক (আল্লামা সিরাজনগরী) আজমীর এসেছেন। তিনি আল্লামা সিরাজনগরীকে পাশে বসিয়ে বহু আলোচনার পরে অতি আগ্রহে চিশ্‌তিয়া আলীয়া ও কাদেরীয়া তরিকার খেলাফত প্রদান করেন।

১৯৯৫ইং সালের ৩০ এপ্রিল আল্লামা সিরাজনগরী সাহেবকিব্‌লা দিল্লির হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার (রহ.) মাজার জেয়ারত করতে গেলে তথাকার মহান ওলী হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া (রহ.) এর দরবার শরীফের গদ্দিনসীন পীর হযরত শাহ সৈয়দ আল্লামা ইসলাম উদ্দিন বুখারী (মা:জি:আ:) পরমযত্নে তাকে চিশ্‌তিয়া নিজামিয়া তরিকার খেলাফত ও খেরকা প্রদান করেন।

১৯৯৬ইং সনের ৫ নভেম্বর হুজুর কেবলা মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রা.) এর মাজার শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করেন। সেখানকার বর্তমান সাজ্জাদানশীন খানকায়ে আলীয়া হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানীর খলিফা সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াহইয়া মোজাদ্দেদী তাঁকে নক্সবন্দীয়া মোজাদ্দেদীয়া তরিকার খেলাফতনামা প্রদান করেন। খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ একটি বিরাট বিস্ময়। আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধিত না হলে, বেলায়েতের শক্তি অর্জন করতে না পারলে এ খেলাফত হয় মৃত্যু ও নরক সনদ। পুষ্পিত পথ সর্বদাই কাঁটায় ভরা। আত্মার মাধ্যমে আত্মায় ইসলামের দ্যুতি বিকাশের এক অবর্ণনীয় ধারা এ খেলাফতনামা। কোন কামেল মুর্শিদ যখন তার কোন আমলে সালেহ্ মুরিদের উপর খেলাফতের এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে। তখন একমাত্র ঐ মুরিদ আর মুর্শিদই বলতে ও বুঝতে পারেন যে উভয়ের অবস্থা কী হয়। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, কামালিয়াতের কোন স্তরে আরোহণ করলে এ সমস্ত মহান ওলিদের পক্ষ থেকে খেলাফতের দায়িত্ব পাওয়া যেতে পারে। মোরাকাবা মোশাহেদা ও কঠিনতম রিয়াজতের মাধ্যমে লাভ করতে হয় এ কামালিয়াত। এ কামালিয়াতের উচ্চস্তরে সমাসীন হতে পারলেই আপন মুর্শিদ ও বিভিন্ন ওলীদের পক্ষ থেকে তার উপরে ন্যস্ত করা হয় খেলাফতের দায়িত্ব। আল্লামা সিরাজনগরী আপন আমিত্ব বিসর্জন দিয়ে

কঠিন আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠাযুক্ত আত্মসাধনার দ্বারা কামালিয়াতের এ স্তর পার হতে পেরেছেন বলেই জগদ্বিখ্যাত মহান ওলীগণ কর্তৃক খেলাফতের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। চার চারজন জগতখ্যাত মহান ওলীর সহবত, খেদমত, হুকুমত, বেলায়েত ও খেলাফতে আপন হৃদয়কে আল্লাহ ও রাসূল (দঃ) এর প্রেম, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জ্ঞানের মহাসমুদ্রে পরিণত করেন এ মহান মনীষী। কবির ভাষায় বলতে হয়

পেয়েছ তুমি মহামণি, পেয়েছ সত্যের দীপ্ত প্রদীপ শিখা,
মহান প্রভুর রহমত পেয়েছ, পেয়েছ পরম বিভুর দেখা।
ধন্য ধন্য জন্ম তোমার, ধন্য তোমার জনক-জননী,
শুধু তোমারই কর্মে দিগন্তে ওঠে সত্যের জয়ধ্বনি।

বিতর্ক ও বাহাস মোনাজারাহ : সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠায় আল্লামা সিরাজনগরী সাহেবের অবদান অবিস্মরণীয় গৌরবময়। বাতিল মতবাদীদের সাথে শুরু হয় তাঁর বিতর্ক বাহাস ও মোনাজারা। প্রতিটি বাহাস, মোনাজারায় তিনি তাঁর দাবির স্বপক্ষে রায় ও জনমত লাভ করতে সক্ষম হন। বাতিল মতালম্বীদের নিকট হয়ে উঠেন এক মহা আতঙ্ক। তারা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য 'সত্যের কাছে মিথ্যের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এ পর্যায়ে সিন্দুরখাঁন বাজারের বাহাস, কর্মধার বাহাস, ইমামবাড়ির বাহাস, রাজনগরের বাহাস ও সাতাইহালের বাহাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে দু'টি বাহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো :

সিন্দুরখাঁনের বাহাস : ১৯৭৪ইং ৪ এপ্রিল মোতাবেক ৮ বৈশাখ ১৩৮১ বাংলা সোমবার শ্রীমঙ্গল থানাধীন সিন্দুরখাঁন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে নব আবিস্কৃত স্বপ্নে প্রাপ্ত ছয় উসূলী তবলীগ সমর্থকদের সাথে হুজুর কেব্‌লার একটি বাহাস (বিতর্ক) হয়। বাহাসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পক্ষে ছিলেন–

১। আল্লামা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেব।

২। (মরহুম) মাওলানা ওমর আলী সাহেব (মৌলভীবাজার)।

অপরদিকে নব আবিস্কৃত ছয় উসূলী ইলিয়াছি তবলীগি জামাতের পক্ষে ছিলেন–

১। মাওলানা লুৎফুর রহমান শায়েখে বরুনী সাহেব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২। মাওলানা আব্দুর রহমান দিগলবাগী সাহেব (হবিগঞ্জ)।

বাহাসের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন, এলাকার বিশিষ্ট মুরব্বি মাওলানা মোহাম্মদ ছবর উল্লাহ সাহেব। বাহাসে হুজুর কেবলা সিরাজনগরী সাহেবের সাথে তবলীগিরা তর্কে টিকতে না পেরে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সভাস্থল থেকে চলে যেতে বাধ্য হন। অবশেষে সভাপতি সাহেব লিখিত ঘোষণা দিলেন : 'অদ্যকার বিতর্ক সভার দ্বারা আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলাম যে, বর্তমান প্রচলিত তবলীগি জামায়াতের পক্ষ সমর্থনকারী উলামাগণ জওয়াব দিতে না পারিয়া সভা হতে চলে গেলেন।

স্বাক্ষর: মৌং ছবর উল্লাহ সাহেব (সভাপতি অত্র বাহাস)

কর্মধার বাহাস : অনুরূপ ১৯৭৬ইং সনের ১২ ফেব্রুয়ারি মোতাবেক ২৯ মাঘ বৃহস্পতিবার কুলাউড়া থানার ১৩নং কর্মধা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী সাহেবের ব্যবস্থাপনায় ইলিয়াছি তবলীগের সাথে আরেকটি বাহাস অনুষ্ঠিত হয়।

বাহাসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়েতের পক্ষে মোনাজির ছিলেন আল্লামা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী সাহেব এবং সাহায্যকারী–

(১) মুফতী আবু তাহের হেছামী, কুমিল্লা।

(২) আল্লামা খাজা আজিজুল বারী সাহেব (বড়ফেছী, জগন্নাথপুর)।

(৩) মরহুম মাওলানা আব্দুল মজিদ খাঁন মীর্জানগরী।

সুন্নি উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ছিলেন শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ্ মোজাদ্দেদী আল মাদানী (রঃ)।

অপরদিকে ইলিয়াসি তাবলীগি জামায়েতের পক্ষে মোনাজির ছিলেন মুফতি আব্দুল হান্নান সাহেব, দিনারপুরী এবং সাহায্যকারী–

(১) মাওলানা আব্দুল বারী সাহেব প্রিন্সিপাল তালশহর আলীয়া মাদ্রাসা,

(২) মুফতী রহমত উল্লাহ সাহেব,

(৩) মাওলানা ইব্রাহিম আলী সাহেব।

ইলিয়াসিতাবলীগ জামায়াতের তত্ত্বাবধানে ছিলেন কর্মধা মাদ্রাসার শিক্ষকমণ্ডলী।

সুন্নিদের পক্ষে সালিশ ছিলেন

(১) আলেমকুল শিরমণি আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়াদা (র.) তুড়খলী

(২) মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ ওমর আলী মৌলভীবাজার।

অপরদিকে তাবলীগীদের পক্ষে সালিশ ছিলেন–

(১) মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব ইন্দেশ্বরী,

(২) মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী সাহেব।

এ বাহাসে মাওলানা ফজলুল করিম সাহেব, কুলাউড়া, মাওলানা হাফিজ তালেব উদ্দিন সাহেব, উলুকান্দি, নবীগঞ্জ ও মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব, ইমামবাড়ি, নবীগঞ্জ, আল্লামা সিরাজনগরী সাহেবের সঙ্গে ছিলেন। তারা সবাই তখন ছাত্র।

উক্ত বাহাসে হুজুর কিবলা আল্লামা সিরাজনগরী সাহেবের দাবী ছিল সৈয়দ আহমেদ বেরলভীর মলফুজাত মৌলভী ইসমাইল দেহ্লভীর লিখিত "ছিরাতে মুস্তাকীম" কিতাবের উক্তি- "নামাজের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেয়াল অপেক্ষা আরও খারাপ (নাউজুবিল্লাহ) উক্ত আকিদা বাতিল।

বাহাসে হুজুর কেবলা আল্লামা সিরাজনগরী সাহেবের দাবী সত্য বলে রায় দেওয়া হয়। নিম্নে রায়নামা প্রদত্ত হলো–

"ছিরাতুল মুস্তাকীম" নামক কিতাবে নামাজের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেয়ার গরু, গাধার খেয়াল অপেক্ষা আরও খারাপ এই কথাটি নেহায়ত খারাপ এবং দোষণীয়। কিতাবের লেখক যেই হোক না কেন সে দোষী এবং কিতাবও দোষী। এই কথাটি যাহার দ্বারাই লিখা হইয়াছে তিনি দোষী বটে এবং দায়ী বটে।

(উল্লেখ্য যে, এ রায়নামা সর্বসম্মতিক্রমে আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রা.) নিজ হাতেই লিখেছিলেন)

pdf By Syed Mostafa Sakib

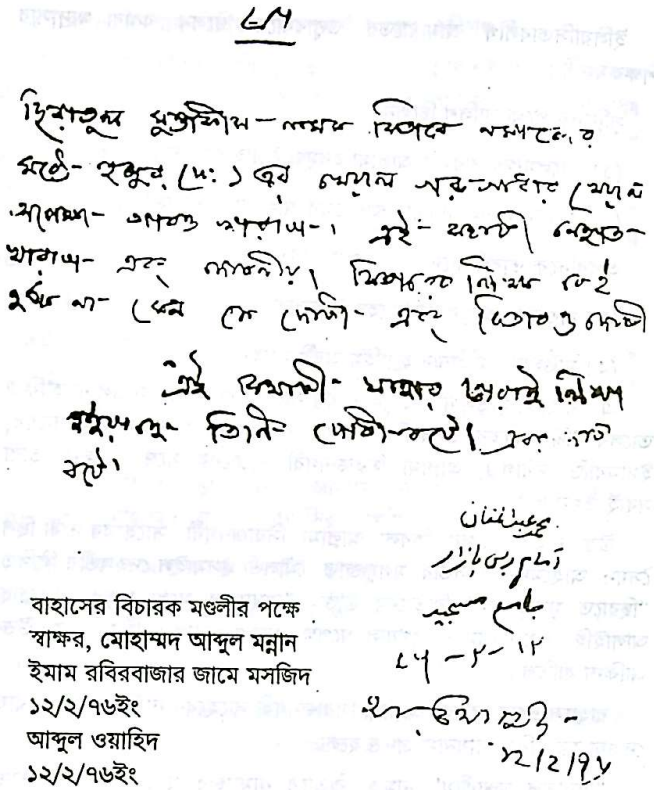

বাহাসের বিচারক মণ্ডলীর পক্ষে
স্বাক্ষর, মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান
ইমাম রবিরবাজার জামে মসজিদ
১২/২/৭৬ইং
আব্দুল ওয়াহিদ
১২/২/৭৬ইং

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত দুইটি বাহাস সম্পর্কে জানতে হলে "সিন্দুরখাঁন বাজারের বাহাস ও কর্মধার বাহাস" নামক পুস্তকদ্বয় পাঠ করুন।

আল্লাহ যাকে দ্বীনের খেদমতের জন্যে কবুল করেন, তাকে এমনিভাবেই ধাপে ধাপে গড়ে তুলেন। দ্বীনের তথা সুন্নিয়তের খেদমত করার জন্যে যে

কর্মনিষ্ঠ প্রাণের প্রয়োজন, সেই প্রাণ আল্লামা সিরাজনগরী সাহেবের ছাত্র অবস্থাতেই গড়ে নিয়েছিলেন।

সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও সাংগঠনিক পরিচিতি: ১৯৬৭ইং সালের শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাসায় 'আহলে ছুন্নাত অল্ জামাত' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি শর্ষিণা আলিয়া মাদ্রাসার কামিল ক্লাসের ছাত্র। সে অবস্থাতেই তিনি এ সংগঠনের কেন্দ্রীয় সদস্য হিসাবে সুন্নিয়তের খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। দু'বৎসর পরে শর্ষিণার সেই সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৭৩ইং সালে শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ্ মুজাদ্দেদী আল মাদানীর নেতৃত্বে 'আহলে ছুন্নাত ওয়ালা জামায়াত বাংলাদেশ' নামে একটি ধর্মীয়সংস্থা গঠন করা হয়। এটিই স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ছুন্নী সংগঠন।

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব উক্ত সংস্থার কেন্দ্রীয় সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ইং সালে উক্ত সংস্থার সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৯৭৭ইং সালে সহ-সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

এ সময়ে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব ক্বিবলার সাথে যারা এদেশে সুন্নি আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

* কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মুহাদ্দিস ও সিলেট সরকারি আলিয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল আল্লামা হরমুজউল্লাহ শায়দা (রঃ) * চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস আল্লামা ফজলুল করিম নকশেবন্দী (রঃ) * আল্লামা আকবর আলী রেজভী, নেত্রকোণা * আল্লামা কাজী নূরুল ইসলাম হাশেমী, চট্টগ্রাম * মাওলানা মোহাম্মদ নূরুল হক (রঃ) ওয়ারুক, হাজীগঞ্জ * মাওলানা আব্দুল করিম নঈমী, প্রিন্সিপাল মুলফতগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, শরীয়তপুর, (ফরিদপুর) * মাওলানা উমর আলী (রঃ) মৌলভীবাজার * আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ আব্দুল জলিল, ঢাকা। * আল্লামা ওবায়দুল হক নঈমী, চট্টগ্রাম। আল্লামা জালাল উদ্দিন আল কাদেরী, অধ্যক্ষ, জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম। * আল্লামা খাজা আজিজুল বারী নঈমী, বড়ফেছি, জগন্নাথপুর। মুফতি গিয়াস উদ্দিন দিনারপুরী। * মুফতী উবায়দুল মোস্তফা, বি.বাড়িয়া * মাওলানা শামছুদ্দিন আখঞ্জী (রঃ), চুনারুঘাট। * মাওলানা আব্দুল মতিন, নবীগঞ্জ। * মাওলানা মঈনুল ইসলাম চৌধুরী, চুনারুঘাট। * হাফেজ আবুল কালাম আজাদ,

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাঁবরকপুর, বালাগঞ্জ। * মাওলানা আব্দুল মুহিত, ইমাম, পৌরসভা মসজিদ, হবিগঞ্জ * মাওলানা ফজলুল করিম, কুলাউড়া * মাওলানা হাফেজ তালেব উদ্দিন, নবীগঞ্জ। * মাওলানা আব্দুল মালিক, ইমামবাড়ি নবীগঞ্জ। * মরহুম মাওলানা আব্দুল লতিফ রহমতাবাদ, চুনারুঘাট। * হাফেজ মিছবাহ উদ্দিন, শমশেরনগর। * মাওলানা আব্দুল গফুর, রাজাপুর * মুহাম্মদ আবু ইউসুফ, সিরাজনগর * মোহাম্মদ আব্দুর রহমান (লেবু মিয়া) মল্লিক সরাই, মৌলভীবাজার * মরহুম হাজী আলিম উল্লাহ, চুনারুঘাট। * সৈয়দ মুহি উদ্দিন (চুনু মিয়া), হবিগঞ্জ। * মোহাম্মদ নূর মিয়া, বাহুবল, হবিগঞ্জ। * মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, বেগমপুর, বালাগঞ্জ। * মরহুম মাস্টার আব্দুর রহিম, শিক্ষক সিরাজনগর মাদ্রাসা। মরহুম শেখ সামছুল হক, চুনারুঘাট। * মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল মুছাব্বির, বাবরকপুর, বালাগঞ্জ। * মরহুম মাস্টার সৈয়দ আহমদ আলী, চুনারুঘাট। * মোহাম্মদ জাহির মিয়া, আসাম পাড়া। * মো: মছদ্দর আলী, লামা লামুয়া। * মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম খান, * সিরাজনগর, * শাহ মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, সিরাজনগর। মোহাম্মদ আব্দুল হেকিম মেম্বার, রাজাপুর। * মাস্টার মুছা কলিমুল্লাহ (রঃ), নারায়ণগঞ্জ। * মাওলানা হাফিজ মঈনুল ইসলাম (রহঃ) ই, ফা, বা, ঢাকা। * মাওলানা আবুল কাশেম রেজভী, কিশোরগঞ্জ। * মাওলানা ফজলুল হক, ভূগলী, বাহুবল। * ডা: আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মৌলভীবাজার। * মোহাম্মদ ওয়াজিদুর রহমান (বাদশাহ মিয়া), মৌলভীবাজার। * আলহাজ্ব আব্দুল ওয়াহিদ (রঃ), বড়হাট, মৌলভীবাজার। মরহুম মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান ওরফে বাঘা ছিদ্দিকী (হবিগঞ্জ) * মরহুম মাওলানা সৈয়দ একছিরুজ্জামান শঙ্করপুরী। * পীরে তরিকৃত মরহুম মাওলানা বশিরগোল পেশোয়ারী, নরসিংদী। * মরহুম সাজ্জাদুর রহমান চৌধুরী, সিরাজনগর। মরহুম বেনু মিয়া, প্রাক্তন মুয়াজ্জিন, শাহ্ বন্দর জামে মসজিদ, মৌলভীবাজার। * মরহুম মোহাম্মদ আব্দুলাহ মিয়া, বলিয়ারবাগ, মৌলভীবাজার। * মাওলানা সৈয়দ এ জেড এম সাহাব উদ্দিন খালেদ, আহল্লা দরবার শরীফ, চট্টগ্রাম। * ইঞ্জিনিয়ার নাজির আহমদ চৌধুরী, পূর্বাশা আ/এ, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার। * আলহাজ্ব মাওলানা শফিকুর রহমান বিপ্লবী, খতিব, হিরাঝিল বাইতুল হুদা জামে মসজিদ. ঢাকা। ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম আল মোখতারী, বখ্শীয়া দরবার শরীফ, রাজশাহী। * মাওলানা শাহ্ সাঈদ আহমদ, পীর সাহেব, কেল্লাবন্দ, রংপুর। * গাজী আব্দুল ওয়াহীদ, কুমিল্লা। * আল্লামা অধ্যক্ষ

আলী হোসাইন, কুমিল্লা আলীয়া মাদ্রাসা। * জনাব হাজী কালা মিয়া, বি.বাড়িয়া। * আলহাজ্ব ফাত্তাহ আহমদ চৌধুরী, শ্রীমঙ্গল। * সুফী গোলাম জিলানী কাদেরী, মাদ্রাসায়ে কাদেরীয়া বেতাগীয়া আনোয়ারুল উলুম সৈয়দপুর। * মাওলানা হারিছুর রহমান আনোয়ারী, খতিব, মাদারটেক বড় জামে মসজিদ, ঢাকা। * অধ্যক্ষ আল্লামা জাফর আহমদ সিদ্দিকী (রহঃ), চট্টগ্রাম। মরহুম মাওলানা আব্দুল কাদের (ভবানী হুজুর), প্রতিষ্ঠাতা, দ্বিগাম্বর ছিদ্দিকীয়া সুন্নিয়া মাদ্রাসা, বাহুবল। * মৌলভী * মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, মীরপুর। * আলহাজ্ব আব্দুস সালাম মাস্টার, মীরপুর। * আলহাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, অধ্যক্ষ নামাজগড় গাউছুল আজম বহুমুখী আলীয়া মাদ্রাসা, নওগাঁ।

এছাড়া আরো অনেক সুন্নি উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। সবার নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হল না।

প্রকাশ থাকে যে, উপরিলিখিত উলামায়ে কেরাম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের মাস্টার মরহুম মুছা কালিমুল্লাহর (রঃ) অবদান স্মরণযোগ্য। তিনি তাঁর জান-মাল সর্বস্ব দিয়ে সুদূর নারায়ণগঞ্জ থেকে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুন্নিয়তের ডাক পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। সুন্নি উলামায়ে কেরামদের বই, পত্র-পত্রিকা লিফলেট ইত্যাদি নিজ খরচে ছাপিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন। আল্লামা সিরাজনগরী সাহেবের লিখিত আহলে ছুন্নাত ওয়ালা জামাতের পরিচয় ও খারেজীদের ইতিকথা নামক দু'টি পুস্তক বিপুল অর্থ ব্যয় করে প্রচার ও প্রকাশ করেছিলেন। এ আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি একাধিকবার জেল জুলুম নির্যাতন ভোগ করেছেন। আমরা তাদের কাছে চিরঋণী।

ওহাবীদের ষড়যন্ত্রমূলক মামলা: আল্লামা সিরাজনগরীর আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার জন্য ওহাবী নজদী পন্থীরা যখন আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে তখন তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বিভিন্ন থানায় ও কোর্টে সুন্নি উলামায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। ১৯৭৮-ইং সনে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট ১০৭ ধারায় ১০জন সুন্নি উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে মামলা করা হয়েছিল তাতে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব ছিলেন প্রধান আসামী। তাদের দরখাস্তে উল্লেখিত নামের তালিকা ছিল নিম্নরূপ:

pdf By Syed Mostafa Sakib

১) আল্লামা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী ২) আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (র.) তুরখলী ৩) মুফতী গিয়াস উদ্দিন দিনারপুরী ৪) অধ্যক্ষ ইছহাক আহমদ সাহেব, বিশ্বনাথ ৫) আল্লামা আব্দুল লতিফ সাহেব, ফুলতলী ৬) মাওলনা আব্দুল মতিন কাদেরী সাহেব, হবিগঞ্জ ৭) আল্লামা সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী (র.), হাজীগঞ্জ ৮) আল্লামা আকবর আলী রেজভী সাহেব, নেত্রকোণা ৯) আল্লামা ফজলুল করিম নক্‌শেবন্দী (র.), চট্টগ্রাম ১০) আল্লামা খাজা আজিজুল বারী সাহেব, বড়ফেছী, জগন্নাথপুর।

ওহাবী ও নজদীপন্থি আলেম যারা এই ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করেন তারা হলেন–

১) মুফতী আব্দুল হান্নান দিনারপুরী ২) মাওলানা এমদাদুল হক, রায়ধর, হবিগঞ্জ ৩) মাওলানা রহমত উল্লাহ, কানাইঘাট ৪) মাওলানা ফজলুল রহমান, নবীগঞ্জ ৫) মাওলানা তৈয়ব আলী, চুনারুঘাট।

উক্ত মামলায় তৎকালীন সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আইনগত কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উভয় পক্ষের আলেমদের ডেকে তার খাস কামরায় নিয়ে যান। সেখানে উভয় পক্ষের উপস্থিতি স্বাক্ষর রাখা হয়। কিন্তু পরদিন এই স্বাক্ষরকে এক তরফাভাবে সুন্নি উলামায়ে কেরামদের (বন্ডসই) অঙ্গিকার নামে প্রচার করা হয়। সুন্নি উলামায়ে কেরাম সঙ্গে সঙ্গে আপিলের মাধ্যমে সেই ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন এবং সুন্নি আন্দোলনকে আরো জোরদার করেন। এ ক্ষেত্রে আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলার ভূমিকা প্রণিধানযোগ্য।

সুন্নি মতাদর্শে মুসলিম ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ১৯৭৭ইং সালে সিরাজনগরী সাহেব 'বাংলাদেশ ছুন্নী ছাত্র পরিষদ গঠন করেন। আমাদের জানামতে বাংলাদেশে ইহাই ছিল প্রথম সুন্নি ছাত্র সংগঠন। বিপুল সংখ্যক ছাত্রজনতা এর পতাকাতলে জমায়েত হয়েছিল। একই লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে চট্টগ্রাম থেকে ১৯৮০ইং সালের ২১ জানুয়ারি জন্মলাভ করে আরেকটি ছাত্রসংগঠন যার নাম 'বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রসেনা'। ১৯৮২ইং সালে ছাত্রসেনার প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক ও কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবসহ সেনার কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সিরাজনগরী সাহেবের নিকট আসেন এবং ছাত্রসেনাকে সুন্নিয়ত প্রচারে সাহায্যের অনুরোধ জানান। সেই অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাদের সাথে বহু আলাপ আলোচনার পর সিরাজনগরী

সাহেব ছাত্র পরিষদের সকল কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা দিয়ে ছাত্র পরিষদের সকল নেতা ও কর্মীগণকে আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামায়েত আদর্শে কায়েম থাকার শর্তে ছাত্রসেনায় যোগদান করার পরামর্শ দেন।

১৯৮৩ইং সালে আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামায়েতের পূর্ণ আকিদায় বিশ্বাসী সকল উলামায়ের কেরাম ও সচেতন সুন্নি কর্মীগণকে ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন 'আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াত উলামা সংসদ বাংলাদেশ' নামে একটি সুন্নি উলামা সংগঠন। সর্বসম্মতিক্রমে সিরাজনগরী সাহেব সংগঠনের সভাপতি মনোনীত হন।

সমাজে সুন্নি মতাদর্শে বিশ্বাসী শরীয়ত ও তরিকতের আমলকারী তথা আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ একদল মুখলিস লোকের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায়, তা পূরণের নিমিত্তে তিনি ১৪১৪ হিজরী ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ২০ আগস্ট ১৯৯৩ইং সালে সিরাজনগর দরবার শরীফকে কেন্দ্র করে বায়আতে রাসূল গ্রহণকারী লোকের সমন্বয়ে 'আনজুমানে ছালেকীন বাংলাদেশ' নামে একটি তরিকত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ছাত্র সমাজের যারা 'বায়আতে রাছুল' গ্রহণ করেছেন, তাদেরকে নিয়ে একই উদ্দেশ্যে 'তালাবায়ে ছালেকীন' নামে আঞ্জুমানে ছালেকীনের একটি অঙ্গ সংগঠনও তিনি প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৯৯ইং সনের ২রা অক্টোবর যুক্তরাজ্যে রয়াতে রাসূল গ্রহণকারী তরীকত পন্থীদেরকে নিয়ে আঞ্জুমানে ছালেকীন ইউকে কমিটি গঠন করেন এবং সেখানকার ছাত্র যুব সমাজকে ইসলামের সঠিক রূপরেখা তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শভিত্তিক সমাজ কায়েম করার লক্ষ্যে হুজুর কেবলার সুযোগ্য বড় সাহেবজাদা মাওলানা শেখ শিব্বির আহমদকে পেট্রন করে 'ইয়ং ছুন্নী মিশন ইউকে' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব একজন দক্ষ সংগঠক, যার যোগ্য নেতৃত্বের ফলে সুন্নি মতাদর্শভিত্তিক একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন 'বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট' এর প্রেসিডিয়াম সদস্য নির্বাচিত হন।

বিদেশ গমন- ১৯৮৭ইং রমজান শরীফে লন্ডন প্রবাসী আলহাজ্ব মরহুম মোহাম্মদ বকশী সোলেমান সিরাজনগর মাদ্রাসায় আসেন এবং সুন্নিয়ত প্রসারে এই মাদ্রাসার অবদান ও কার্যক্রম দেখে বড়ই খুশি হন। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুন্নিয়ত প্রচারের জন্য হুজুর কিবলাকে লন্ডন যাওয়ার

pdf By Syed Mostafa Sakib

জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং তিনি নিজেই স্পনসার করবেন বলে ওয়াদা করেন।

অতঃপর ১৯৮৮ইং সালে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ছুন্নী মিশন ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড এর উদ্যোগে আলহাজ্ব মোহাম্মদ নজিরুদ্দিন সাহেব, মাওলানা মোহাম্মদ ফজলুল করিম সাহেব, মাওলানা আজিমুদ্দিন সাহেব, মোহাম্মদ আহাদ মিয়া, মোহাম্মদ আনছার মিয়া ও যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন শহরের সুধীবর্গের দ্বারা পরিচালিত বার্মিংহাম সেন্ট্রাল মসজিদের আন্তর্জাতিক ঈদে মিলাদুন্নবী (দঃ) কনফারেন্সে সিরাজনগরী সাহেব প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়ার প্রিন্সিপাল জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদের খতিব আল্লামা জালালুদ্দিন আলকাদেরী সাহেব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা আল্লামা আব্দুল বারী জেহাদী সাহেব। কনফারেন্স সমাপ্তির পর প্রায় তিন মাস যুক্তরাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে সুন্নিয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে অতিবাহিত করেন। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, পরিশ্রম ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলে সেখানে 'আহলে ছুন্নাত ওয়ালা জামাত উলামা সংসদ ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ড' শাখা গঠন করেন। সবার একান্ত অনুরোধে সিরাজনগরী সাহেব উক্ত শাখার পৃষ্ঠপোষক (পেট্রোন) এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে একাধিকবার উক্ত সংগঠনের আমন্ত্রণে তিনি যুক্তরাজ্যে সাংগঠনিক সফর করেন।

আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব একাধিকবার পবিত্র হজ্ব, ওমরা ও জিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা সম্পন্ন করেছেন। তাছাড়া তিনি আজমীর শরীফ, ছিরহিন্দ শরীফ, দিল্লির নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার দরবার শরীফ, বেরেলী শরীফসহ বিভিন্ন মাজার শরীফ জিয়ারত করেছেন।

লেখালেখি : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আদর্শ প্রচার- প্রসার ও বাতিলপন্থিদের ভ্রান্ত মতবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে গিয়ে তিনি বীর মুজাহিদের ন্যায় কলম ধরেছেন। কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস তথা সলফে সালেহীনদের মতাদর্শকে বিশ্লেষণ করে ইসলামের সঠিক পথ নির্ণয় করতে লিখেছেন বহু পুস্তক। যে সব পুস্তকের রদ বা পাল্টা জবাব দেবার সাহস অদ্যাবধি বাতিল পন্থিদের কারো হয়নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহের মধ্যে রয়েছে :

১. আহলে ছুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়
২. হাকিকতে মিলাদ বা মিলাদ শরীফের মূলতত্ত্ব
৩. কোরআন-ছুন্নাহর দৃষ্টিতে হাজের ও নাজের
৪. শরীয়তের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী
৫. ওহাবীদের মূল খারেজীদের ইতিকথা
৬. মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা
৭. আহলে ছুন্নাত বনাম আহলে বিদআত
৮. তাফছিরাতে আছরারুল কোরআন
৯. ওহাবী ও ইলিয়াসি তাবলিগীদের গোপনকথা
১০. শরিয়তের দৃষ্টিতে পীর মুরিদী
১১. রোজার মাসাঈল
১২. এক নজরে হজ্ব উমরা ও জিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা
১৩. আ'মালুল মুছলিমীন
১৪. নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী আমাদের মতো মানুষ?
১৫. গোলাবী ওহাবীদের গোপনকথা
১৬. ফতোয়ায়ে মমতাজিয়া
১৭. তাশরীহুল আহাদীছ
১৮. আল মুস্তাখাবুত তাজবীদ
১৯. তাবলীগে রাছুল বনাম তাবলীগে ইলিয়াছী
২০. বায়আতে রাসূলই বায়আতে খোদা
২১. নূরে মোহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
২২. কাযা নামায আদায়ের বিধান
২৩. ইমাম মাহদী আলাইহিস সালামের আবির্ভাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৪. লাইলাতুল বারাআত বা শবেবরাত

২৫. জশনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী

২৬. বায়াতে রাসূল রেজায়ে খোদা

২৭. তাকবীলুল ইবহামাইন

২৮. তাফসিরে সুরায়ে নসর

২৯. যানাযা নামাযের পর দোয়া

এছাড়াও আরও অনেক লিখিত বই ও পাণ্ডুলিপি রয়েছে। তদুপরি তিনি প্রতি বছর 'ফয়েজ-এ- মোস্তফা' নামে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করে শরিয়ত ও তরিকতের মাসলা-মাসাঈল প্রচার করে আসছেন নিয়মিতভাবে।

পরিশেষে আসুন! আমরা সকলে মিলে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে সুন্নিয়তের এ বীর সিপাহশালাহ'র আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলার হায়াত দরাজ, সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করি। আমরা যেন তাঁর দ্বারা আরও ফয়জিয়াব হতে পারি, আল্লাহ যেন সে তৌফিক দান করেন। আমিন।

সংকলনে

মাওলানা শেখ সিরাজুল ইসলাম আল কাদেরী

সিরাজনগর ফাজিল মাদ্রাসা, শ্রীমঙ্গল

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা

আল্লাহর হাবিব অতুলনীয়

আল্লাহ তা'য়ালার প্রিয় মাহবুব ইমামুল আম্বিয়া হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামাম সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অতুলনীয়। তাঁর রওজা শরীফের মাটি আল্লাহ তা'য়ালার আরশ হতে অতি উত্তম। সুতরাং সৃষ্টিজগতের কারো সাথে তার তুলনা চলে না। এমনকি তাঁর চুল মোবারক, হাত মোবারক, পা মোবারক, ইত্যাদির সাথে কোন কিছুরই তুলনা করা যায় না। যদি কেউ তার কোন কিছুর সাথে তুচ্ছ করে তুলনা করে অথবা তুচ্ছ করে শুধু বলে তাঁর চুল তাঁর দাড়ি তাঁর পা তাহলে ইসলামী শরিয়তমতে সেটা কুফুরি হিসেবে গণ্য হবে। (মালাবুদ্দা মিনহু)

তথাকথিত তাওহীদপন্থিদের অবস্থা

সেই নবী সম্রাট আল্লাহর প্রিয় হাবিব হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান ও মান উচ্চ মর্যাদাকে উপেক্ষা করে একদল তথাকথিত তাওহীদপন্থিরা তাঁকে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা করে থাকে। কেউ লিখেছে রাসূল 'না অতি মানব না মানবীয় দূর্বলতা থেকে মুক্ত। তিনি অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ সাধ্যতো দূরে নিজের কোন কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে অক্ষম।'

কেউ লিখেছে 'নবী দশজনের মতই দোষেগুণে একজন সাধারণ মানুষ।' এসব জ্ঞানপাপী তথাকথিত তাওহীদপন্থিরা মুসলমানদের প্রতিটি কাজে ও কথায় শিরকের গন্ধ পায়। তাদের অবস্থা হল ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ব্যক্তি চোখে রঙিন চশমা লাগিয়েছে। ফলে সাদা-কালো-লাল নীল, সব কিছুই তার কাছে একরকম মনে হয়। তদ্রুপ তথাকথিত তাওহীদপন্থিদের চোখে হিন্দু, মুসলিম, নবী, ওলী, ঈমান, ইসলাম, কুফুর, শিরিক সবই একাকার একই সমান। তাদের মতে তারা ব্যতীত মুসলমান আর কেউ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নেই। তাদের ভ্রান্ত আক্বিদাই তাদের মতে একমাত্র ইসলামী আক্বিদা কিন্তু প্রকৃত অবস্থায় তারা সম্পূর্ণ বিপরীত।

এসব ভ্রান্ত আক্বিদা ও বাতিল মতবাদীদের অন্যতম ইমাম হলেন ইবনে তাইমিয়া ও ফেরকায়ে ওহাবীয়ার প্রবর্তক আরবের মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী। এ দু'ব্যক্তির পরিচিতি ও তাদের আক্বিদা সম্পর্কে আমি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয়' নামক পুস্তকে আলোচনা করেছি।

উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদের আমদানী

পাক-ভারত উপমহাদেশে সে ওহাবীয়তের দুর্গন্ধময় বাতিল আক্বিদা যিনি বহন করে এনেছিলেন তার নাম মৌলভী ইসমাইল দেহলভী। তিনি ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খান্দানের আল্লামা শাহ ওলীউল্লাহ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) এর পৌত্র এবং আল্লামা শাহ আব্দুল আজিজ মোহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) এর আপন ভ্রাতুষ্পুত্র।

উল্লেখ্য যে, শাহ ওলী উল্লাহ (রা.) এর ছিল চার পুত্র। যথা–

১. শাহ আব্দুল আজিজ (রা.)
২. শাহ রফি উদ্দিন (রা.)
৩. শাহ আব্দুল কাদির (রা.)
৪. শাহ আব্দুল গণি (রা.)

তারা সবাই ছিলেন ইলমে শরিয়ত ও তরিকতের অনুসারী যাদের কাছে আমরা সবাই চিরঋণী।

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় শাহ ওলীউল্লাহ (রা.) এর কনিষ্ঠ পুত্র হযরত শাহ আব্দুল গণি (রা.) এর ঔরসেই জন্ম নিল মৌলভী ইসমাইল দেহলভী। ভারতীয় উপমহাদেশে তার দ্বারাই ওহাবী খারেজী ফিতনা ফাসাদ তথা মুসলমানদের মধ্যে মতানৈক্যের সূত্রপাত হয়।

জলিলুল কদর সাহাবি সত্যের দিশারী হযরত আমিরে মোয়াবিয়া (রা.) এর ঔরষে জন্ম নিয়েও নিজ কর্মকাণ্ডের দরুণ এজিদ যেভাবে ইসলামী জগতে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত। চার মাজহাবের ইমামদের মধ্যে কেউ তাকে ফাসিক-ফাজির বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেউ তাকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। তদ্রুপ ভারতবর্ষের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খান্দানে জন্ম

নিয়েও মৌলভী ইসমাইল দেহলভী নিজ বাতিল আক্বিদার দরুণ ভারতীয় মুসলমানদের কাছে ঘৃণিত। তার যে সব বাতিল আক্বিদা স্বরচিত গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে অনেক উলামায়েকেরাম তাকেও কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন।

তার বাতিল আক্বিদা সম্বলিত যে সব কিতাব প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমানদের মতানৈক্য ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে তাকবিয়াতুল ঈমানই প্রসিদ্ধ।

তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাব লিখার কারণ

শারিহে বোখারী আল্লামা মুফতি শরিফুল হক্ব আমজদী সাহেব স্বীয় প্রণীত 'সুন্নি দেওবন্দী এখতেলাফাত' নামক কিতাবে তাকবিয়াতুল ঈমান প্রসঙ্গে বলেন– 'ভারতীয় মুসলমানগণ যখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, ঠিক তখনই মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব মুসলমানদের একতাকে বিনষ্ট করার জন্য তাকবিয়াতুল ঈমান নামক একটি ঈমানবিধ্বংসী কিতাব রচনা করলেন।'

কিতাবটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে চারদিকে হুলস্থল পড়ে গেল। অবশ্যই তখনকার ইংরেজবিরোধী উলামায়েকেরাম এর দাঁতভাঙা জবাবও দিয়েছিলেন। এমনকি তার চাচাত ভাই মাওলানা মোহাম্মদ মুছা ও মাওলানা মোহাম্মদ মাখছুছ উল্লাহ (রা.) উভয়েই পৃথক পৃথকভাবে এ কিতাবের বাতিল আক্বিদার খণ্ডন করেছিলেন। মাওলানা মোহাম্মদ মুছা দেহলভী (রা.) এ বিষয়ে দু'টি কিতাব রচনা ও প্রকাশ করেছিলেন। একটি হল حجة العمل فى ابطال سوال و جـــواب এবং দ্বিতীয়টি হল الحيـل এবং মাওলানা মোহাম্মদ মাখছুছ উল্লাহ দেহলভী (রা.) যে কিতাব লিখেছিলেন তার নাম معيد الايمان فى رد تقوية الايمان তাছাড়া ইংরেজবিরোধী আজাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক আল্লামা ফজলে হক্ব খায়রাবাদী (রা.) এ বিষয়ের উপরে দু'টি কিতাব লিখেছিলেন। একটি হল تحقيق الفتوى فى ابطال الطغـــوى এবং অপরটি হল امتناع نظـــير এবং আল্লামা ফজলে রাসূল বাদায়ূনী (রা.) তাকবিয়াতুল ঈমানের খণ্ডনে লিখেছিলেন সাইফুল জব্বার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত বাতিল আক্বিদা সম্বলিত তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবটি প্রকাশ হওয়ার পর নবী প্রেমিক মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে লেখক নিজেই তা ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন। যা তারই অনুসারী মাওলানা আশরাফ আলী থানভী সাহেব তদীয় 'আরওয়াহে ছালাছা' নামক কিতাবে ৭৪ পৃষ্ঠায় হুবহু তুলে ধরেছেন। লেখক বলেন–

میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں نہ جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذراتیز الفاظ آگئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی ..... گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لر بھڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے۔

অর্থাৎ 'আমি এই কিতাবটি লিখেছি এবং জানি এর কোন কোন স্থানে সামান্য শক্ত কথা এসে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন হয়ে গেছে। যেমন যে সব্ বিষয় শিরকে খফী সেগুলোকে আমি শিরকে জলী লিখে দিয়েছি এ কারণে আমি মনে করি এই কিতাবটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে অবশ্যই গোলমাল বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। তবে আমার বিশ্বাস সব ঠিক ঠাক হয়ে যাবে।'

ইসমাইল দেহলভী ছিলেন ইংরেজদের দালাল

প্রিয় পাঠকগণ! ইসমাইল দেহলভী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জেনে শুনে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে যা শিরকে জলী (সুস্পষ্ট শিরক) নয় অথচ তিনি তাকে শিরকে জলী (সুস্পষ্ট শিরক) লিখে দিয়েছেন এবং তিনি নিজেই স্বীকার করলেন। এটা প্রকাশ হওয়ার পর মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে এই কিতাবটি লেখার কারণ কী? যা সুস্পষ্ট শিরক নয় তা সুস্পষ্ট শিরক বললেন কেন? এর জবাবে আমরা বলব তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ঐক্যকে বিনষ্ট করা এবং তাদের মন

আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতি থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া, কারণ তিনি ছিলেন ইংরেজদের মদদপুষ্ট দালাল।

কোন কোন লেখক মৌলভী ইসমাইল দেহলভী ও তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবকে ইংরেজ বিরোধী মোজাহিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। অথচ তারা উভয়ের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে ছিলেন না। বরং ইংরেজদের পক্ষে এবং আজাদী আন্দোলনের প্রস্তুতির বিরুদ্ধে ছিলেন। নিম্নে ইসমাইল দেহলভী সাহেবের বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য করুন–

১) মীর্জা হায়রত দেহলভী প্রণীত 'হায়াতে তইয়্যিবা' নামক মৌলবী ঈসমাইল দেহলভীর জীবনী গ্রন্থে (২৭১ পৃঃ মাতবায়ে ফারুকী) উল্লেখ আছে–

کلکتہ میں جب مولانا اسمعیل نے جہاد کاوعظ فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی تو ایک شخص نے دریافت کیا. آپ انگریزوں پر جہاد کا فتوی کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جواب دیا. ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں. ایک تو ان کی رعیت ہیں دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرابھی دست اندازی نیہں کرتے. ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے.

بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گور نمنٹ برطانیہ پر آنچ نہ آنے دیں.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ 'মাওলানা ঈসমাইল দেহলভী যখন কলিকাতায় জিহাদ সংক্রান্ত ওয়াজ শুরু করলেন এবং শিখদের অত্যাচার সম্পর্কে বিবরণ দিচ্ছিলেন, তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ফতওয়া দিচ্ছেন না কেন?'

তিনি (মৌলভী ইসমাইল দেহলভী) উত্তরে বললেন, তাদের বিরুদ্ধে (ইংরেজদের বিরুদ্ধে) কোন অবস্থাতেই জিহাদ করা ওয়াজিব নয়। একদিকে আমরা হচ্ছি তাদের প্রজা। অপরদিকে আমাদের ধর্মীয় কোন কাজ সম্পন্ন করতে তারা কোন বাধা দিচ্ছে না।

তাদের শাসনে (ইংরেজ শাসনে) আমাদের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা রয়েছে। যদি ইংরেজদের উপর কোন বহিশত্রু আক্রমণ করে, তখন এ দেশীয় মুসলমানদের উপর ফরয তারা যেন আক্রমণকারীদেরকে প্রতিহত করে এবং ইংরেজ সরকারের যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে।'

উল্লেখ্য যে, মীর্জা হায়রত দেহলভী প্রণীত হায়াতে তাইয়িবা কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মাওলানা মঞ্জুর নোমানী সাহেব 'মাসিক আল-ফুরকান ১৩৫৫ হিজরি শহীদ সংখ্যা' ৫১ পৃষ্ঠায় বলেন–

کتاب مرزا حیرت مرحوم کی حیات طیبہ ہے جو شاہ اسمعیل شہید کی نہایت مضبوط سوانح عمری ہے۔

অর্থাৎ 'মীর্জা হায়রত দেহলভী লিখিত হায়াতে তাইয়িবা শাহ ইসমাইল দেহলভীর জীবনী হিসেবে অত্যন্ত মজবুত গ্রন্থ।'

২। মুনসি মোহাম্মদ জাফর থানছিরী প্রণীত 'ছাওয়ানেহে আহমদী' নামক গ্রন্থের ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

یہ بھی صحیح روایت ہے کہ اثنائے قیام کلکتہ میں جب ایک روز مولانا محمد اسمعیل دہلوی وعظ فرما رہے تھے ایک شخص نے مولانا سے یہ فتوی پوچھا کہ سرکار انکریزی پر جہاد کرنا درست ہے یا نہیں؟

اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ ایسی بے روریا اور غیر متعصب سرکار پر کسی طرح بھی جہاد درست نہیں۔

অর্থাৎ 'ইহাও একটি সহী বর্ণনা যে, কলিকাতা অবস্থানকালে একদা মাওলানা ইসমাইল দেহলভী ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি (মাওলানা ইসমাইল দেহলভী) সাহেবকে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করল, ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সঠিক কী না? প্রতি উত্তরে (মাওলানা ইসমাইল দেহলভী) বললেন, এ ধরনের সচেতন এবং সংস্কারক সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ করা কোন অবস্থাতেই সঠিক নয়।'

প্রকাশ থাকে যে, মুনশি জাফর থানছিরীর লিখিত 'ছাওয়ানেহে আহমদী' কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী সিরতে সৈয়দ আহমদ গ্রন্থের ৮ পৃষ্ঠায় বলেন–

سوانح احمدی وتوازیخ عجیبہ اردو پہلی کتاب سید صاحب کے حالات میں مقبول ومشہور ہے جس سے سید صاحب کے حالات کی بہت اشاعت ہوئی۔

অর্থাৎ 'ছাওয়ানেহে আহমদী' এবং 'তাওয়ারিখে আজীবা' গ্রন্থদ্বয়ই প্রথম কিতাব, যা সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের জীবনী সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ কিতাব। যা দ্বারা সৈয়দ সাহেবের জীবনী খুব বেশি প্রচারিত হয়েছে।

উপরোক্ত তথ্যাবলী থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব ইংরেজ রিরোধী ছিলেন না বরং ইংরেজদের পক্ষেই কাজ করেছেন। তিনি এবং তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব শিখদের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছিলেন তাও ইংরেজদের স্বার্থেই করেছিলেন। কারণ ইংরেজরা চেয়েছিল স্বাধীন শিখ জাতির শক্তিকেও দূর্বল করে দেওয়া।

এ প্রসঙ্গে 'কোলকাতাকেন্দ্রীক বুদ্ধিজীবী' পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে 'ওহাবী ও শিখদের মধ্যে সংঘর্ষ চলাকালে উভয় পক্ষেরই শক্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib

ক্ষয় হোক এটাই ইংরেজদের কাম্য ছিল। এই প্রেক্ষিতে ১৮৩১ সালে ওহাবী নেতা সৈয়দ আহমদের ইন্তেকাল এবং ১৮৩৯ সালে রনজিত সিং এর মৃত্যুর পর লর্ড ডালহৌসী একে একে পাঞ্জাব ও সিন্ধু এলাকা ইংরেজ রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।'

এতে প্রমাণিত হল মৌলভী ইসমাইল দেহলভী ও তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর আন্দোলনের দ্বারা ইংরেজরাই লাভবান হয়েছে এবং তাদের রাজত্বের পরিধি ও শক্তি আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। অপরদিকে এই আন্দোলনের দ্বারা মুসলমানদের জান-মালের বহু ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল।

ইসমাইল দেহলভীর মর্মান্তিক মৃত্যু

আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী (রা.) তদীয় সুপ্রসিদ্ধ 'জাআল হক্ব' নামক কিতাবের ভূমিকায় লিখেন–

'দিল্লি শহরে মৌলভী ইসমাইল দেহলভী নামে একজন লোক জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদী প্রণীত কিতাবুত তাওহীদ এর উর্দু ভাষায় খোলাসা করে অনুবাদ করেন ও তাকবিয়াতুল ঈমান নামে প্রকাশ করে হিন্দুস্থানে এক ব্যাপক প্রচারের আয়োজন করেন। এই তাকবিয়াতুল ঈমান প্রকাশ করার কারণে তিনি সীমান্তের পাঠান মুসলমানদের হাতে নিহত হন। তাই ওহাবীরা তাকে শহীদ বলে গণ্য করে শিখদের হাতে নিহত হয়েছেন বলে প্রচারণা চালায়।'

হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) ঠিকই বলেছেন–

وہ وھابیہ نے جسے دیا ھے لقب شھید وذبیح کا
وہ شھید لیلے نجد تھا وذبیح تیغ خیار ھے۔

অর্থাৎ 'ওহাবীরা যাকে শহীদ বা জবীহ বলে আখ্যায়িত করেছে আসলে তিনি নজদের লায়লার প্রেমে বিভোর হয়ে মুসলমান ধার্মিকের হাতেই প্রাণ হারিয়েছেন।'

যদি তাদের কথামত শিখেরাই নিহত করতো তাহলে অমৃতসর বা পূর্বপাঞ্জাবের কোন শহরে তিনি মারা যেতেন। কেননা পূর্বপাঞ্জাবই হল

শিখদের কেন্দ্র। সীমান্ত হল পাঠানদের এলাকা এবং সেখানেই তিনি মারা যান।

অতএব বুঝা গেল তিনি মুসলমানদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তার মৃতদেহও উধাও করে ফেলা হয়েছিল। এজন্য কোথাও তার কোন কবর নেই।

আল্লামা কাজী ফজল আহমদ লুদিয়ানুভী সাহেব তদীয় 'আনওয়ারে আফতাবে ছাদাকাত' নামক কিতাবে লিখেছেন–

'সীমান্ত প্রদেশের পাঠান মুসলমান ইউছুফ জর্গাজয়ীর গুলিতেই মৌলভী ইসমাইল দেহলভী নিহত হয়েছিল।'

উপরোক্ত তথ্যাবলীর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব বিধর্মী শিখদের হাতে নয় বরং মুসলমান ধার্মিকের হাতেই নিহত হয়েছিল। কারণ তিনি এবং তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া নামে তাকবিয়াতুল ঈমান ও সিরাতে মুস্তাকিম নামক কিতাবের বিষয়ভিত্তিক যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং শিখদের বিরুদ্ধে যে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন, তাদের এই বাহ্যিক অবস্থা দেখে যদিও অনেক সরলপ্রাণ মুসলমান প্রতারিত হয়েছে এবং মুসলমানদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তবুও তাদের মতবাদ প্রচার করতে গিয়ে তারা স্থানে স্থানে নবী প্রেমিক মুসলমানদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্তও হয়েছে।

এমনকি পেশওয়ারের একদল সাহসী বিজ্ঞ আলেম একটি কাগজে যুক্ত স্বাক্ষর দিয়ে সৈয়দ আহমদ বিরলভীও তার অনুসারীদের আক্বিদা বা ধর্মবিশ্বাস ভ্রান্ত বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। ফলে পেশয়ারের মুসলমান জনগণ সুলতান মুহাম্মদ খানের নেতৃত্বে মোহাম্মদীয়া আন্দোলনের তথাকথিত মোজাহিদ বাহিনীকে পেশওয়ার থেকে হঠিয়ে দেন এবং পেশওয়ার পূন:দখল করেন। (ঈমান যখন জাগল-৩৮/৩৯)

অনুরূপ 'তারিখে হাজারা' নামক ইতিহাস গ্রন্থের ৫১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, পাঠান মুসলমানদের মধ্যে নিয়ম ছিল যে, তারা নিজেদের মেয়েদেরকে দেরিতে বিয়ে দিত। ইসমাইল দেহলভী সাহেব এ প্রথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রহিতকরণের উদ্দেশ্যে নির্দেশ জারি করেন যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের কোন মুরিদের মেয়ে অবিবাহিত থাকলে সে তার বাহিনীর সঙ্গে থাকতে পারবে না। এই নির্দেশ জারি হওয়ার পর পাঠান খান্দানের ২০টি অবিবাহিত মেয়েকে পাঞ্জাবী বাহিনীর ২০ জনের সঙ্গে বিবাহ পড়িয়ে দেন এবং দুটি মেয়েকে স্বয়ং ইসমাইল দেহলভী সাহেব বিবাহ করেন। তখন ইউছুফ জর্গাজয়ী এই বিবাহ রীতিনীতি দেখে বললেন, আমরা আপনার এই বিধান মানি না। আমরা আমাদের মেয়েগুলোকে ফেরত পেতে চাই।

কিন্তু ইসমাইল সাহেব তাদের মেয়েগুলোকে ফেরত দিতে অস্বীকার করলে পাঠান ও পাঞ্জাবীদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যায়। প্রথম দিন উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের কোন ফলাফল হয় নাই। পরদিন ইউছুফ জর্গাজয়ী ইসমাইল দেহলভীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে ইসমাইল সাহেব সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ইসমাইল সাহেবের মৃত্যু দেখে পাঞ্জাবীগণ তার বাহিনী ত্যাগ করে চলে যায়। (আনওয়ারে আফতাবে ছাদাকাত ও নজদী পরিচয় দ্র.)

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে কলম সম্রাট আল্লামা আরশাদুল কাদেরী সাহেবের লিখিত জের ও জবর, যালযলা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করুন।

মাহবুবে খোদাকে ভাই বলার দুঃসাহস

প্রিয় পাঠকগণ! এবার তাকবিয়াতুল ঈমান নামক কিতাবের একটি বেয়াদবিমূলক ও জঘন্যতম বাতিল আক্বিদার প্রতি লক্ষ্য করুন, লেখক কিভাবে আল্লাহর হাবিবের শান-মানের উপর আঘাত আনলেন।

ف یعنی انسان اپس میں سب بھائی ھیں جو بڑا
بررگ ھو وہ بڑا بھائی ھے سواسکے بڑے بھائی کی
سی تعظیم کیجے اور مالك سبکا الله ھے بندگی
اسکو چاھیئے اس حدیث سے معلوم ھوا کہ اولیاء
وانبیاء امام وامام زادہ پیرو شھید یعنی جتنے الله

کے مقرب بندے ھیں وہ سب انسان ھی ھیں اور
بندے عاجز اور ھمارے بھائی مگر انکو الله نے بڑائی
دی وہ بڑے بھائی ھوئے۔

অর্থাৎ 'সকল মানুষই পরস্পরপর ভাই ভাই, যার মর্যাদা বেশি বড় তিনিই বড় ভাই, সুতরাং তাঁকে (রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) বড় ভাইয়ের মতই সম্মান করতে হবে এবং আল্লাহ হচ্ছেন সকলের মালিক, তারই উপাসনা করবে। এ হাদিস দ্বারা বুঝা গেল ওলীগণ, নবীগণ, ইমাম ও ইমামজাদা, পীর ও শহীদ অর্থাৎ আল্লাহর যতই নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হন না কেন তারা প্রত্যেক মানুষই ছিলেন। সকল বান্দাই অক্ষম এবং আমাদের ভাই কিন্তু তাদেরকে যেহেতু আল্লাহ তা'য়ালা উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন তাই তারা আমাদের বড় ভাই হিসেবে গণ্য হয়েছেন।'

উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব এ কথাই বুঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন যে, আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাগণ অর্থাৎ নাবীয়্যিন, সিদ্দিকীন, শুহাদায়ে কেরাম এবং সালেহীন যতই আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা হন না কেন তারা সবাই অক্ষম এবং তাদের সাথে আমাদের পারস্পারিক সম্পর্ক হল ভাইয়ের সম্পর্ক। এমনকি যিনি সবচেয়ে মুকাররব নৈকট্যপ্রাপ্ত আল্লাহর প্রিয় হাবিব নবী মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনিও আমাদের মত অক্ষম এবং তাকে বড় ভাইয়ের মতোই সম্মান করতে হবে।

তার এই দীর্ঘ বক্তব্যের দ্বারা আমরা দু'টি বিষয় অবগত হলাম। একটি হল তার মতে আল্লাহর নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছু করতে বলতে অক্ষম। অপরটি হল তিনি আমাদের বড় ভাই। অথচ ইসলামী শরিয়ত মতে এই আক্বিদা দু'টি কোরআন সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থি। যা সর্বপ্রথম তারই লিখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে এ উপমহাদেশে প্রকাশ পেয়েছে।

তার প্রথম বাতিল আক্বিদাটি হল, আল্লাহর হাবিব মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কিছু করতে অক্ষম।.এ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বিদাটির অসারতা প্রমাণ করতে পাঠকের সামনে একটিমাত্র হাদিসে কুদসী নিম্নে প্রদত্ত হল, যা মিশকাত শরীফের ১৯৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহপাক এরশাদ করেন–

مَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اَحْبَبْتُهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُـــهٗ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِـىْ يَبْطِشُ بِهَا ،

অর্থাৎ 'আল্লাহপাক এরশাদ করেন আমার বান্দা সর্বদা নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার এমন তাকাররুব বা নৈকট্যপ্রাপ্ত হয় যে, আমি তাকে ভালবাসি আর আমি যখন তাকে ভালবাসি তখন বান্দা যে কান দ্বারা শুনে আমি তার কান বনে যাই, যে চোখ দ্বারা দেখে আমি তার চোখ বনে যাই, যে হাত দ্বারা কোন কিছু করে আমি তার হাত বনে যাই। অর্থাৎ বান্দার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আমার খোদা-ই শক্তি এসে যায়। ফলে বান্দা যা কিছু করতে ইচ্ছা করে সব কিছুই আমার দেওয়া ক্ষমতা বলে করতে সক্ষম।'

উপরোক্ত পবিত্র হাদিসে কুদসী দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল শুধুমাত্র আল্লাহর হাবিব মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয় বরং তার উম্মতের মধ্যে যদি একজন আদনা উম্মতও হয় এবং সে নফল এবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয় তাহলে খোদা-ই জগতে খোদার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সব কিছু করতেই সক্ষম।

তার দ্বিতীয় বাতিল আক্বিদাটি হল নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বড় ভাই। এই আক্বিদাটির অসারতা প্রমাণ করতে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি পরবর্তী পরিচ্ছেদে। সেখানে কোরআন সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণ করেছি শুধুমাত্র আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয় বরং সকল আম্বিয়ায়ে কেরামদের সাথে নিজ নিজ উম্মতের সম্পর্ক হল পিতা-পুত্রের। তাঁরা সকলই নিজ নিজ উম্মতের দ্বীনি পিতা।

তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের কতিপয় ভ্রান্ত আক্বিদা

মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেবের লিখিত তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের মধ্যে ঈমান বিধবংসী যে সব আক্বিদা লিপিবদ্ধ রয়েছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হল–

'আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহর সামনে মুচি-চামার হতেও অধম'

'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বড় ভাই। সুতরাং তাকে বড় ভাইয়ের মতেই সম্মান করিও।'

'নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ইখতিয়ার বা ক্ষমতা নাই।'

'কিয়ামতের দিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে শাফায়াত করবেন বলে যে আক্বিদা রাখবে, সে আবু জেহেলের মত মুশরিক হবে।'

'এই বিষয়ে (গায়েব না জানার বেলায়) আউলিয়া, আম্বিয়া, জ্বিন, শয়তান, ভূত, পরীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।'

'কোন নবী, ওলী, জ্বিন, ফেরেশতা, পীর, শহীদ, ইমাম, ইমামজাদা, ভূত ও পরীকে আল্লাহ সাহেব এই ক্ষমতা দান করেন নাই। (এখানে ভূত পরীকে আম্বিয়ায়ে কেরামদের সাথে তুলনা করা হয়েছে)।

'এই ব্যাপারে ছোট বড় সমস্ত বান্দাই (নবী ওলী) অক্ষম, অক্ষমতায় সবাই এক সমান।'

'গ্রামের জমিদার ও প্রত্যেক সম্প্রদায়ের চৌধুরীর যেইরূপ মর্যাদা রয়েছে ঠিক সেই অর্থেই প্রত্যেক পয়গাম্বর নিজ নিজ জাতির নিকট মর্যাদাবান। (এর বেশি নয়)।'

'আঁ হযরত বলেছেন, আমিও একদিন মরে মাটি হয়ে যাব।'

'আল্লাহ তা'য়ালা সব সময় গায়েব জানেন না, যখন প্রয়োজন হয় তখন জানিয়া লন।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন না।'

'যে এ কথা বলে খোদার পয়গাম্বর বা কোন ইমাম বা বুজুর্গ গায়েব জানতেন এবং শরিয়তের সম্মানে মুখ দিয়ে বলতেন না সে বড়ই মিথ্যুক এবং গায়েব আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না।'

তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের সমর্থক–

প্রিয় পাঠক! তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের বাতিল আক্বিদাকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম ও নবী প্রেমিক সাধারণ মুসলমান যদিও কোন ক্রমেই গ্রহণ করতে পারেনি এবং আজ পর্যন্ত এর জোড় প্রতিবাদ করে আসছেন। কিন্তু দেওবন্দী সম্প্রদায়ের একদল আলেম সে কিতাবকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং আজ পর্যন্ত তারা সে কিতাবের বাতিল আক্বিদাকে সত্য সঠিক আক্বিদা হিসেবে বিশ্বাস করে থাকেন।

এ প্রসঙ্গে দেওবন্দী ওহাবী মৌলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেবের বক্তব্য শুনুন। গাঙ্গুহী সাহেব তার লিখিত ফতোয়ায়ে রশিদীয়া নামক কিতাবের ৪২ পৃষ্ঠায় মৌলভী ইসমাইল দেহলভী ও তার লিখিত তাকবিয়াতুল ঈমান নামক কিতাবের প্রশংসায় বলেন–

مولوی محمد اسمعیل صاحب عالم متقی بدعت کے اکھاڑنے والے اور سنت کے جاری کرنے والے اور قران وحدیث پر پورا پورا عمل کرنے والے اور خلق کو هدایت کرنے والے تھے اور تمام عمر اسی حال میں رهے. آخر کار فی سبیل الله جهاد میں کفار کے هاتھ سے شهید هوئے. پس جس کا ظاهر حال ایسا هووے وه ولی الله اور شهید هے..... اور کتاب تقویة الایمان نهایت عمده کتاب هے اور وه رد شرك وبدعت میں

لاجواب هے استدلال اس کے بالکل کتاب اور احادیث سے هیں اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام هے.

অর্থাৎ 'মৌলভী মোহাম্মদ ইসমাইল সাহেব ছিলেন একজন পরহেজগার আলেম বিদআতের উচ্ছেদে ও সুন্নাতের প্রচলনকারী। কোরআন হাদিসের পরিপূর্ণ আমিল ও সৃষ্টির হেদায়তকারী এবং তামাম জিন্দেগী এই অবস্থায়ই কাটিয়েছেন। সর্বশেষে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের মধ্যে কাফেরদের হাতে শহীদ হয়ে গিয়েছেন। অতএব যার বাহ্যিক অবস্থা এইরূপ হয়েছে। তিনি আল্লাহর ওলী এবং শহীদ। তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাব অত্যন্ত উত্তম কিতাব। উহা শিরিক ও বিদআতের খণ্ডনে লা-জওয়াব এবং উহার দালাইল সম্পূর্ণ কোরআন হাদিস হইতে গৃহীত। উহাকে প্রত্যেকের নিকট রাখা, পড়া এবং আমল করাই প্রকৃত ইসলাম।' গাঙ্গুহী সাহেব উক্ত কিতাবের ৪৪ পৃষ্ঠায় বলেন–

بنده کے نزدیك سب مسائل اس کے صحیح هیں اگرچه بعض مسائل میں بظاهر تشدد هے اور توبه کرنا ان کا بعض مسائل سے محض افترا اهل بدعت کا هے.

অর্থাৎ 'তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের সমস্ত মাসায়েল আমার নিকট সহী শুদ্ধ। যদিও বাহ্যিকভাবে কোন কোন মাসায়েল সীমা লঙ্ঘন হয়েছে মনে হয় আর ইসমাইল সাহেব তার কোন কোন মাসায়েল থেকে তাওবা করেছেন এই খবর বিদআতীর অপবাদমাত্র।'

অনুরূপ দেওবন্দী ওহাবী মৌলভী আশরাফ থানভী সাহেব তার লিখিত এমদাদুল ফতোয়া নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় তাকবিয়াতুল ঈমান প্রসঙ্গে বলেন–

تقویة الایمان میں بعض الفاظ جو سخط واقع هوگئے هیں تو اس زمانه کی جهالت کا علاج تها.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ 'তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের মধ্যে কোন কোন শব্দ যা শক্ত হয়ে গেছে তা ঐ যুগের জেহালত বা মূর্খতার ঔষধ ছিল।'

উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, মৌলভী রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী সাহেব ও মৌলভী আশরাফ আলী থানবী সাহেব তারা উভয়ই তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের বাতিল আক্বিদায় পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তাদের মতেও নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড়ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে। আমাদের দেশে ইলিয়াসি তাবলীগ ও কওমীপন্থিরা আজও ঐ সব দেওবন্দী আলেমদেরকে আল্লাহর ওলী মনে করে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ঐ সব বাতিল আক্বিদা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আম্বিয়ায়ে কেরামদের সাথে উম্মতের সম্পর্ক

নবীগণ উম্মতের দ্বীনি পিতা

সৃষ্টির সেরা আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির মধ্যে আম্বিয়ায়ে কেরামই হচ্ছেন সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। তাঁদের সাথে কারো তুলনা চলে না। তারা আল্লাহপাকের একমাত্র প্রতিনিধি। তাঁদের মর্যাদা সাধারণ মানুষ থেকে অনেক উর্ধ্বে। পবিত্র কোরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে তারা হচ্ছেন স্বীয় উম্মতের দ্বীনি পিতা।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাপাক এরশাদ করেন–

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ (سورة احزاب ٦)

অর্থাৎ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে এবং তার স্ত্রীগণ সমস্ত মু'মিনের মা।

এ আয়াতে কারীমার দ্বারা প্রমাণিত হল আমাদের প্রিয়নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানিত স্ত্রীগণ সমস্ত উম্মতের মা।

এখন দেওবন্দী ওহাবীদের নিকট জিজ্ঞাস্য যে, যদি স্ত্রীগণ মা হন তাহলে তাদের স্বামী নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ভাই হবেন? যদি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাই বলা যায় তাহলে তার স্ত্রীগণ নিশ্চয়ই ভাবী হবেন। (নাউজুবিল্লাহ)

সুতরাং রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাই বলা সুস্পষ্ট কোরআন বিরোধী আক্বিদা।

উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম সাহাবায়ে কেরাম থেকে উক্ত আয়াতে কারীমার একাধিক কেরাত বা পঠননীতিরও উল্লেখ করেছেন। যেই পঠননীতির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহর হাবিব মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতের ভাই নয় বরং দ্বীনি পিতা।

এ প্রসঙ্গে তাফসিরে মাদারিকে ও রুহুল বয়ান নামক কিতাবে উল্লেখিত আছে–

وَفِىْ قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর কেরাতে আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনগণের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে এবং তিনি মু'মিনগণের পিতা।

আল্লামা সৈয়দ মাহমুদ আলুছী বাগদাদী (রা.) উক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বায়হাকী শরীফ থেকে তদীয় তাফসিরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ করেন–

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهٗ كَانَ يَقْرَأُ اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهَاتُهُمْ

অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি কেরাত পড়তেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিনগণের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক নিকটে এবং তিনি তাঁদের পিতা এবং তার স্ত্রীগণ উম্মতের মাতা।

অনুরূপ হিজরি নবম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দিন সুয়ুতী (রা.) তার লিখিত তাফসিরে দুররে মানসুর নামক কিতাবে النبى اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ এর সাথে وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ কেরাত হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মুজাহিদ (রা.) ও হাসান (রা.) প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত উল্লেখ করেছেন।

পবিত্র কোরআন মজীদের উক্ত পঠননীতির আলোকে একথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সাহাবায়ে কেরামদের আক্বিদা ছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দ্বীনি পিতা। সুতরাং মৌলভী ইসমাইল দেহলভী ও তার অনুসারী দেওবন্দী ওহাবীদের

মতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে এ আক্বিদা রাখা কোরআন সুন্নাহ ও সাহাবায়েকেরামদের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি একটি ইসলামবিরোধী আক্বিদা।

তাছাড়া তাফসিরাতে আমমদীয়া নামক কিতাবের ৩৩৯ পৃষ্ঠায় আল্লামা মোল্লা জিউন (রা.) বলেন–

وَقُرِئَ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ اَىْ اَلَّذِيْنَ لِاَنَّ كُلَّ نَبِىٍّ فَهُوَ اَبٌ لِاُمَّتِهٖ وَلِذٰلِكَ كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةً

অর্থাৎ এক কেরাতে রয়েছে তিনি মু'মিনদের দ্বীনি পিতা। কেননা প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের পিতা। এ জন্যই মু'মিনদের পারস্পারিক সম্পর্ক হল ভাই ভাই।

তাফসিরে আবুস সউদ নামক কিতাবের ৪র্থ জিলদের ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে–

وَقُرِئَ وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ اَىْ فِى الدِّيْنِ فَاِنَّ كُلَّ نَبِىٍّ اَبٌ لِاُمَّتِهٖ مِنْ حَيْثُ اَنَّهٗ اَصْلٌ فِيْمَا بِهِ الْحَيَاةُ الْاَبَدِيَّةُ وَكَذٰلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةً

অর্থাৎ কেরাতে রয়েছে যে, তিনি মু'মিনদের দ্বীনি পিতা। এমনকি প্রত্যক নবীই স্বীয় উম্মতের পিতা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হায়াতে আবদী হিসেবে উম্মতের আসল বা মূল। এজন্যই মু'মিনদের মধ্যে পরস্পরে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে।

অনুরূপ তাফসিরে মাদারিক নামক কিতাবে আরো উল্লেখিত আছে যে–

قَالَ مُجَاهِدٌ كُلُّ نَبِىٍّ اَبُوْ اُمَّتِهٖ وَلِذٰلِكَ صَارَ الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةً لِاَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْهُمْ فِى الدِّيْنِ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ মুজাহিদ বলেছেন প্রত্যেক নবীই স্বীয় উম্মতের পিতা হিসেবে পরিগণিত। এজন্যই মু'মিনদের পারস্পারিক সম্পর্ক হল ভাই ভাই। অতএব নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের দ্বীনি পিতা। এ প্রসঙ্গে মিশকাত শরীফের বাবে আদাবুল খালা অধ্যায়ে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে একখানা হাদিস বর্ণিত আছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ الخ অর্থাৎ পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমি তেমনি তোমাদের জন্য। আমি তোমাদেরকে শিক্ষা দেই।

উক্ত হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী (রা.) লিখিত মিশকাত শরীফের শরাহ 'মেরআত' নামক কিতাবে লিখেছেন–

'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতগণ লক্ষ্য করে বলেছেন, স্নেহ-মমতাও শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আমি তোমাদের পিতা তুল্য (পিতা যেরূপ সন্তানগণকে স্নেহ-মমতা করে শিক্ষা দেয়, আমিও তদ্রুপ তোমাদেরকে স্নেহ-মমতা করি ও শিক্ষা দেই) এবং আদব, আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে তোমরা আমার সন্তানগণের তুল্য অর্থাৎ সন্তান যেভাবে মাতা-পিতাকে সম্মান করে, আনুগত্য করে এবং আদব রক্ষা করে চলে, তোমরাও আমাকে এভাবে করবে। বরং মাতাপিতার চেয়ে অধিক সম্মান করতে হবে। মাতাপিতার উদাহরণ এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, সন্তানগণ মাতা-পিতাকেই সবচাইতে অধিক বড় মনে করে। মূলত মাতাপিতার চাইতেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। যেমন আল্লাহপাক এরশাদ করেছেন وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ আমি আপনার যিকর বা সম্মান অতি বুলন্দ করেছি। সুতরাং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমনি উচ্চ সম্মানের অধিকারী তেমনি সবার চাইতে তাঁকে অধিক সম্মান করতে হবে।'

উল্লেখ্য যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্মদাতা হিসেবে কোন পুরুষের পিতা নন। যেমন কালামেপাকে রয়েছে مَاكَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ অর্থাৎ মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম কোন (সাবালক) পুরুষের পিতা নন, কারণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চারজন পুত্র সন্তান (তৈয়ব, তাহের, কাশেম, ইব্রাহিম) নাবালেগ অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক হলেই তাকে رجال রিজাল বা পুরুষ বলা হয়ে থাকে।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কন্যাগণকে বোন বলা যাবে না

অনুরূপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদিও মু'মিনদের দ্বীনি পিতা হিসেবে পরিগণিত কিন্তু তাঁর কন্যাগণকে বোন বলা যাবে না। যেমন তাফসিরে রুহুল মায়ানীতে উল্লেখ রয়েছে–

فِى الْمَوَاهِبِ اَنَّهُ لَايُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ اَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِى الْاَصَحِّ۔

অর্থাৎ মাওয়াহিবে লাদুনিয়াতে আছে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণের কন্যাদেরকে মু'মিনদের বোন বলা যাবে না, ইহাই বিশুদ্ধ মত।

তাফসিরে রুহুল বয়ানে আরও উল্লেখ রয়েছে–

فَلَايُقَالُ لِبَنَاتِهِنَّ اَخَوَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلَالِاِخْوَانِهِنَّ وَاَخَوَاتِهِنَّ اَخْوَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَخَالَاتُهُمْ۔

অর্থাৎ রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীগণের কন্যাদেরকে মু'মিনদের বোন এবং তাঁদের ভাই ও বোনদেরকে মু'মিনদের মামা ও খালা বলা যাবে না।

নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানসূচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন করতে হবে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কালামেপাকে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে–

لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (سورة نور)

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মধ্যে মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাকার এমন রীতি প্রচলন কর না। যেমন করে তোমরা একে অপরকে ডেকো বা সম্বোধন করে থাক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসিরে সাভী' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে–

(قَوْلُهُ لَاتَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ) اَىْ نِدَاءَهُ بِمَعْنٰى لَاتَنَادُوْهُ بِاسْمِهٖ فَتَقُوْلُوْا يَا مُحَمَّدُ وَلَابِكُنْيَتِهٖ فَتَقُوْلُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ بَلْ نَادُوْهُ وَخَاطِبُوْهُ بِالتَّعْظِيْمِ وَالتَّكْرِيْمِ وَالتَّوْقِيْرِ بِاَنْ تَقُوْلُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ يَا نَبِىَّ اللهِ يَااِمَامَ الْمُرْسَلِيْنَ يَارَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَاخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ وَغَيْرَ ذٰلِكَ وَاسْتُفِيْدَ مِنَ الْاٰيَةِ اَنَّهُ لَايَجُوْزُ نِدَاءُ النَّبِىِّ بِغَيْرِ مَايُفِيْدُ التَّعْظِيْمَ لَا فِى حَيَاتِهٖ وَلَابَعْدَ وَفَاتِهٖ فَبِهٰذَا يَعْلَمُ اَنَّ مَنِ اسْتَخَفَّ بِجَنَابِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُوْنٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ۔

অর্থাৎ 'তোমরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পবিত্র নাম ধরে বা উপনাম ধরে ডাকবে না যেমন হে মোহাম্মদ, হে কাশেমের পিতা। বরং তাঁকে আহবান বা সম্বোধন কর তা'জিম, তাকরীম ও তাওকীর বা উচ্চ সম্মানের সাথে যেমন ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া নাবী আল্লাহ, ইয়া ইমামাল মুরসালিন, ইয়া রাসূলা রাব্বিল আলামিন, ইয়া খাতামান্নাবীয়িন প্রভৃতি। আর এই আয়াতে কারীমা থেকে প্রমাণিত হল যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার ওফাত শরীফের পূর্বে ও পরে সম্মানসূচক শব্দ ব্যতীত আহবান করা অবৈধ। অতএব উক্ত আয়াতে কারীমা দ্বারা অবগত হওয়া গেল, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান-মানকে হালকা জানবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে, সে ইহকাল ও পরকালে অভিশপ্ত কাফেররূপে গণ্য হবে।'

একখানা হাদিসেরে ব্যাখ্যা

পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিয়ারতের উদ্দেশ্যে (জান্নাতুল বাকী নামক) কবর স্থানে তাশরীফ আনলেন এবং (কবরবাসীদেরকে উদ্দেশ্যে করে) বললেন

আসসালামু আলাইকুম- হে মু'মিনদের আসল নিবাসের অধিবাসীগণ। ইনশায়াল্লাহ আমরাও আপনাদের সাথে মিলিত হব। (অতঃপর এরশাদ করলেন)

وَدِدْتُ اَنَا قَدْ رَاَيْنَا اِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَارَسُوْلَ اللهِ قَالَ اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ۔

অর্থাৎ আমার আকাঙ্ক্ষা! আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। (তখন) সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি আপনার ভাই নই? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তোমরা আমার সাহাবি। আমাদের ভাই হচ্ছেন তারা যারা এখনো পৃথিবীতে আসেন নাই। (মিশকাত)

উক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা বুঝা গেল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ভাই।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিস শরীফে সাহাবিগণ আরজ করলেন اَوَلَسْنَا اِخْوَانَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ইয়া রাসূলাল্লাহ আমরা কি আপনার ভাই নই?

সাহাবিগণ যদি বলতেন اَوَلَسْتَ اِخْوَانَنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ ইয়া রাসুলাল্লাহ আপনি কি আমাদের ভাই নন? তাহলে বুঝা যেত সাহাবায়ে কেরামদের আক্বিদা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ভাই। বরং সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন, আমরা কি আপনার ভাই নই? তাতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম ভাই বলে আক্বিদা রাখতেন না। (অতঃপর) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের জিজ্ঞাসার জবাবে আমার ভাই না বলে তাঁদের মধ্যে ভাইয়ের উর্ধ্বে যে গুণ রয়েছে সেই গুণের উল্লেখ করে বললেন–

اَنْتُمْ اَصْحَابِىْ وَاِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَاْتُوْا بَعْدُ۔

'তোমরা আমার সাহাবি এবং আমাদের ভাইগণ তারাই যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ الخ এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম উভয়ই শামিল রয়েছেন। যেহেতু শব্দ বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের পরবর্তী উম্মতদেরকে আমাদের ভাই বলে সম্বোধন করেছেন সত্য, কিন্তু আমার ভাই বলেননি। তার কারণ সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী উম্মতগণের মধ্যে ভাইয়ের সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে নিজেকে শামিল করে তাওয়াজু বা নম্রতা প্রদর্শনের নিমিত্তে উম্মতগণকে আমাদের ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। কোন উম্মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাকে ভাই বলে সম্বোধন বা বড়ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে এই আক্বিদা পোষণ করতে পারবে না। কারণ তা রাসূলেপাক ও সাহাবায়ে কেরামের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

তাকবিয়াতুল ঈমানে উল্লেখিত হাদিস শরীফের ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : একদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজিরগণ (রা.) এর ছোট একটি জামায়াতে ছিলেন, এমতাবস্থায় একটি উট এসে তাঁকে (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) সিজদা করল। তা দেখে সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন! ইয়া রাসূলাল্লাহ চতুষ্পদ জন্তু ও বৃক্ষরাজি আপনাকে সিজদা করে থাকে। অতএব আপনাকে সিজদা করার ব্যাপারে ওদের চেয়ে আমরাই অধিক হকদার। এতদ্বশ্রবণে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ অর্থ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের এবাদত কর এবং তোমাদের ভাইয়ের সম্মান কর। (মিশকাত শরীফ)

এই হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ভাই কিন্তু ছোটভাই নয় বরং বড়ভাই এবং তাঁকে বড়ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে। (তাকবিয়াতুল ঈমান)

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত হাদিসখানার অপব্যাখ্যা কর মৌলভী ইসমাইল দেহলভী 'তাকবিয়াতুল ঈমান' এ লিখেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের বড়ভাই এবং তাঁকে বড়ভাইয়ের মত সম্মান করতে

হবে। তার এই মনগড়া ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ব্যাখ্যার অসরতা প্রমাণকল্পে উক্ত হাদিসের সঠিক ব্যাখ্যা পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরলাম।

(ক) উক্ত হাদিস শরীফের এবারত দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ভাই বা তাঁকে বড় ভাইয়ের মতো সম্মান করতে হবে। কারণ সাহাবায়ে কেরামগণ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, তখন তিনি জবাবে اُسْجُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَنَا اَخُوْكُمْ فَاكْرِمُوْنِيْ (তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে সিজদা কর এবং আমি তোমাদের ভাই আমাকে সম্মান কর) এই কথা বলেননি বরং اُعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ (তোমরা তোমাদের প্রভূর ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর) বলেছেন।

জানা আবশ্যক যে, এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যই খাস। এখানে গভীর চিন্তার প্রয়োজন যে, প্রশ্ন করা হচ্ছে সিজদা করার ব্যাপারে, কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়েছে এবাদত করার জন্যে এর মধ্যে রহস্য হচ্ছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই সঙ্গে কয়েকটি মাসয়ালা উম্মতগণকে শিখিয়ে দিলেন।

মাসআলা- ১

সিজদা দুই প্রকার-

(ক) সিজদায়ে তা'য়াব্বুদী বা এবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা।

(খ) সিজদায়ে তা'জিমী বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিজদা করা।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতের জন্য সিজদায়ে তা'জিমী জায়েয ছিল কিন্তু উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য নাজায়েয। সিজদায়ে এবাদত সর্বকালে সর্বাবস্থায় শিরক। ছরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলতেন اُسْجُدُوْا رَبَّكُمْ (তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে সিজদা কর) তবে উভয় প্রকার সিজদাই আল্লাহর জন্য খাস হয়ে যেত। ফলে সিজদায়ে তা'জিমী যে শিরক নয়, সেটা আমাদের বোধগম্য হত না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আর আকস্মাৎ যদি কেহ কোন সম্মানী ব্যক্তিকে সিজদায়ে তা'জিমী বা সম্মান প্রদর্শনের জন্য সিজদা করে ফেলে, তবে সে শক্ত গোনাহগার হবে কিন্তু মুশরিক হবে না।

মাসআলা-২

নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমান وَاَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ তোমরা তোমাদের ভাইকে সম্মান কর অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর ঈমান আনার দরুণ পরস্পরে ভাইয়ের সম্পর্ক হয়েছে, সুতরাং এক ভাই অপর ভাইকে সম্মান প্রদর্শন কর কিন্তু কোন প্রকার সিজদা করা না যদিও তা'জিমী সিজদা পূর্বেকার উম্মতের জন্য বৈধ ছিল।

ছরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি বলতেন- اَنَا اَخُوْكُمْ فَاَكْرِمُوْنِىْ (আমি তোমাদের ভাই সুতরাং তোমরা আমাকে সম্মান কর) তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্কের দাবি সঠিক হত। কিন্তু নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু উম্মতের দ্বীনি পিতা, যা পূর্বে কোরআন সুন্নাহর আলোকে প্রমাণ করা হয়েছে, সেহেতু اَخَاكُمْ (তোমাদের ভাই) এর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শামিল নন।

(খ) আর যদি اَخَا كُمْ (তোমাদের ভাই) এর মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে নেয়া হয়, তবে বুঝতে হবে যে, তিনি তাওয়াজু বা নম্রতা দেখানোর জন্য নিজেকে اَخَاكُمْ (তোমাদের ভাই) বলেছেন। যেমন মিশকাত শরীফের হাশিয়া ২৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-

قَوْلُهٗ اَخَاكُمْ يُرِيْدُ نَفْسَهُ الْكَرِيْمَةَ تَوَاضُعًا.

অর্থ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী اَخَاكُمْ (তোমাদের ভাই) দ্বারা তিনি নিজ নফসে করীমা বা পবিত্র সত্ত্বাকে নম্রতা দেখানোর উদ্দেশ্য করে বলেছেন। সুতরাং اَخَا كُمْ (তোমাদের ভাই) হুজুরেপাকের এই ফরমান দ্বারা তাঁকে ভাই বলে সম্বোধন করতে হবে এবং তাকে বড়ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে তার অনুমতি কোথায়?

তাছাড়া যদি কোন রাষ্ট্রপ্রধান জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন 'আমি নগণ্য অথবা আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা নিজেকে অধম, নগণ্য বান্দা ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করেন। তবে কি তারা মূলত নগণ্য বা অধম হয়ে যাবেন? আর জনগণও কি রাষ্ট্রপ্রধানকে খাদেম বলে সম্বোধন করতে পারবেন? কখনই না।

উপরন্তু সাহাবায়ে কেরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনও ভাই বলে সম্বোধন করেননি এবং বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে এই আক্বিদাও রাখেননি। বোখারী শরীফের ১ম জিলদের ৭ম পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, সাহাবায়ে কেরাম হুজুরেপাকের দরবারে উপস্থিতিতে বললেন- اِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ অর্থ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার মতো নই এবং হুজুরেপাক ছাহেবে লাওলাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ اِنِّىْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ অন্যত্র لَسْتُ كَاَحَدٍ مِّنْكُمْ অর্থাৎ নিশ্চয় আমি তোমাদের কারো মত নই। (বোখারী শরীফ ১ম জিল্‌দ ২৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একনিষ্ঠ ঘোষণা اَيُّكُمْ مِثْلِىْ তোমাদের মধ্যে আমার মত কে আছ? অর্থাৎ কেহই নাই।

এই হাদিসমূহের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যেহেতু রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো মত নয়, সেহেতু তাকে ভাই বলে সম্বোধন করা বা বড়ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে এই আক্বিদা রাখার কোন প্রশ্নই উঠে না। এরূপ আক্বিদা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

প্রকাশ থাকে যে, আরবি اخ (আখুন) শব্দটি ভাই অর্থ ব্যতীত অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা: صديق (সাদিক) বিশ্বস্ত বন্ধু دوست (দোস্ত) বন্ধু صاحب (সাহিব) সাথী ইত্যাদি। (লোগাতে ছুরাহ, কামুস)।

অতএব আলোচ্য হাদিস শরীফ এর اَكْرِمُوْا اَخَاكُمْ অংশের অনুবাদ 'তোমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু বা সাথীর সম্মান কর' গ্রহণ করলে আর কোন জটিলতার সৃষ্টি হয় না। وَاللهُ اَعْلَمُ

pdf By Syed Mostafa Sakib

একখানা আয়াতে কারীমার মর্মার্থ

পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহপাক এরশাদ করেন- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ অর্থাৎ নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই। যেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিন ছিলেন এবং আমরাও মু'মিন সেহেতু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাই বললে কি অপরাধ হবে? (ফেরকায়ে ওহাবীয়া)

উত্তর : হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মু'মিন ছিলেন সত্য, তাই বলে তাঁকে ভাই বলে আহবান করা যদি অপরাধ না হয়, তাহলে আল্লাহকেও ভাই বলুন? কেননা তিনিওতো মু'মিন। পবিত্র কোরআনে রয়েছে اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ (অর্থাৎ তিনি (আল্লাহ) বাদশাহ দোষত্রুটি মুক্ত, শান্তিদাতা ও মু'মিন) প্রত্যেক মু'মিন যেহেতু পরস্পর ভাই ভাই সেহেতু আল্লাহপাকও মুসলমানদের ভাই। (নাউজুবিল্লাহ) অধিকন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু মু'মিনই ছিলেন না তাঁর অপর একটি বিশেষ গুণ রয়েছে মুমানবিহি অর্থাৎ কেউ যদি মু'মিন হতে চায় তাহলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর অবশ্যই ঈমান আনতে হবে।

প্রকারান্তরে শুধু আল্লাহর উপর ঈমান আনলেই কোন মানুষ মু'মিন হতে পারে না, সার কথা হল এই- রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর উপর ঈমান এনেই মু'মিন হয়েছেন এবং আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের উপর ঈমান এনেই মু'মিন হয়েছি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন মুমানবিহি অর্থাৎ তাঁর উপর ঈমান আনতেই হবে। পক্ষান্তরে কোন মানুষ মু'মিন হতে হলে আমাদের উপর ঈমান আনার কোন প্রয়োজন নেই।

সুতরাং হুজুরেপাকের বড় সিফত বা গুণ মুমানবিহিকে বাদ দিয়ে শুধু মু'মিন বিশ্বাসে 'মু'মিনগণ পরস্পরে ভাই ভাই' এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভাই বললেও বড় ভাইয়ের মত তাঁর সম্মান করতে হবে বললে, তাকে অপমান করা হয় এবং হুজুর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে অপমানজনক কথা বললে কিরূপ অন্যায় হবে তা আপনারাই বিচার করুন।

দেখুন কোন লোক (বিএ) পাশ করেছেন। এখন তাকে যদি কেউ বলে লোকটি মেট্রিক পাশ করেছে। তখন কথাটি সত্য হলেও তাঁকে অসম্মান প্রদর্শন করা হল। কারণ তার সর্বোচ্চ ডিগ্রি (বিএ)কে স্বীকৃতি না দিয়ে সর্বনিম্ন ডিগ্রি (মেট্রিক)কে উল্লেখ করে লোক চোখে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা হল। অনুরূপভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর বিশেষ গুণ মুমানবিহিকে ছেড়ে দিয়ে শুধু মু'মিন বললে তাকে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হল না। আবার তার সর্বোচ্চ ডিগ্রি (বিএ) পাশ করেছে বললে (মেট্রিক) পাশ করেছে, এ কথা বলার প্রয়োজন নেই। ঠিক অদ্রুপ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধু মু'মিন মনে করে ভাইয়ের সম্পর্ক স্থাপন করলে তাঁকে অপমান ছাড়া আর কিছুই হয় না।

খোলাসা বয়ান

মু'মিন্ হতে হলে ঈমান বিল্লাহ (আল্লাহর উপর ঈমান) ও ঈমান বি-রাসূলিল্লাহ (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান) অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের উপর ঈমান আনতে হবে। যেমন আমরা মু'মিন হয়েছি 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' এই কালিমা পাঠ করে।

এখন যদি কেউ শুধু 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে তাহলে মু'মিন হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত 'মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' পাঠ না করবে। এখন পরিস্কারভাবে বুঝা গেল মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মত শুধু মু'মিন নন বরং তিনি মু'মিন এবং মুমানবিহি।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুমানবিহি এবং আমরা হলাম মু'মিন। মুমানবিহি ও মু'মিন এ ভাই ভাই ইহা আল্লাহপাক কোথাও বলেন নাই বরং বলেছেন এক মু'মিন অন্য মু'মিনের ভাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ওহাবীগণ কোরআনে পাকের অপব্যাখ্যা করে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ভাইয়ের সম্পর্কের দাবি করেছে। আল্লাহপাক মুসলমানগণকে এ ঘৃণ্য আক্বিদা হতে রক্ষা করুন। আমীন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমকালীন কতিপয় জিজ্ঞাসার উত্তরপর্ব

প্রশ্ন : ওহাবী আন্দোলনের প্রধান মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর পীর সাহেবের পরিচয় জানতে চাই। তিনি কোন চিন্তাধারায় বিশ্বাসী ছিলেন?

উত্তর : উপমহাদেশে ওহাবী আন্দোলনের প্রধান মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেবের পীর ছিলেন জনাব সৈয়দ আহমদ বেরলভী। তিনি ভারতের রায় বেরেলী নামক স্থানে ১২০১ হিজরি ৬ সফর মোতাবেক ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ২৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম সৈয়দ মুহাম্মদ ইরফান।

তার শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে সিলেটের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী সাহেবের পুত্র জনাব মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব কর্তৃক লিখিত 'সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভীর জীবনী' গ্রন্থের (১ম সংস্করণ) ১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে যে–

'(সৈয়দ আহমদ বেরলভী) স্বগোত্রীয় অন্যান্য ছেলে-মেয়েদের মত লেখাপড়ার দিকে তার তেমন ঝোক দেখা গেল না। দীর্ঘ তিন বৎসরে তিনি কোরআন শরীফের কয়েকটিমাত্র সূরা মুখস্ত করলেন এবং কিছু লিখতে শিখলেন।'

অনুরূপ সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী কর্তৃক লিখিত ও আবু সাঈদ মোহাম্মদ ওমর আলী কর্তৃক অনুদিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের জীবনীগ্রন্থ 'ঈমান যখন জাগল' (প্রথম সংস্করণ) ১৪/৭৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে–

'চার বছর বয়সে তাকে মক্তবে পাঠানো হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা তদবীর সত্ত্বেও লেখাপড়ার প্রতি তার প্রকৃতি ও স্বভাবকে ধাবিত করা গেল না। পুথিগত বিদ্যায় তার তেমন কোন উন্নতিও হল না। সৈয়দ আহমদ বেরলভীর বাল্যকাল থেকেই খেলাধুলার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ, বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করে বীরোচিত ও সৈনিকসুলভ খেলাধুলার প্রতি। কাবাডি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সাথেই খেলতেন।

যতটুকু জানা যায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব দিল্লির প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রা.) এর মুরিদ ছিলেন, কিন্তু তার ভক্তবৃন্দরা খলিফা ছিলেন বলে দাবি করে থাকেন।'

সৈয়দ আহমদ সাহেবের আক্বিদা ও চিন্তাধারা

সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের আক্বিদা বা বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ ওহাবী আকাইদের অনুরূপ। তার ভ্রান্ত মতবাদ ও আক্বিদাগুলো তারই প্রধান শিষ্য মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর মাধ্যমে গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন এবং সেই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'সিরাতে মুস্তাকিম'।

'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবটি মূলত সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মলফুজাত বা বাণী। যেগুলোকে সংকলন করেছিলেন তার দুই শিষ্য–

১) মৌলভী ইসমাইল দেহলভী। ২) মৌলভী আব্দুল হাই।

উক্ত কিতাবে সর্বমোট চারটি পরিচ্ছেদ। প্রথম ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ মৌলভী ইসমাইল দেহলভী এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ মৌলভী আব্দুল হাই কর্তৃক লিখিত।

অতঃপর মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সকল মলফুজাত বা বাণীগুলোকে একত্রিত করে অক্ষরে অক্ষরে দেখিয়ে শুনিয়ে তার (সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের) পুনঃ ইজাজত বা স্বীকৃতি লাভ করেন। (সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের ভূমিকা দ্র.)

উল্লেখ্য যে, মৌলভী আব্দুল হাই ছিলেন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) এর জামাতা এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের দক্ষিণ হাত। মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম ভুটানভী, ভুপালী তারই পুত্র (তারিখে ইলমুল হাদিস)।

জেনে রাখা আবশ্যক উনি মাওলানা আব্দুল হাই লাখনবী নন। যিনি মাওলানা আব্দুল হালিম লাখনবী সাহেবের পুত্র। কেননা আব্দুল হাই লাখনবী সাহেবের জন্ম হয়েছে ১২৬৪ হিজরিতে এবং সৈয়দ আহমদ সাহেবের মৃত্যু হয়েছে ১২৪৬ হিজরিতে। অতএব প্রমাণিত হল সৈয়দ

আহমদ সাহেবের মৃত্যুর ১৮ বছর পর আব্দুল হাই লাখনবী সাহেব জন্মগ্রহণ করেছেন।

সিরাতে মুস্তাকিম নামক কিতাবের বাতিল আক্বিদা এবং সাথে সাথে সুন্নি আক্বিদার বিবরণ সবিস্তার পেশ করা হল–

বাতিল আক্বিদা–১

সিরাতে মুস্তাকিম (ফারসি) ৮৬ পৃষ্ঠায় আছে–

وسوسه زناخیال مجامعت زوجه خود بهترست
صرف همت بسوئے شیخ وامثال آں ازمعظمین
گوجناب رسالتماب باشند بچندیں مرتبه بدتراز
استغراق در صورت گاؤ خر خوداست که خیال اں
باتعظیم وجلال بسودائے دل انسان چپد بخلاف خیال
گاؤ خر که نه آں قدر حسپد گی بی بود ونه تعظیم
بلکه ان محقری بود ٠ وایں تعظیم واجلال غیر که
درنماز ملحوظ ومقصودی شود بشرك میکشد.

লিখক নিজেই তার ফারসি সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের উর্দু অনুবাদ করেছেন। উপরোক্ত ফারসি এবারতটুকুর উর্দু অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল-

زنا کے وسوسے سے اپنی بی بی کی مجامعت کا خیال
بهتر هے اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی
طرف خواں جناب رسالت ماب هی هوں اپنی همت
کو لگادینا اپنے بیل اور گدهے کی صورت میں
مستغرق هونے سے زیاده براهے کیونکه شیخ کا خیال
تو تعظیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں
چمٹ جاتا هے اور بیل اور گدهے کے خیال کو نه تو
اسقدر چسپدگی هوتی هے اور نه تعظیم بلکه حقیر

pdf By Syed Mostafa Sakib

اور ذلیل ہوتا ہے اور غیر کی یہ تعظیم اور بزرگی
جو نماز میں ملحوظ ہو وہ شرک کی طرف کھینچ
کرلے جاتے ہیں.

(সিরাতে মুস্তাকিম উর্দু ১১৮ পৃষ্ঠা এদারায়ে রশিদ দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত)

উপরিলিখিত ফারসি/উর্দু এবারতের বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ 'নামাযে যিনার ওয়াসওয়াসা বা ধারণা হতে নিজের স্ত্রীর সাথে সহবাসের খেয়াল ভাল। পীর বা কোন বুজুর্গানের প্রতি, এমনকি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মরণে নিমগ্ন হওয়া, নিজের গরু-গাধার সুরতে (আকৃতির খেয়ালে) ডুবে থাকার চেয়েও অধিক খারাপ। কেননা পীরের খেয়াল (এমনকি রাসূলেপাকের খেয়াল) তো শ্রদ্ধা ও সসম্মানে মানুষের অন্তরে এসে থাকে। পক্ষান্তরে গরু-গাধার খেয়ালে এ ধরণের আকর্ষণ ও তা'জিম আসে না। বরং এগুলো তুচ্ছ ও ঘৃণার সাথে খেয়াল এসে থাকে। তাই নামাযের মধ্যে এ ধরণের অন্যের (বুজুর্গান এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা'জিম বা সম্মান শিরকের দিকে ধাবিত করে নিয়ে যায়।' العیاذ باللہ

উল্লেখিত এবারতের কয়েক লাইন পরে লেখা আছে-

بلکہ بعض توحضور کے ساتھ خیالات سے خالی پڑھی
تھیں اور بعض خیالات سے آلودہ ہوگئ تھیں تو
وسوسہ والی رکعتوں میں سے ہرایک رکعت کے
بدلے چار رکعتیں ادا کرے.

অথাৎ কোন কোন মুসল্লি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল ছাড়াই নামায আদায় করে থাকেন। আবার কারো অনিচ্ছা সত্ত্বেও হুজুরের খেয়াল নামাযে এসে পড়ে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামাযে হুজুরের খেয়াল এসে গেলে শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে মনে করতে হবে। ওয়াসওয়াসার দরুণ যে রাকাআতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এর খেয়াল এসে পড়ে এমন এক রাকাআত নামাযের পরবর্তী চার রাকাআত আদায় করতে হবে।

সিরাতে মুস্তাকিম নামক বিতর্কিত কিতাবের উপরিলিখিত এবারতের সার সংক্ষেপ হল এই-

(ক) নামাযে যিনার ধারণার চেয়ে স্ত্রী সহবাসের খেয়াল ভাল। (নাউজুবিল্লাহ)

(খ) নামাযের মধ্যে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল করার চেয়ে নিজের গরু গাধার প্রতি খেয়াল করা ভাল। এমনকি নামাযে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল করলে নামাযি মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

(গ) স্বেচ্ছায় নামাযের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেয়াল করলে নামাযতো হবেই না বরং শিরিক হবে। আর অনিচ্ছাকৃতভাবে নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেয়াল যদি এসে যায়, তাহলে এক রাকআতের পরিবর্তে চার রাকআত নামায পড়তে হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

পর্যালোচনা

এখন সমস্যা হল যখন মুসল্লি নামাযের কেরাতে কোরআন শরীফের আয়াত তেলাওয়াত করবে, যেমন- مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ۚ هُوَ الَّذِیْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ ۚ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ ۚ وَمَا تِلْكَ بِيَمِيْنِكَ يٰمُوْسٰى ۚ তখন অবশ্যই নবী, রাসূলগণ আলাইহি মুসসালাম এর খেয়াল আসবে। আর আত্তাহিয়্যাতের মধ্যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দেওয়ার সময় বলতে হবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ এবং দরূদে ইব্রাহিমী পড়ার সময় নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হযরত ইব্রাহিম আলাইহি মুসসালাম এর খেয়াল অবশ্যই আসবে। এখন মুশকিলের ব্যাপার হল যদি সিরাতে মুস্তাকিমের উপরিলিখিত ভাষ্য ও দাবি শুদ্ধ হয়, তাহলে মুসল্লি নামাযে রাসূলেপাকের খেয়াল তা'জিমের সাথে করলে মুশরিক হবে। অপরদিকে নবী রাসূলের খেয়াল অবজ্ঞার সাথে করলে সর্বসম্মতিক্রমে কুফুরি হবে। এমতাবস্থায় নামাযী ব্যক্তি কী করে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঈমান রক্ষা করবে? মোটকথা সিরাতে মুস্তাকিমে উপরিলিখিত ভাষ্য ও দাবি চড়ম বিভ্রান্তকর ও ইসলাম বিরোধী আক্বিদা তা সুস্পষ্ট।

পক্ষান্তরে ইসলামী আক্বিদা নিম্নরূপ

নামাযের মধ্যে তাশাহুদ অথবা তেলাওয়াতে কালামেপাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম মোবারক আসলে রাসূল হিসেবে খেয়াল ও তা'জিম করতে হবে।

দলিল–১

আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রা.) এহইয়ায়ে উলুমিদ্দিন কিতাবের ১ম জিলদের ৯৯ পৃষ্ঠায় বাতেনী শর্তের বয়ানে লিখেছেন–

وَاحْضُرْ فِى قَلْبِكَ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَخْصَهُ الْكَرِيْمَ وَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

অর্থ : 'তোমার ক্বলব বা অন্তরে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তাঁর পবিত্র দেহাকৃতিকে উপস্থিত জানবে এবং বলবে 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

দলিল–২

পাকভারত উপমহাদেশের সর্বজন স্বীকৃত আলেমকুল শিরমণি শেখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) লিখিত 'মাদারিজুন নবুয়ত' কিতাবের ১ম জিলদের ১৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

ازجمله خصائص ايں رايز ذكر كرده اندكه مصلے خطاب ميكند آنحضرت را صلى الله عليه وسلم بقول خود السلام عليك ايها النبى وخطاب نميكند غير اوراوا.

অর্থাৎ 'রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফাযায়েলের বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুসল্লিগণ নামাযের মধ্যে আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ' পাঠকালে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করবে অন্য কারো প্রতি নয়।'

উপরুক্ত 'আশিয়াতুল লোমআত' শরহে মেশকাত এর ১ম জিলদের ৪০১ পৃষ্ঠায় শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) আরো উল্লেখ করেছেন–

وبعضے ازعارفاء گفته اند كه ايں خطاب بجهت سريان حقيقت محمديه است درذرائر موجودات وافراد ممكنات پس انحضرت درذات مصلياں موجود وحاضراست.

অর্থাৎ কোন কোন আরিফ ব্যক্তিগণ বলেছেন, নামাযে 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ' বলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লামকে সম্বোধন রীতির প্রচলন এ জন্যই করা হয়েছে যে, হাকিকতে মোহাম্মদীয়া বা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল সত্ত্বা সৃষ্টিকূলের অণুপরমাণুতে এমনকি সম্ভবপর প্রত্যেক কিছুতেই ব্যাপৃত। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযীগণের সত্ত্বার মধ্যে বিদ্যমান ও হাজির আছেন।

দলিল–৩

'দূররে মুখতার' হাশিয়ায়ে শামীর প্রথম খণ্ডের ৪৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে–

وَيَقْصُدُ بِاَلْفَاظِ التَّشَهُّدِ الْاِنْشَاءَ كَاَنَّهُ يُحَيِّ عَلَى اللهِ وَيُسَلِّمُ عَلَى نَبِيِّهِ نَفْسَهُ لَا الْاِخْبَارَ.

অর্থাৎ নামাযে 'তাশাহুদ পাঠকালে মুসল্লিগণ উদ্দেশ্য নিবে 'ইনশা' এর 'এখবারের' নয় অর্থাৎ কথাগুলি যেন তিনি নিজেই বলেছেন, তিনি নিজেই যেন আপন প্রতিপালকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে সালাম আরজ করছেন।

উক্ত এবারতের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে 'ফতোয়ায়ে শামীতে' বলা হয়েছে–

اَىْ لَايَقْصُدُ الْاِخْبَارَ وَالْحِكَايَةَ عَمَّاوَقَعَ فِى الْمِعْرَاجِ مِنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ رَّبِّهٖ سُبْحَانَهُ وَمِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ 'তাশাহুদ' পাঠের সময় নামাযীর যেন এ নিয়ত না হয় যে, তিনি শুধুমাত্র মে'রাজের অলৌকিক ঘটনাটি স্মরণ করে সে সময়কার মহা প্রভু আল্লাহ, হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদের মধ্যে অনুষ্ঠিত কথোকথনের বাক্যগুলো প্রকাশ করে যাচ্ছেন। বরং তার নিয়ত হবে কথাগুলো যেন তিনি নিজেই বলছেন।

স্বনামধন্য ফকীহগণের উপরিলিখিত ভাষ্য থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, নামাযের 'তাশাহুদে' এ সালাম পেশ করাকালীন তা'জিমের সাথে একমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি খেয়াল করতে হবে। অন্য কারো প্রতি নয়।

দলিল–৪

সহীহ বোখারী শরীফের ১ম জিলদের ৯১ পৃষ্ঠা ও মিশকাত শরীফের ১০২ পৃষ্ঠায় একখানা হাদিস বর্ণিত আছে–

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রোগের সময় সিদ্দিকে আকবর (রা.) এর নিকট লোক পাঠালেন তিনি যেন লোকদের নামায পড়িয়ে দেন। বার্তাবাহক আবু বকর (রা.) এর নিকট পৌঁছে বললেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপনাকে নামায পড়িয়ে দিতে আদেশ করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) যেহেতু একজন কোমল হৃদয় লোক ছিলেন, এজন্য তিনি নামায পড়াতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেও অবশেষে নামায পড়াতে বাধ্য হলেন। সুতরাং আবু বকর (রা.) সতের দিনের নামায পড়ালেন। তারপর একদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছুটা সুস্থতাবোধ করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে মাটিতে পা মোবারক ছেঁচড়িয়ে ছেঁচড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন–

فَارَادَ اَبُوْبَكْرٍ اَنْ يَّتَاَخَّرَ فَاَوْمَا اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ مَكَانَكَ ثُمَّ اَتٰى بِهٖ حَتّٰى جَلَسَ اِلٰى جَنْبِهٖ فَقِيْلَ لِلْاَعْمَشِ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَبُوْبَكْرٍ يُصَلِّيْ بِصَلَاتِهٖ وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ بِرَاْسِهٖ نَعَمْ ٠٠

اِلٰى اَنْ ٠٠٠ وَزَادَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا (بخارى ص ٩١)

মিশকাত শরীফের ১০২ পৃষ্ঠায় আরো বর্ণিত আছে–

حَتّٰى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ اَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ اَبُوْ بَكْرٍ بِصَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يَقْتَدُوْنَ بِصَلٰوةِ اَبِيْ بَكْرٍ ٠ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يُسْمِعُ اَبُوْبَكْرٍ النَّاسَ التَّكْبِيْرَ ٠

অর্থাৎ 'যখন হযরত আবু বকর (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের পদধ্বনি শুনতে পেয়ে নিজে পিছনে সরতে উদ্যত হলেন তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না সরতেই ইঙ্গিত করলেন। অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে আবু বকর (রা.) এর বামদিকে বসে পড়লেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) দাঁড়িয়েই নামায পড়ছিলেন। আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে (ইমাম হিসেবে) নামায পড়তে থাকলেন। অর্থাৎ হযরত আবু বকর (রা.) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের এক্তেদা করলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর নামাযের অনুসরণ করলেন।'

বোখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে– হযরত আবু বকর (রা.) মুকাব্বির হয়ে লোকদিগকে হুজুরের তাকবির শুনাতে লাগলেন। উপরোক্ত হাদিস শরীফের মর্মে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, নামায পড়া অবস্থায় হুজুরেপাকের খেয়াল করতে হবে এবং তা'জিমও করতে হবে। যেমন সিদ্দেকে আকবর (রা.) নামাযের ভিতরে ছরকারে কায়েনাতের সম্মান করতে গিয়ে পিছনে সরতে উদ্যত হয়েছিলেন।

নামায পড়া অবস্থায় সাহাবায়ে কেরামগণ হুজুরেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল তা'জিমের সঙ্গে করলেন। এমনকি হযরত আবু বকর (রা.)সহ সমস্ত সাহাবাগণ নামায পড়া অবস্থায় নিয়ত পরিবর্তন করে হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইমামরূপে গণ্য করে নামায আদায় করলেন। অথচ নামাযের পর ছরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্দেকে আকবর (রা.) এর উপর শিরকের ফতোয়া দেননি।

দলিল–৫

আল্লাহতা'য়ালা কালামেপাকের মধ্যে নিজেই এরশাদ করেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ

অনুবাদঃ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহবানে (ডাকে) হাজির হও। যখন রাসূল তোমাদেরকে সে বস্তু বা কাজের জন্য আহবান করেন, যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে।

আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথি (রা.) তাফসিরে মাজহারি নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তিরমিজি শরীফ ও নাসাঈ শরীফে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত একখানা হাদিস নকল করেন–

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَدَعَاهُ فَجَعَلَ اُبَيٌّ فِيْ صَلٰوتِهٖ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامَنَعَكَ اَنْ تَجِيْبَنِيْ اِذْا دَعَوْتُكَ قَالَ كُنْتُ فِي الصَّلٰوةِ قَالَ اَلَيْسَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ فَقَالَ لَاجَرَمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَاتَدْعُوْنِيْ اِلَّا اَجَبْتُكَ وَاِنْ كُنْتُ مُصَلِّيًا وَهٰذَا الْحَدِيْثُ يُؤَيِّدُ مَا قُلْتُ بِوُجُوْبِ الْاِجَابَةِ لِكُلِّ مَا دَعٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ নিশ্চয়ই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.) এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ অবস্থায় যে, তিনি নামায পড়ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাক দিলেন।

তিনি তাড়াতাড়ি নামায শেষ করে আল্লাহর হাবিবের খেদমতে হাজির হলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ডাকে সাড়া প্রদানে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছিল? তিনি আরজ করলেন, আমি নামাযে ছিলাম। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তুমি এ আয়াতখানি পড়নি? يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ (হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রাসূলের আহবানে (ডাকে) হাজির হও। যখন রাসূল তোমাদেরকে সেই বস্তু বা কাজের জন্য আহবান করবেন, যা তোমাদেরকে জীবনদান করবে।

উত্তরে উবাই বিন কাব আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামাযরত অবস্থায় থাকলেও আপনার ডাকে সাড়া দিতে আর ত্রুটি হবে না। আল্লামা ছানা উল্লাহ পানিপথি (রা.) বলেন, এ হাদিস শরীফ দ্বারা আমার ঐ দাবিটা সুদৃঢ় হল, আল্লাহর হাবিবের ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব, উম্মত যে কোন অবস্থায়ই থাকুক না কেন।

তিনি মাসআলা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

مسئله: قِيْلَ اِجَابَةُ الرَّسُوْلِ لَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ নামাযের অবস্থায় আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিলে নামায ভঙ্গ হয় না।

অনুরূপ আয়াতে কারীমা ও হাদিস শরীফের মর্মে হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ারখাঁন নঈমী (রা.) তার লিখিত 'শানে হাবিবুর রহমান' নামক কিতাবে বর্ণনা করেন–

'নামাযীর জন্য আবশ্যক নামায ছেড়ে দিয়ে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ডাকে সাড়া দেওয়া। সে ব্যক্তি আল্লাহর হাবিবের সার্বিক খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার পরও নামাযী থাকবে, অর্থাৎ আল্লাহর হাবিবের ডাকে সাড়া দিলে নামায ভঙ্গ হয় না।'

(দেখুন বোখারী শরীফের সুবৃহৎ ব্যাখ্যা কাস্তালানী শরহে বোখারীর কিতাবুত তাফসির সূরায়ে হিজর)

বস্তুত এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা নামাযী তার নামাযের মধ্যে যদিও বা কথা বলে, কিন্তু কার সঙ্গে বলে। ঐ মহান সত্ত্বার সঙ্গেই কথা বলে, যাকে নামাযের মধ্যে সালাম দেওয়া ওয়াজিব।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অন্যথায় অন্য কাউকে সালাম দিলে নামায নষ্ট হয়ে যেত। আর যদিও তার চেহারা কিবলা হতে অন্যদিকে ফিরে যায় কিন্তু ঐ মহান জাতের দিকেই ফিরে গিয়েছে যিনি হচ্ছেন কাবারও কাবা।

উপরে বর্ণিত আয়াতে কারীমা ও হাদিস শরীফ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, নামাযে তা'জিমের সাথে আল্লাহর হাবিবের খেয়াল করলে শিরিক হওয়াতো দূরের কথা বরং নামাযে রাসূলেপাকের খেয়াল রাসূল হিসেবে তা'জিমের সাথে করতে হবে, যেখানে আল্লাহর রাসূলের নাম মোবারক আসবে।

এমনকি নামাযরত অবস্থায় আল্লাহর রাসূল নামাযীদের ডাক দিলে নামাযী আল্লাহর হাবিবের ডাকে সাড়া দেওয়া আবশ্যক এবং তাতে নামায ভঙ্গ হবে না। তাছাড়া নবীর ডাকে সাড়া দিতে হলে প্রথমে নবীর খেয়াল অবশ্যই আসবে এবং এ খেয়াল তা'জিমের সাথেই করতে হবে। ইহাই ঈমানদারগণের সহীহ আক্বিদা।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১২/০২/১৯৭৬ইং রোজ বৃহস্পতিবার কুলাউড়া থানার কর্মধা নামক স্থানে সিরাতে মুস্তাকিম নামক কিতাবের সমর্থকদের সাথে আমার বাহাস হয়। বাহাসে আমার দাবি ছিল, সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবে একটি উক্তি নামাযের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল অপেক্ষা আরো খারাপ। (নাউজুবিল্লাহ)। উক্ত আক্বিদা কুফুরি। 'বাহাসে আমার দাবি সত্য সঠিক বলে রায় দেওয়া হয়। নিম্নে রায়নামা প্রদত্ত হল।

রায়নামার মূল হাতের লিখিত কপি ২৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

রায়নামা

৭৮৬

'সিরাতুল মুস্তাকিম' নামক কিতাবে নামাযের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেয়াল গরু, গাধার খেয়াল অপেক্ষা আরো খারাপ এই কথাটি নেহায়েত খারাপ এবং দূষনীয়। কিতাবের লিখক যেই হোক না কেন সে দোষী এবং কিতাবও দোষী। এই কথাটি যাহার দ্বারাই লিখা হইয়াছে তিনি দোষী বটে এবং দায়ী বটে।

স্বাক্ষর
বাহাসের বিচারক মণ্ডলীল পক্ষে
মোহাম্মদ আব্দুল মন্নান
ইমাম, রবিরবাজার জামে মসজিদ,
১২/০২/৭৬ইং
আব্দুল ওয়াহিদ
১২/০২/৭৬ইং

উল্লেখ্য যে সিলেটের কৃতী সন্তান কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন প্রিন্সিপাল উস্তাযুল উলামা হযরতুল আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রা.) উক্ত বাহাসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের দাবির স্বপক্ষে সালিশী করেছিলেন।

উক্ত বাহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার লিখিত কর্মধার বাহাস নামক পুস্তকটি পাঠ করুন।

বাতিল আক্বিদা-২

উক্ত সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের ২২১ পৃষ্ঠা এদারায়ে রশিদ দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত লেখা হয়েছে–

ایك دن حضرت حق جل وعلی نے آپکے داهنا هاتھ خاص اپنے دست قدرت میں پکڑ لیا. اور کوئی چیز امور قدسیه سے جوکه نهایت رفیع اور بدیع تهی. اپکے سامنے کرکے فرمایا که هم نے تجهے ایسی چیز عنایت کی هے اور اور چیزیں بهی عطا کریں گے تاآنکه ایك شخص نے آپکے پاس حاضر هو کر بیعت کی درخواست کی اور چونکه آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نهیں لیا کرتے تهے اسلئے اس شخص کی درخواست کو قبول نه فرمایا. جب اس شخص نے

pdf By Syed Mostafa Sakib

نهایت الحاح اور اصرار کیا. تو آپ نے اس سے فرمایا کہ ایک دو روز توقف کرنا چاھئے. بعد ازاں جو کچھ مناسبت وقت ھوگا. اس پر عمل کیا جائیگا. پھر آپ اجازت اور استفسار کے لئے جناب حق میں متوجہ ھوئے. اور عرض کیا کہ.بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کي درخواست کرتا ھے کہ مجہ سے بیعت کرے اور آپ نے میرا ھاتھ پکڑا ھوا ھے پس اس معاملہ میں کیا منظور ھے اس طرف سے حکم ھوا کہ جو شخص تیرے ھاتھ پر بیعت کریگا اگرچہ وہ لکھو کھا ھی کیوں نہ ھوں ھم ھر ایک کو کفایت کریں گے.

অর্থাৎ 'একদা আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় শক্তিশালী হস্তে তাঁর (সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের) ডান হাত ধরলেন এবং তাঁর সামনে অনেক উৎকৃষ্ট জিনিস রেখে বললেন আমি (আল্লাহ) তোমাকে এতটুকু দান করলাম আরো অনেক কিছু দান করব। এমতাবস্থায় একজন লোক তার নিকট উপস্থিত হয়ে বয়াত হওয়ার আবেদন করল।

যেহেতু তিনি এই দিনগুলিতে সাধারণত বয়াত করতেন না, এজন্য এই ব্যক্তির আবেদন গ্রহণ করলেন না। যখন এ লোকটি বারবার বয়াত গ্রহণ করার আবেদন পেশ করতে লাগল, তখন তিনি তাকে বললেন, দু-একদিন অপেক্ষা করতে হবে এরপর যখন সময় উপযোগী হবে তখন ইহার উপর আমল করা হবে।

অতঃপর তিনি অনুমতি লাভের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার দিকে মনোনিবেশ করে আরজ করলেন যে খোদা আপনার একজন বান্দা আমার নিকট বয়াত করার নিমিত্তে আবেদন করতেছে এবং আপনি আমার হাত ধরে রেখেছেন। এখন আমি কী করব। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে হুকুম

হল 'যারা তোমার হাতে বয়াত করবে তারা যতই খারাপ বা মন্দ হউক না কেন আমি প্রত্যেককে প্রচুরভাবে দান করব।'

সিরাতে মুস্তাকিমের উপরোক্ত এবারতে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয় লক্ষ্যনীয়–

(১) সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব সরাসরি আল্লাহপাকের সাথে আলাপ বা কালামে হাকিকী হওয়ার দাবি করেছেন।

(২) তিনি আল্লাহপাকের সাথে মজলিস হওয়ার দাবি করছেন।

(৩) এবং তিনি আল্লাহপাকের সাথে মুসাফা (করমর্দন) করার দাবি করেছেন।

পক্ষান্তরে ইসলামী আক্বিদা নিম্নরূপ :

কালামেপাকে রয়েছে–

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَايَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ (سورة بقره)

অর্থ: 'এবং যারা কিছু জানে না তারা বলে আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন?'

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের পীর হযরত শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) এর লিখিত 'তাফসিরে আজিজি' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে–

منشائے ایں گفتگوے ایشاں جہل ست زیراکہ نمی فہمند کہ رتبہ ہمکلامی باخدائے عز وجل بس بلند ست ایشاں ہنوزبہ پایہ اولین آں کہ ایمان ست نرسیدہ اند وآں رتبہ محض مختص ست بملائکہ وانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام وغیر ایشاں را ہرگز میسر نمی شود پس فرمائش ہمکلامی باخدا گویا فرمائش آں ست کہ ماہمہ راپیغمبر اں یا فرشتہا سازد.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ 'এই কথা বলার উদ্দেশ্য হল যে, অজ্ঞ হওয়ার দরুণ তারা (ইহুদীরা) বুঝতে পারে নাই যে, আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সরাসরি কথা বলা অনেক কঠিন ব্যাপার। এ পর্যন্ত এ মর্যাদায় কেহ পৌঁছতে সক্ষম হয় নাই। বরং প্রথম ব্যাপার হলে ঈমান, তাও তারা অর্জন করতে পারেনি। এই বিশেষ মর্যাদা একমাত্র ফেরেশতাগণ ও নবীগণ আলাইহি মুসসালাম এর জন্যই নির্ধারিত। অন্য কেহ এই মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। অতঃপর যারা আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার দাবি করে, তারা যেন নবী ও ফেরেশতা হওয়ার দাবি করল।'

সারকথা হল এই যে, নবীগণ ও ফেরেশতাগণ একমাত্র আল্লাহপাকের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। অন্য কেহ এ ধরণের দাবি করা নবুয়তী দাবির নামান্তর।

আল্লামা কাজী আবুল ফজল আয়াজ (রা.) (ওফাত ৫৪৪ হিজরি) বিখ্যাত গ্রন্থ 'শিফা শরীফ' এর ২য় জিলদের ২৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

مَنْ اِعْتَرَفَ بِالْاُلُوْهِيَّةِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَوَحْدَانِيَّةٍ وَلٰكِنَّهٗ ادَّعٰى لَهٗ وَلَدًا اَوْ صَاحِبَةً فَذٰلِكَ كُفْرٌ بِاِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَذٰلِكَ مَنِ ادَّعٰى مُجَالَسَةَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْعُرُوْجَ اِلَيْهِ وَمُنَاجَاتَهٗ اه مُلَخَّصًا ۔

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার উলুহিয়ত ও তাওহীদের স্বীকৃতি দেয় অর্থাৎ আল্লাহকে মা'বুদ ও এক বলে স্বীকার করে কিন্তু তাঁর (আল্লাহর) জন্য সন্তান এবং স্ত্রী সাব্যস্ত করে এমতাবস্থায় সকল মুসলমানের ঐকমত্যে কুফুরি।

অনুরূপ কুফুরি হবে যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে মজলিস করা, তার দিকে ঊর্ধারোহণ করা এবং তার সাথে সরাসরি কথাবার্তা বলার দাবি করে।'

মোটকথা হল যে, ব্যক্তি আল্লাহপাকের সাথে মজলিস করা ও সরাসরি কথা বলার দাবি করে তবে ইজমায়ে উম্মত বা সকল মুসলমানের ঐকমত্যে কুফুরি হবে।

একটি রহস্য

আল্লাহর নবী হযরম মুসা আলাইহি মুসসালাম তুর পাহাড়ে আল্লাহপাকের দিদার (দর্শন) লাভের জন্য আরজি পেশ করে বলেছিলেন رَبِّ اَرِنِىْٓ হে আল্লাহ আমাকে দেখা দাও, উত্তরে আল্লাহপাক বলেছিলেন لَنْ تَرٰىنِىْ . হে মুসা তুমি আমাকে কখনও দেখতে পারবে না। বরং তুমি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য কর তা স্বস্থানে স্থির থাকলে তুমি আমাকে দেখতে পারবে। যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন সেই জ্যোতি পাহাড়কে চূর্ণ বিচূর্ণ করল, আর মুসা আলাইহি মুসসালাম বেহুশ হয়ে পড়লেন। আল্লাহপাকের দিদার লাভ করতে পারলেন না। (সুবহানাল্লাহ)

পক্ষান্তরে আল্লাহপাক তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে লামাকানে নিয়ে দেখা দিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় সৈয়দ আহমদ বেরলভীর 'মলফুজাত' সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের ভাষ্য অনুযায়ী 'আল্লাহপাক স্বয়ং সৈয়দ আহমদ বেরলভীর নিকট এসে স্বীয় ডান হাত দ্বারা হেন্ডশীপ (করমর্দন) করলেন, অনেক উৎকৃষ্ট বস্তু দান করে কথাবার্তা বললেন। (নাউজুবিল্লাহ)

সৈয়দ আহমদ বেরলভীর উপরোক্ত দাবি দ্বারা বুঝা যায় যে, সে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা ও আল্লাহপাকের প্রেরিত নবীগণের চেয়েও বেশি মর্যাদার অধিকারী যা সম্পূর্ণ ইসলামী আক্বিদার পরিপন্থি।

বাতিল আক্বিদা–৩

উক্ত সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের ৪৯ পৃষ্ঠায় (এদারায়ে রশিদ দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত) লেখা আছে–

pdf By Syed Mostafa Sakib

نیز اسکے اخذ کا طریق بھی وحی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ھے جسکو شریعت کی اصطلاح میں نفث فی الروع کے ساتھ تعبیر کرتے ھیں اور بعض اھل کمال اسکو باطنی وحی کہتے ھیں الی ان اور انکے علم کو جو بعینہ پیغمبروں کا علم ھے. لیکن ظاھری وحی سے حاصل نہیں ھوا.

অর্থাৎ 'সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের নিকট এক প্রকার ওহী এসে থাকে, যাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'নাফাসা ফিররাও' বলা হয় এবং কোন কোন আহলে কামাল ইহাকে বাতেনী ওহী বলেও আখ্যায়িত করে থাকেন এবং তাদের (সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও তার ন্যায় বুজুর্গানের) ইলম যা হুবহু নবীদের ইলম কিন্তু প্রকাশ্য ওহী দ্বারা অর্জিত নয়। (অর্থাৎ বাতেনী ওহী দ্বারা অর্জিত)

উপরিলিখিত এবারত দ্বারা বুঝা গেল 'নাফাসা ফিররাও' যা কেবলমাত্র নবীর জন্যই খাস, তা সৈয়দ আহমদ বেরলভীর নিকটও এসেছে এবং নবীগণের সমান সমান ইলম তার ছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে ইসলামী আক্বিদা হল نفث فی الروع এ প্রকার ওহী কেবলমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্যই খাস। অন্যের জন্য হতে পারে না এবং কোন উম্মত নবীদের সমান ইলম লাভ করতে পারে না।

উসূলে কোরআনের অন্যতম গ্রন্থ নূরুল আনোয়ার নামক কিতাবে ওহীর বয়ানে উল্লেখ রয়েছে–

اَلْوَحْىُ نَوْعَانِ ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ فَالظَّاهِرُ ثَلٰثَةُ اَنْوَاعٍ اَلْاَوَّلُ مَا ثَبَتَ بِلِسَانِ الْمَلَكِ وَهُوَ جِبْرَائِيْلُ فَوَقَعَ فِىْ سَمْعِهٖ بَعْدَ عِلْمِهٖ بِالْمُبَلِّغِ اَىْ سَمِعَ النَّبِىُّ بَعْدَ عِلْمِ النَّبِىِّ بِاَنَّهٗ جِبْرَائِيْلُ بِاٰيَةٍ قَاطِعَةٍ

تُنَافِى الشَّكَّ وَالْاِشْتِبَاهَ فِى اَنَّهٗ جِبْرَائِيْلُ اَوَّلاً وَهُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلَيْهِ بِلِسَانِ الرُّوْحِ الْاَمِيْنِ يَعْنِى الْقُرْاٰنَ الَّذِىْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى حَقِّهٖ قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِالْحَقِّ وَالثَّانِىْ مَا بَيَّنَهٗ بِقَوْلِهٖ اَوْ ثَبَتَ عِنْدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاِشَارَةِ الْمَلَكِ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ بِالْكَلَامِ كَمَا قَالَ اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَالثَّالِثُ مَا بَيَّنَهٗ بِقَوْلِهٖ اَوْ تُبْدِىْ لِقَلْبِهٖ بِلَا شُبْهَةٍ بِالْهَامٍ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى بِاَنْ اَرَاهُ بِنُوْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ وَهٰذَا هُوَ الْمُسَمّٰى بِالْاِلْهَامِ وَيُشْتَرَكُ فِيْهِ الْاَوْلِيَاءُ اَيْضًا وَاِنْ كَانَ الْهَامُهُمْ يَحْتَمِلُ الْخَطَاءَ وَالصَّوَابَ وَالْهَامُهٗ لَا يَحْتَمِلُ اِلَّا الصَّوَابَ .

অর্থাৎ "ওহী দুইভাবে বিভক্ত জাহির ও বাতিন, আবার ওহীয়ে জাহির তিনভাগে বিভক্ত–

প্রথম প্রকার: হযরত জিব্রাইল আলাইহিমুস সালামের সাথে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহাতিতপূর্ণ পরিচিতির পর তাঁর (জিব্রাইল আমীনের) জবান মোবারকের মাধ্যমে তিনি নিজ কান মোবারক দ্বারা যা শুনেছেন তা দ্বারা মুরাদ হল ঐ প্রকারের ওহী যা জিব্রাইল আমীনের জবান মোবারকের দ্বারা রাসূলেপাকের উপর নাজিল বা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ কোরআনে কারীম, যার শানে আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেছেন- قُلْ نَزَّلَهٗ رُوْحُ الْقُدُسِ مِنْ رَّبِّكَ بِا لْحَقِّ (হে আমার হাবিব) আপনি বলে দিন, তা জিব্রাইল আমীন আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্যসহ নাজিল করেছেন।

দ্বিতীয় প্রকার : ঐ সমস্ত ওহী যা কালাম বা বাক্যের মাধ্যমে বয়ান করা ব্যতীত জিব্রাইল আমীন ইশারা (ইঙ্গিত) দ্বারা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছিয়েছেন। যেমন নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

pdf By Syed Mostafa Sakib

إِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِيْ رَوْعِيْ إِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا.

অর্থাৎ 'নিশ্চয় জিব্রাইল আমীন আমার অন্তরে ইলক্বা বা ঢেলে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে কারো মৃত্যু আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার রিযিক পূর্ণ না হবে।'

তৃতীয় প্রকার : এ সমস্ত ওহী যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ইলহাম দ্বারা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসে অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা স্বীয় নূর দ্বারা যে সমস্ত কথা রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলব মোবারকে প্রকাশ করেন। এতে আল্লাহর ওলীগণও শামিল রয়েছেন। তবে ওলী আল্লাহদের ইলহাম সন্দেহযুক্ত, ভুল শুদ্ধ উভয়েরই সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলহাম শুদ্ধ ছাড়া ভুলের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

নূরুল আনোয়ার কিতাবের উপরোক্ত ওহীর আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের ওহী কেবলমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস।

ওহীয়ে জাহিরীর দ্বিতীয় প্রকার যাকে শরিয়তের পরিভাষায় 'নাফাসা ফিররাও' বলা হয়ে থাকে যা কেবলমাত্র হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খাস, এই প্রকারের ওহীকে সৈয়দ আহমদ বেরলভীর নিকট আসে বলে যে, জোড় দাবি করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী আক্বিদা এবং তাকে (সৈয়দ আহমদকে) নবী বানানোর অপচেষ্টা করা বৈ কিছুই নয়। (নাউজুবিল্লা)

বাতিল আক্বিদা–৪

উক্ত 'সিরাতে মুস্তাকিম' নামক কিতাবের (উর্দু) ৭০ পৃষ্ঠায় (ফার্সি) ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে–

پس ان بزرگوں اور انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام میں فرق صرف اتناھی ھے کہ انبیاء علیہم السلام امتوں کی طرف مبعوث ھوتے اور یہ بزرگ مظان حکم کو قائم کرتے ھیں اور انکو انبیاء کے ساتھ وھی نسبت ھے جو چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں سے یا بڑے بیٹوں کو اپنے باپ سے نسبت ھواکرتی ھے.

অর্থাৎ 'এই সকল বুজুর্গদের (যে সকল বুজুর্গদের নিকট 'নাফাসা ফিররাও' বা বাতেনী ওহী আসে) এবং নবীগণ আলাইহি মুসসালামের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, নবীগণ উম্মতগণের প্রতি প্রেরিত হয়ে থাকেন এবং সেই সকল বুজুর্গ তাদের মনে উদিত বিধানকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নবীগণের সাথে তাদের সম্পর্ক শুধু এতটুকু যতটুকু সম্পর্কে ছোটভাই ও বড়ভাইয়ের মধ্যে অথবা বড়ছেলে ও বাপের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।

বাতিল আক্বিদা–৫

মৌলভী ইসমাইল দেহলভী তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর প্রশংসা করতে গিয়ে উক্ত কিতাবের (উর্দু) ৭০ পৃষ্ঠায় (ফার্সি) ৩৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

پس کلیات شریعت اور احکام دین میں اسکو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا شاگرد بھی کہ سکتے ھیں اور انکا ھم استاد بھی کہہ سکتے ھیں.

অর্থাৎ 'অতঃপর পূর্ণাঙ্গ শরিয়ত এবং দ্বীনের বিধানাবলীতে তাকে (পীর সৈয়দ আহমদকে) নবীগণের শাগরেদ (ছাত্র) ও বলা চলে এবং নবীগণের উস্তাদের সমকক্ষও বলা চলে।'

সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও ইসমাইল দেহলভীর বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ক) নবীগণ ও সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যতটুকু সম্পর্ক বড়ভাই ও ছোটভাইয়ের মধ্যে আছে।

(খ) একদিকে সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে নবীগণের ছাত্র ও বলা চলে অন্যদিকে নবীগণের উস্তাদের সমকক্ষও বলা চলে। (নাউজুবিল্লাহ)

পক্ষান্তরে ইসলামী আক্বিদা হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত এ বিষয়ের উপর সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবের আরও কতিপয় ভ্রান্ত আক্বিদা নিম্নে প্রদত্ত হল:

(১) রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সৈয়দ আহমদ পূর্ণ সাদৃশ্য বর্তমান। আল্লাহর হাবিব উম্মি ছিলেন। তিনিও উম্মি। (নাউজুবিল্লাহ)

(২) সৈয়দ সাহেবের নিকট বাতেনী ওহী আসত।

(৩) একদিন স্বয়ং আল্লাহ স্বীয় শক্তিশালী হাতে সৈয়দ সাহেবের ডান হাত ধরে বললেন আজ তোমাকে এই দিলাম, পরে আরও দিব।

(৪) আল্লাহ তা'য়ালা ও সৈয়দ সাহেবের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা হয়েছে।

(৫) নামাযে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল হতে নিজের গরু-গাধার খেয়ালে ডুবে থাকা ভাল। রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল করা শিরিক।

(৬) সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে নবীগণের ছাত্রও বলা চলে, উস্তাদের সমকক্ষও বলা চলে।

(৭) আল্লাহ তা'য়ালার সাথে সৈয়দ আহমদের করমর্দন বা মুসাফা হয়েছে।

(৮) আম্বিয়া কেরামের সাথে সৈয়দ আহমদ সাহেবের সম্পর্ক হল এতটুকু, যতটুকু সম্পর্ক রয়েছে ছোট ও বড় ভাইয়ের মধ্যে।

প্রকাশ থাকে যে, 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবের মধ্যে এ ধরণের আরও অনেক বাতিল আক্বিদা রয়েছে।

প্রশ্ন : পীরে তরিকত আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলার খেদমতে আমার একটি প্রশ্ন। আপনি ১৯৭৫ইং সনে আপনার লিখিত 'মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা' নামক পুস্তকে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবকে সুন্নি আক্বিদায় বিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আপনি এবং অন্যান্য বিজ্ঞ সুন্নি উলামায়ে কেরামগণ সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবকে ওহাবী বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। এ বিষয়ে সবিস্তার জানতে চাই।

মোহাম্মদ নূর মিয়া
গ্রাম: বড়বহুলা
হবিগঞ্জ

উত্তর : আমার লিখিত 'মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা' নামক পুস্তকটি ১৯৭৫ইং সনের জানুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তকে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবকে সুন্নি আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন বলে উল্লেখ করেছিলাম। কারণ প্রমাণ ছাড়া কাউকে দোষারূপ করা যায় না। সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবকে সুন্নি বলার পেছনে কয়েকটি কারণ ছিল–

(১) সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব তেমন লেখা-পড়া জানতেন না। এবং তার লিখিত কোন বই-পত্রও পাওয়া যায়নি। যেই বই পত্রের মাধ্যমে তার বাতিল আক্বিদা ছিল বলে অবগত হওয়া যেত।

(২) সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব ছিলেন উপমহাদেশ বিখ্যাত আলেম হযরত শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (রা.) এর মুরিদ। সুতরাং শাহ সাহেবের মুরিদ হিসেবে তার প্রতি আমার হুসনে যন বা সুধারণা থাকাই স্বাভাবিক।

(৩) ১৯৭৪ইং সনের ২৮ ডিসেম্বর রোজ শনিবার হাজীগঞ্জ থানার ওয়ারোক বাজার হাইস্কুল প্রাঙ্গনে এক বিরাট সুন্নি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সিলেট জেলার পক্ষ থেকে আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং মরহুম মাওলানা ওমর আলী সাহেব ও যথাসময়ে যোগদান করি। সম্মেলন চলাকালীন সময়ে রাত্র প্রায় ৮ ঘটিকায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তে উলামায়ে কেরামদের এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদীয়া সুন্নিয়া আলীয়ার মাদ্রাসার প্রাক্তন শায়খুল হাদিস আল্লামা ফজলুল করিম নকশেবন্দী (র.)। আলোচকদের মধ্যে আল্লামা উবায়দুল হক নঈমী সাহেব ছিলেন অন্যতম। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব ওহাবী মতাবলম্বী ছিলেন না সুন্নি আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন এ বিষয় নিয়েও উপস্থিত উলামায়ে কেরামদের মধ্যে স্বপক্ষে বিপক্ষে আলোচনা চলতে থাকে। একপর্যায়ে সভা মুলতবী হয়ে যায়।

পরদিন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭৪ইং রোজ রবিবার আল্লামা সৈয়দ আবিদ শাহ মোজাদ্দেদী (রা.) সভায় যোগদান করলে এ বিষয় নিয়ে পুনরালোচনা শুরু হয়, কিন্তু উক্ত সভায় সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের ব্যাপারে উলামায়ে কেরামদের মধ্যে কেহই তাৎক্ষণিকভাবে সঠিক তথ্য প্রমাণসহ উপস্থাপন করতে পারেননি। সুতরাং সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পৌছা সম্ভব হয়নি।

(৪) মৌলভী ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক লিখিত সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবটি (যেই কিতাবে আল্লাহর হাবিবের শান-মান বিরোধী বাতিল আক্বিদায় ভরপুর সেই কিতাবটি) যে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবেরই মলফুজাত বা বাণী সেই সঠিক তথ্যটি আমার নিকট ছিল না। সুতরাং তাকে আমি সুন্নি বলে ধারণা করছিলাম।

উল্লেখ্য যে, সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবটির রচয়িতা কী ইসমাইল দেহলভী না সৈয়দ আহমদ বেরলভী এ নিয়ে বেশ কিছু দিন যাবত উলামায়ে কেরামদের মধ্যে মত পার্থক্য ছিল। কারণ কিতাবটির কভার পৃষ্ঠায় লিখিত আছে মুসান্নিফ মৌলভী ইসমাইল দেহলভী এবং ভিতরে

লিখা রয়েছে তা সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের বাণী। এজন্যই সৈয়দ আহমদ বেরলভীর ব্যাপারে তড়িৎ কোন সিদ্ধান্তে পৌছা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে আমাদের কাছে এ ব্যাপারে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবটির মুসান্নিফ বা রচয়িতা হলেন সৈয়দ আহমদ বেরলভী।

অর্থাৎ সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব যা কিছু বলেছেন ইসমাইল দেহলভী সাহেব কলম দ্বারা তাই লিখেছেন। নিম্নে এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রমাণ দেখানো হল।

(১) সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের অন্যতম খলিফা মাওলানা কেরামত আলী জৈনপূরী সাহেব তদীয় জখিরায়ে কেরামত নামক কিতাবের ১ম জিলদের ২০ পৃষ্ঠায় সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের রচয়িতা সম্পর্কে বলেন–

اور صراط المستقيم كه اسكے مصنف حضرت سيد صاحب اور اسكے كاتب مولنا محمد اسمعيل محدث دهلوى هيں.

অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের মুসান্নিফ বা রচয়িতা সৈয়দ আহমদ সাহেব এবং এর কাতিব বা লিখক মাওলানা মোহাম্মদ ইসমইল দেহলভী।

(২) ঐতিহাসিক ডক্টর হান্টার তার লিখিত দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস নামক পুস্তকের ৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'সিরাতে মুস্তাকিম বা সরলপথ এটি সৈয়দ আহমদের বাণীর সংকলন। মওলভী ইসমাইল দেহলভী কুর্তৃক লিখিত।'

(৩) সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের সিলসিলাভুক্ত কুমিল্লা জেলার সোনাকান্দা নিবাসী মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুর রহমান হানাফী (সোনাকান্দার পীর সাহেব) কর্তৃক লিখিত ১৯৫৯ইং সনে প্রকাশিত আনিছুত্তালেবীন নামক পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডের ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন 'হযরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মলফুজাত 'সিরাতে মুস্তাকিম'।

সুতরাং সৈয়দ আহমদ সাহেবের অন্যতম খলিফা মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সৈয়দ সাহেবের সিলসিলাভুক্ত সোনাকান্দার পীর সাহেব

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং ঐতিহাসিক ডক্টর হান্টারের তথ্যানুযায়ী সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের রচয়িতা সৈয়দ আহমদ বেরলভী। অতএব এই কিতাবের আক্বিদা পোষণকারী কোনক্রমেই সুন্নি তো বলা যাবেই না বরং ঈমান আছে কি না তাই দেখার বিষয়।

উল্লেখ্য যে, আজ পর্যন্ত সৈয়দ আহমদ বেরলভীর সিলসিলাভুক্ত লোকগণ 'সিরাতে মুস্তাকিম' নামক চরম বিতর্কিত কিতাবকে হেদায়েতের কিতাব বলে গণ্য করে থাকেন।

যেমন ফুলতলী সাহেবের জ্যেষ্ঠপুত্র মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব কর্তৃক লিখিত 'সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভীর জীবনী (দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশকাল ১৯৯২ইং) নামক পুস্তকের ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত আছে 'বুলগেরিয়ার একজন সুপ্রসিদ্ধ আলেম যিনি ফার্সি ভাষা জানতেন, সৈয়দ আহমদ সাহেবের নিকট বয়াত করেন। সৈয়দ সাহেব তাকে খিলাফত প্রদান করে সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের একটি অনুলিপি প্রদান করে বুলগেরিয়াবাসীর হেদায়েতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।'

মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব তার বইয়ে 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবকে হেদায়েতের কিতাব বলে উল্লেখ করলেন। অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদামতে উক্ত সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবের বিভিন্ন উক্তি কুফুরী পর্যন্ত পৌছে গেছে। যা পূর্বে সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, ত্রয়োদশ শতাব্দির মোজাদ্দিদ আ'লা হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেজাখাঁন বেরলভী (রা.) কোরআন সুন্নাহ দ্বারা 'আল কাউকাবাতুশ শিহাবিয়া' নামক কিতাবে সিরাতে মুস্তাকিমের কতিপয় উক্তিকে চরম গোমরাহী এমনকি কুফুরী উক্তি হিসেবে প্রমাণ করেছেন। যার উপযুক্ত জওয়াব আজ পর্যন্ত কেউই দিতে সক্ষম হননি।

তাছাড়া সৈয়দ আহমদ বেরলভী সম্পর্কে আলা হযরত উক্ত কিতাবের ২৩ পৃষ্ঠায় বলেন–

غالبا اصل مقصود اپنے پیر رائے بریلی کے سید احمد کو کہ نواب امیر خاں کے یہاں سواروں میں نوکر اور بے چارے نرے جاهل ساده لوح تھے نبی بنانا تھا۔

অথাৎ 'তাদের পীর রায় বেরেলীর নিরেট মূর্খ সৈয়দ আহমদকে যিনি আমিরখার পরিবহন কর্মচারী ছিল, তার ভক্তরা তাকে নবী বানাতে চেয়েছিল।'

উক্ত কিতাবের ২৫ পৃষ্ঠায় আরও বলেন–

پیرجی کی مہرکاکندہ اسمہ احمد قرار پایا تھا۔ خطبوں میں پیرجی کے نام ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا شروع ہو گیا تھا۔ مگر قہر الھی سے مجبور ھیں غیبی کوڑے نے سب بنے کھیل بگاڑدے پٹھا نوں کے خنجر مونی کش نے چنے سورما پچھاڑ دیئے۔

অর্থাৎ 'মুরিদগণ পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভীর শীলমোহর খচিত আংটিতে اسمہ احمد ইসমুহু আহমদ অংকিত করেছিল। খুৎবা পাঠের সময় তার নামের সাথে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করা শুরু হয়ে ছিল। কিন্তু আল্লাহর গজব থেকে বাঁচা সম্ভব হল না এমনকি অদৃশ্য তীর তাদের সমস্ত খেলা ভেঙ্গে দিল। পাঠানদের তরবারীর আঘাতে তাদের সব লীলা-খেলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

এছাড়া মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেব সৈয়দ আহমদ বেরলভীকে পীর সাজিয়ে সিরাতে মুস্তাকিম ও তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবদ্বয়ের বিষয়ভিত্তিক তরিকায়ে মোহাম্মদিয়া নামে যে, আন্দোলনটি গড়ে তুলেছিলেন সেটাও ওহাবী আন্দোলনই ছিল। এ ব্যাপারে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের সিলসিলাভুক্ত মাওলানা কাজী মোহাম্মদ গোলাম রহমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

(কে.এম.জি রহমান পো- তালতলা বাজার, নোয়াখালী) কর্তৃক লিখিত 'হযরত শাহজালাল ও শাহপরাণ (রা.) নামক পুস্তকের সিলেটে ধর্মীয় আন্দোলন অধ্যায়ে লিখেছেন–

'১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ আহমদ বেরলভী তরিকায়ে মোহাম্মদীয় নামে একটি ধর্মীয় আন্দোলন শুরু করেন। তার এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা জাগরিত করিয়া তাহাদিগকে আত্মসচেতন করিয়া তোলা। তাহার এই আন্দোলনের ঢেউ সিলেট জেলায়ও প্রবেশ করিয়াছিল। বহু লোক সিলেট হইতে কলিকাতায় গিয়া সৈয়দ সাহেবের নিকট বাইয়াত গ্রহণ করিয়াছিল। সিলেটে যিনি তরিকায়ে মোহাম্মদীয়া প্রচার করেন, তাহার নাম জয়নাল আবেদীন। তিনি হায়দ্রাবাদের অধিবাসি ছিলেন। তাহার প্রচারের ফলে সিলেটের বহুলোক এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিল। সিলেটের উর্দু কবি আশরাফ আলী মজুমদারও তাতে যোগদান করেন। প্রখ্যাত আরবের (ইবনে) আব্দুল ওহাব নামক জনৈক আলেম এই আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন বলিয়া ইহাকে ওহাবী আন্দোলনও বলা হয়।'

উল্লেখ্য যে, সৌদী আরব থেকে প্রকাশিত 'আশ শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদিল ওহ্হাব' নামক পুস্তকের ৭৮/৭৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত তথ্যানুযায়ী সৈয়দ আহমদ বেরলভী আরবের নজদী মুবাল্লিগগণের ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

নিম্নে উক্ত কিতাবের এবারত দেওয়া হল–

كَمَا غَزَتِ الدَّعْوَةُ الْوَهَابِيَةِ السُّوْدَانِ كَذَالِكَ غَـــزَتِ الدَّعْـوَةُ بَعْضُ الْمَقَاطَعَاتِ الْهِنْدِيَةِ بِوَاسِطَةِ اَحَدِ الْحُجَّاجِ الْهُنُوْدِ وَهُـــوَ اَلسَّيِّدُ اَحْمَدُ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنْ اُمَرَاءِ الْهِنْدِ۔

অর্থাৎ যেমনিভাবে ওহাবী মতবাদ প্রচারের জন্য সুদানে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়েছিল তেমনিভাবে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ওহবী মতবাদ প্রচারের জন্য ভারতীয় হাজীগণ থেকেও একজন প্রতিনিধি নিযুক্ত করা

হয়েছিল। তিনি হচ্ছেন সৈয়দ আহমদ। তিনি ছিলেন ভারতের একজন আমীর।

অতএব সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব যে ওহাবী ছিলেন এবং তার আক্বিদা যে, শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) শাহ আব্দুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.)সহ সমস্ত মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদার পরিপন্থি ছিল তা প্রমাণিত হয়ে গেল।

প্রশ্ন : মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেব ও তার লিখিত জখিরায়ে কেরামত নামক কিতাবটি সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত অভিমত কী? সবিস্তার জানতে চাই।

উত্তর : মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেব ছিলেন ভারত উপমহাদেশের ওহাবী আন্দোলনের প্রধান মৌলভী ইসমাইল দেহলভী সাহেবের পীরভাই এবং সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের অন্যতম খলিফা। জৈনপুরী সাহেব ছিলেন তাদেরই যোগ্যতম উত্তরসূরী এবং সম্পূর্ণ ওহাবী আক্বিদায় বিশ্বাসী। এ ব্যাপারে তার লিখিত জখিরায়ে কেরামত নামক কিতাবের ৩য় খণ্ডের ১৩৭-১৩৮ পৃষ্ঠায় নিজেই বলেন-

بعد اسکے فقیر کہتا ہے کہ حضرت مرشد برحق سید احمد قدس سرہ العزیز سے اس فقیر نے بیعت ارادت کی کیا اور انکی ہدایت سے اللہ تعالی کی معرفت سے اپنی جہل اور نادانی ثابت ہوگئی اور مشاہدہ سے نجات پاکے معرفت سے حیرت کی طرف پہنچا اور شرک اور بدعت سے پاک ہوا اور بموجب مضمون خلافت نامہ کے انکی کتاب صراط المستقیم کے مضمون کے موافق یہاں سے بنگالے تک شرک وبدعت کو مٹایا.

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ 'অতঃপর ফকির মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী বলতেছি যে, হযরত মুর্শিদে বরহক সৈয়দ আহমদ (কু:ছি) এর নিকট পীর মুরিদীর বয়াত গ্রহণ করি এবং তার হেদায়ত দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার মা'রিফত হাসিলের মাধ্যমে অজ্ঞতা ও নাদানী প্রকাশ হলো এবং মোশাহাদার মাধ্যমে ঐ অজ্ঞতা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে শির্ক ও বিদআত হতে মুক্তি পেলাম।

হুজুরের দেওয়া খেলাফতনামা ও তার কিতাব সিরাতে মুস্তাকিম এর মাজনুন বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী জৈনপুর থেকে বাংলা পর্যন্ত শির্ক ও বিদআতকে উৎখাত করলাম।'

জৈনপুরী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি সিরাতে মুস্তাকিম নামক কিতাবের বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই কিতাবের বিষয়বস্তুর তথা বাতিল আক্বিদাগুলোকে প্রচার ও প্রসারের নিমিত্তেই তিনি জৈনপুর থেকে বাংলা পর্যন্ত সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন।

জৈনপুরী সাহেব উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের ২০ পৃষ্ঠায় তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাব প্রসঙ্গে বলেন–

سو فقیر نے تقویۃ الایمان کو جو خوب بغور دیکھا تو اسکا اصل مطلب سب اهل سنت کے مذهب کے موافق پایا اور عبارات اور الفاظ بھی اسکی بهت اچھی پائے گئے مگر پھر اگر اس کتاب کی کوئی عبارت بےڈھب پاویں اور جانیں کہ لفظ کے لکھنے میں مصنف سے خطا هوئی تو ایک دو الفاظ میں خطا هونے کے سبب سے اس سچی کتاب کو جو شرک کے رد میں هے جھوٹی سمجھ کے مشرک نہ بنیں.

অর্থাৎ 'সুতরাং আমি তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবকে খুব মনোযোগের সহিত আদিঅন্ত পাঠ করেছি। তার মূল উদ্দেশ্য

আহলে ছুন্নাতের মজহাব অনুযায়ী। উক্ত কিতাবের শব্দ ও বাক্যবলী বেশ সুন্দর পেয়েছি। তারপরও যদি উক্ত কিতাবের কোন কোন এবরাত বেঢং বা অসুন্দর পাওয়া যায় এবং বুঝতে পারেন শব্দ লিখতে লেখকের ভুল হয়ে গেছে এ ধরণের দু' একটি ভুলের জন্য এই সত্য কিতাব যা শিরকের খণ্ডনে লিখিত ইহাকে মিথ্যা মনে করে কেহ যেন মুশরিক না হয়।' (নাউজুবিল্লাহ)

জৈনপুরী সাহেবের বক্তব্যের দ্বারা বুঝা যায় তার পীরভাই মৌলভী ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক লিখিত 'তাকবিয়াতুল ঈমান' যেই কিতাবে বাতিল ও কুফুরী আক্বিদায় ভরপুর সেই কিতাবকে সত্য সঠিক না মানিলে মুসলমান মুশরিক হয়ে যাবে। (নাউজুবিল্লাহ)

তিনি উক্ত কিতাবের ১ম খণ্ডের পেয়েছি ২৩১ পৃষ্ঠায় বলেন–

زنا کے وسواس سے اپنی زوجہ سے مجامعت کا خیال کے خیال کا کام نہیں کیونکہ بزرگوں کا خیال تعظیم اور بزرگ کے ساتھ آدمی کے دل میں چبھ جاتا هے بخلاف گاؤ خرکے خیال کے کہ نہ اسقدر دل میں چبھتاهے اور نہ اسقدر تعظیم هوتی هے بلکہ اسکو اپنے خیال میں حقیر اور ذلیل جانتا هے اور یہ تعظیم اور بزرگی اللہ کے سوا دوسرے کی جو هے سو جب نماز میں اس کی طرف دل متوجہ هو رهتا هے اور اسکو اپنا مقصود سمجھتا هے تب شرک کی طرف لیجاتا هے.

অর্থাৎ 'নামাযে যিনার খেয়াল থেকে স্ত্রী সহবাসের খেয়াল অধিকতর ভাল। এরূপে নিজের পীর ও অন্যান্য বুজুর্গের প্রতি খেয়াল নেওয়া গরু-গাধার খেয়ালে ডুবে থাকা অপেক্ষা বহুগুণে খারাপ। এরূপ ক্ষেত্রে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়ালেও কাজ নেই। যেহেতু গরু-গাধার খেয়াল ঘৃণার সহিত এসে থাকে এবং বুজুর্গানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

খেয়াল তা'জিমের সহিত আসে। আর নামাযের ভিতরে এই তা'জিম শির্‌ক এর দিকে নিয়ে যায়।' (নাউজুবিল্লাহ) এ ধরণের আরো বহু বাতিল আক্বিদা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমার অত্র পুস্তকটি যখন ১৯৭৫ইং সনে প্রথম প্রকাশিত হয় তখন জৈনপুরী সিলসিলার পীর মাওলানা সুফিয়ান সিদ্দিকী সাহেবের নিকট এ ব্যাপারে একখানা পত্র লিখছিলাম যে, জখিরায়ে কেরামত নামক কিতাবে উল্লেখিত বাতিল আক্বিদা ও বক্তব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত কী? তিনি উর্দু ভাষায় আমার পত্রের জবাবে যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হল।

তিনি বলেন 'মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের লিখিত 'জখিরায়ে কেরামত' নামক কিতাবের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড রহিয়াছে, কিন্তু কোন খণ্ডের মধ্যেই ওহাবীদের আক্বিদার অনুরূপ কোন আক্বিদা লিখিত নাই।

তিনি এবং তাহার খান্দানের কোন একজনের মধ্যেও আজ পর্যন্ত ওহাবীয়তের বাতাস পর্যন্ত লাগেনি। হ্যাঁ 'জখিরায়ে কেরামত নামক কিতাবের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের কোন কোন স্থানে তাকবিয়াতুল ঈমান এবং এই কিতাবের লিখক মৌলভী ইসমাইল দেহলভীকে হক (শুদ্ধ) বলা হইয়াছে। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' শুদ্ধ কিতাব এবং মৌলভী ইসমাইল দেহলভী হক পথে ছিলেন এই ধরণের লেখা মাওলানা কেরামত আলী সাহেবের কোন সময়ই ছিল না এবং থাকিতেও পারে না। বরং কোন চালাক ওহাবী তার নিজ আক্বিদা প্রসারের জন্য মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের দিকে সম্পর্ক করিয়া এই সমস্ত বদ আক্বিদার কথা 'জখিরায়ে কেরামত' এর মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে।'

এভাবে জৈনপুরী সিলসিলার অন্যতম পীর সিলেটের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলীর পীর সাহেব) এর নিকটও এ বিষয়ে একখানা পত্র লিখেছিলাম, তিনিও আমাকে অনুরূপ উত্তর প্রদান করেছেন।

তিনি বলেন 'এই কিতাবটি (জখিরায়ে কেরামত) আছলী কিতাব নয় বরং এটা তাহরিফ বা পরিবর্তন হয়েছে। আছলী (মূল) কিতাব দেখলেই

এর সত্যতা প্রমাণিত হবে।' কিন্তু দীর্ঘদিন অনুসন্ধান করেও জনাব ফুলতলী সাহেবের কথা অনুযায়ী সেই আছলী কিতাবের কোন সন্ধান না পেয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে ফুলতলী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি এবং নূতন করে একটি প্রস্তাব উপস্থাপন করি যে, জখিরায়ে কেরামত কিতাবের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিপন্থি যে সব আক্বিদা রয়েছে, তা আছলী কিতাবে অনুসারে সংশোধন করা হোক এবং জৈনপুরী সিলসিলার সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত হয়ে জখিরায়ে কেরামত এর একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশ করা হোক। তিনি আমাকে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। জনাব ফুলতলী সাহেবের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমার অত্র পুস্তকটি কোন পরিবর্তন ছাড়াই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ইং সনে।

বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, দীর্ঘ একযুগের অধিককাল অপেক্ষা করার পরও এ ব্যাপারে ফুলতলী সাহেবের পক্ষ থেকে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অপরদিকে সুন্নি মুসলমানদের পক্ষ হতে বারবার অনুরোধ আসছিল যে, জখিরায়ে কেরামত কিতাবের বাতিল আক্বিদার ব্যাপারে প্রমাণভিত্তিক একটি সুস্পষ্ট ফয়সালা করা আবশ্যক। কিন্তু মাদ্রাসার প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব ও অন্যান্য কাজের ঝামেলায় এদিকে মনোনিবেশ করতে পারিনি।

ইতোমধ্যে (১৯৮৮ইং) যুক্তরাজ্য লন্ডনে এক আন্তর্জাতিক ঈদে মিলাদুন্নবী সুন্নি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনফারেন্সে প্রধান অতিথি হিসেবে আমি যোগদান করি। সেখানে প্রায় তিনমাস যাবৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের সাংগঠনিক কার্যক্রম চালাতে গিয়ে পুনরায় জখিরায়ে কেরামত সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হই। সেখানকার উলামায়ে কেরামও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ আমাকে এ ব্যাপারে ফুলতলী সাহেবের সাথে আবার সাক্ষাৎ করার জন্য অনুরোধ জানান।

তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি ফুলতলী সাহেবের সাথে আবার সাক্ষৎ করতে রাজি হই। কিন্তু সেই সময় ও সুযোগ আসতে প্রায় দুই তিন বছর সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। অবশেষে (আনুমানিক) ১৯৯১ইং সনে আমি এবং ফুলতলী সাহেব (আমরা উভয়ই) একই সময়ে লন্ডনে অবস্থান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করছি এমতাবস্থায় হঠাৎ একদিন আলহাজ্ব ছুরুক মিয়া (সুন্দি মিয়া) সাহেব আমাকে টেলিফোনের মাধ্যমে ব্রীকলেন্ড মসজিদে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি অনতিবিলম্বে ব্রীকলেন্ড মসজিদে হাজির হয়ে ফুলতলী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমার সাথে ছিলেন মাওলানা মুফতি গিয়াস উদ্দিন সাহেব, মাওলানা হাফিজ তালেবুদ্দিন, জনাব সিতু মিয়া, ইউসুফ মিয়া ও আলহাজ্ব আব্দুল মান্নান সাহেব।

কিন্তু ফুলতলী সাহেব আমাদের সাথে আলোচনায় না বসে বরং মুহাদ্দিস হাবিবুর রহমান সাহেবের উপর দায়িত্বভার দিয়ে মসজিদ থেকে চলে যান। অতঃপর আমরাও মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্য এক বাসায় আলোচনায় লিপ্ত হলাম। আমি বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করার সাথে সাথে জখিরায়ে কেরামতের বাতিল আক্বিদা সম্পর্কেও মুহাদ্দিস সাহেবের নিকট প্রশ্ন রাখি।

মুহাদ্দিস হাবিবুর রহমান সাহেব উত্তরে বললেন, জখিরায়ে কেরামত আমি দেখিছি এবং এগুলো কিতাবে আছে সত্য। তবে এইসব আক্বিদা আমার নেই এবং আমার সাহেব কিবলার (ফুলতলী সাহেবের)ও নেই। প্রতি-উত্তরে আমি প্রমাণ স্বরূপ বললাম ফুলতলী সাহেবের পুত্র জনাব ইমাদ উদ্দিন সাহেবের লিখিত পুস্তকে এসব বাতিল আক্বিদার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বললেন ছেলে দোষী হলে বাপ দোষী নয়। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন এই প্রশ্নগুলো কোন একদিন ফুলতলী সাহেবের নিকটই করুন। কিন্তু সেই সুযোগ আর হল না।

প্রিয় পাঠকগণ! জৈনপুরী সাহেবের সিলসিলাভুক্ত অন্যতম পীর সিলেটের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী সাহেবের কাছ থেকে যদিও এ বিষয়ে সুস্পষ্ঠ কোন ফয়সলা পাওয়া গেল না। কিন্তু ফুলতলী সাহেবের পুত্র জনাব ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের লেখনী ও বক্তব্যের দ্বারা এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাদের সিলসিলার উর্ধ্বতন পীর মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের জখিরায়ে কেরামত ও তার আকাইদ ওহাবী ইসমাইল দেহলভীর আকাইদের অনুরূপই ছিল।

কেননা তিনি সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের জীবনী গ্রন্থের (১ম সংস্করণ) ৪৫ পৃষ্ঠায় 'চাঁদ ও তারার মেলা' শিরোনামে সৈয়দ আহমদ সাহেবকে চন্দ্র এবং মৌলভী ইসমাইল দেহলভী ও কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবকে তারা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মোটকথা বইটির বিভিন্ন স্থানে মাওলানা ইমাদ উদ্দিন সাহেব ইসমাইল দেহলভীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এতে প্রতীয়মান হয় যে, কেরামত আলী জৈনপুরী ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেব তারা সবাই একই আক্বিদায় বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং জখিরায়ে কেরামত তাহরিফ বা পরিবর্তন হয়নি বরং এই কিতাবের আক্বিদাই জৈনপুরী সাহেবের আক্বিদা।

পরবর্তীতে 'মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের জীবনী' নামক একটি বাংলা অনুবাদগ্রন্থ আমার হাতে আসে। পুস্তকের মূল লেখক মাওলানা কেরামত আলীর নাতি এবং মাওলানা আব্দুল আউয়াল সাহেবের পুত্র মাওলানা আব্দুল বাতেন জৈনপুরী। অনুবাদক মৌলভী আছমত আলী এম. এ প্রকাশক মোঃ আহমদ সিদ্দিকী জৈনপুরী। উক্ত পুস্তকের ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় মৌলভী ইসমাইল দেহলভী এবং তার লিখিত 'তাকবিয়াতুল ঈমান' সম্পর্কে মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের যে মতামত রয়েছে তা নিম্নরূপ-

'তাকবিয়াতুল ঈমান' হযরত মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ (রা.) এর লিখিত একখানা প্রসিদ্ধ কিতাব ইহা তৌহিদ (একত্ববাদ) ছুন্নত অনুসরণের শিক্ষা শেরক, বেদাত এবং কুসংস্কার দূরীকরণ বিষয়ে একখানা পূর্ণাঙ্গ পুস্তক। উক্ত কেতাবের শব্দ ও বাক্যাবলী বেশ সুন্দর দেখিতে পাইলাম।

মাওলানা আব্দুল বাতেন জৈনপুরী সাহেব উক্ত পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় জৈনপুরী সাহেবের খেলাফতনামা প্রসেঙ্গ বলেন– হযরত মাওলানা (কেরামত আলী জৈনপুরী) রায় বেরেলী উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হযরত সৈয়দ সাহেব প্রথম দৃষ্টি ও সাক্ষাতের দ্বারা তাহাকে পরীক্ষা করিয়া লইলেন। প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই মাওলানা কেরামত আলী সাহেবকে বলিলেন, এখন হইতেই হেদায়েতের কাজে লাগিয়া যাও। অতঃপর হযরত

pdf By Syed Mostafa Sakib

মাওলানা শাহ ইসমাইল শহীদ দেহলভীর মধ্যস্থাতায় খেলাফত ও শাজরানামা প্রদান করেন যাহা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রহিয়াছে।'

উক্ত পুস্তকের ১১৮ পৃষ্ঠায় সৈয়দ আহমদের মর্যাদা সম্পর্কে লিখিত আছে–

'মোকাশাফাতে রহমত কেতাবে মাওলানা জৈনপুরী বলেন: হযরত রাসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সৈয়দ সাহেবকে স্বপ্নযোগে একটি একটি করিয়া তিনটি খুরমা খাওয়াইয়া ছিলেন। সৈয়দ সাহেব নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া উহার তাছির নিজ শরীরে অনুভব করেন। এই ঘটনার পর হইতে সৈয়দ সাহেব নবুয়তের রীতিনীতির পথপ্রাপ্ত হন।

ইহার কিছুদিন পর একদা স্বপ্নে জনাব বেলায়েতে মায়াব হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু এবং ছাইয়েদাতুন্নেছা হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা নিজ হাতে খুব উত্তমরূপে গোছল করাইয়াছেন যেমন নিজ সন্তানকে গোছল করান। অতঃপর হযরত ফাতেমা জোহরা (রা.) তাহার নিজ হাতে সৈয়দ সাহেবকে এক প্রকার সম্মানিত পোশাক পরিধান করাইয়াছেন। এই ঘটনার (অথাৎ হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.) দ্বয়ের গোসল করান ও পোশাক পরিধান করানোর) পর সৈয়দ সাহেব রাহে নবুয়তের পূর্ণ দরজা লাভ করেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তরফ হইতে সৈয়দ সাহেব আদেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, যদি আপনার হাতে লক্ষ লক্ষ লোকও মুরিদ হয় তবু আমি তাহাদিগকে প্রচুরভাবে দান করিব। (মুকাশাফাতে রহমত)'

প্রিয় পাঠকগণ! মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের নাতি ও যোগ্যতম উত্তরসূরী মাওলানা আব্দুল বাতেন জৈনপুরী সাহেবের উপরোক্ত প্রমাণভিত্তিক আলোচনার দ্বারা এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, জখিরায়ে কেরামতে যে সব বাতিল আক্বিদা রয়েছে তা পরিবর্তন করা হয়নি। শুধুমাত্র ফুলতলী সাহেব ও মাওলনা সুফিয়ান সিদ্দিকী সাহেব ব্যতীত উক্ত সিলসিলাভুক্ত আর কেহই এসব আক্বিদার বিরোধীতা করেননি। সম্ভবত মাওলানা সুফিয়ান সিদ্দিকী জৈনপুরী সাহেব এসব তথ্য

সম্পর্কে ওয়াকেফহাল ছিলেন না হুসনে যন হিসেবেই উক্ত অভিমত পেশ করেছিলেন।

প্রশ্ন : আল্লামা সিরাজনগরী সাহেব কিবলার খেদমতে আমার একটি প্রশ্ন, প্রশ্নটি হল এই, সিলেটের প্রখ্যাত আলেম ফুলতলীর সাহেব কর্তৃক লিখিত ও অনুদিত এবং মাওলানা হুছামুদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া গ্রন্থের ২য় খুৎবায় আশুরার দিনের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন–

وَفِيْهِ غَفَرَ لِدَاوُدَ ... وَفِيْهِ غَفَرَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ،

অনুবাদ : এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালামকে ক্ষমা করেছেন এবং এইদিনে আমাদের শিরতাজ নবী হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সকলকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন।

অথচ আমরা জানি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা হল সমস্ত নবীগণ আলাইহিমুস সালাম মা'সুম বা নিষ্পাপ। তাঁরা ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কখনো পাপ করেননি। এ সম্পর্কে সবিস্তার জানতে চাই।

বিনীত

আলহাজ্ব মোহাম্মদ মনছুর আলম
ALHAZ MOHAMMAD MONSUR ALAM
89 WEST MINSTAR ROAD
HANDS WORTH BIRMINGHAM
B 203 LU, UK
DATE- 15/11/1999

উত্তর : আমাদের প্রিয়নবী ছরকারে দোজাহা সায়্যিদুল মুরসালিন হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্যপ্রাপ্ত নিষ্পাপ ফেরেশতাদের চেয়েও উত্তম। তাঁর গোনাহ ছিল এবং আশুরার দিনে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন এ কথা কল্পনা করাও পাপ। এমনকি আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালামসহ সমস্ত আম্বিয়ায়েকেরাম আলাইহিমুস সালাম নিষ্পাপ বেগোনাহ ও মাসুম ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহাই সাহাবায়েকেরাম, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, চার মাজহাব ও চার তরিকার ইমামগণ সমস্ত মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন আউলিয়ায়েকেরাম তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা।

সুতরাং হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালামকে আশুরার দিনে ক্ষমা করা হয়েছে একথা বলাও অবাস্তব, অবান্তর ও অনুচিত।

নবীগণ নিষ্পাপ বিষয়ে আমি কিছুটা আলোচনা করেছি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পরিচয় (তৃতীয় সংস্করণ) পুস্তকে মওদুদী ফিতনা নামক পরিচ্ছেদে। কারণ মওদুদী সাহেবের ভ্রান্ত আক্বিদার মধ্যে ইহাও একটি ছিল যে, নবীগণ সবসময় মা'সুম বা নিষ্পাপ নন। (তাফহিমাত)

মাওলানা মওদুদীসহ যারা এই আক্বিদা পোষণ করছেন এবং লেখনী ও বক্তব্যের মাধ্যমে প্রচার করেন যে, নবীগণ নিষ্পাপ নন বরং তাদের দ্বারা কিছু ভুলভ্রান্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে, এবং আশুরার দিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন এমনকি আশুরার দিনে আমাদের শিরতাজ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লামকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করা হয়েছে।

তাদের এ বক্তব্যের স্বপক্ষে পবিত্র কোরআন ও হাদিস শরীফ থেকে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ নেই। কেবলমাত্র মাওজু জাল হাদিস ও কোরআন মজীদের কয়েকখানা মুবহাম ও মুতাশাবিহাত আয়াতের অপব্যাখ্যাই তাদের মূল সম্বল। নিম্নে ঐ সব জাল হাদিস এবং আয়াতে মুবহাম ও মুতাশাবিহাত এর বিশদ আলোচনা প্রদত্ত হল।

(ক) আল্লামা ইবনে জাওজী আলকুরশী (রা.) (ওফাত ৫৯৭ হিজরি) তদীয় কিতাবুল মাওজুয়াত (كِتَابُ الْمَوْضُوْعَاتِ) নামক গ্রন্থের ২য় জিলদের ২০২ পৃষ্ঠায় একখানা দীর্ঘ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের মধ্যে রয়েছে- وَغَفَرَ ذَنْبَ دَاوُدَ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ (অনুবাদ : আশুরার দিনে দাউদ আলাইহিস সালাম এর গোনাহ ক্ষমা করেছেন)

অতঃপর তিনি বলেন-

هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ بِلَاشَكٍّ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ يَكْذِبُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ.

অর্থাৎ এ হাদিসটি নিঃসন্দেহে মাওজু বা জাল হাদিস। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা.) বলেছেন, এ হাদিসের রাবী হাবিব বিন আবি হাবিব মিথ্যুক এবং ইবনে আদি বলেছেন হাবিব বিন আবি হাবিব মিথ্যা হাদিস রচনা করতো।

(খ) আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) তদীয়- (مَا ثَبَتَ مِنَ السُّنَّةِ) মাসাবা মিনাস সুন্নাহ নামক কিতাবে আশুরার দিনের আলোচনায় উপরোক্ত হাদিসখানা উল্লেখ করে বলেন-

مَوْضُوْعٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِيْهِ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ وَهُوَ اٰفَةٌ.

অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে ইবনে জাওজী যে হাদিসখানা উল্লেখ করেছেন তা মাওজু বা জাল হাদিস। কেননা এই হাদিসের সনদের মধ্যে রয়েছে হাবিব বিন আবি হাবিব নামে একজন রাবী। সে মিথ্যা হাদিস রচনা করতো।

উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবনে জাওজী (রা.) ও শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.)সহ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর নিকট অত্র হাদিসখানা মাওজু বা জাল হাদিস হিসেবে প্রমাণিত। সুতরাং এই জাল বা মিথ্যা হাদিসকে কেন্দ্র করে আল্লাহর নবী হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালামকে গোনাহগার বা তাঁকে আশুরার দিন ক্ষমা করেছেন বলে বক্তব্য প্রদান করা কোন আলেমের পক্ষে আদৌ সমীচীন হবে না।

তাছাড়া ঐতিহাসিকগণ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম এর জীবনী লিখতে গিয়ে এমন কিছু বিষয় তাঁর প্রতি আরোপ করেছেন যা তাঁর শান-মানের পরিপন্থি। সুতরাং এইগুলো একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। এজন্যই হযরত আলী (রা.) ঘোষণা করেছিলেন যে, কেউ হযরত দাউদ আলাইহিস

pdf By Syed Mostafa Sakib

وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِىْ غَفَرَ اللهُ فِيْهِ لِمُحَمَّدٍ ذَنْبَهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَاَخَّرَ.

অর্থাৎ আশুরার দিনে আল্লাহপাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ ক্ষমা করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন–

كُلُّهُمْ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِىِّ فِى الْمَوْضُوْعَاتِ وَقَالَ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ فَالظَّاهِرُ اَنَّ بَعْضَ الْمُتَاَخِّرِيْنَ وَضَعَهُ وَرَكَّبَهُ عَلٰى هٰذَا الْاِسْنَادِ اِنْتَهٰى.

অর্থাৎ আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) বলেন এ সকল হাদিসকে আল্লামা ইবনে জাওযী (রা.) মাওজুয়াত বা জাল হাদিসের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং বলেছেন পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যাক লোক সেকাহ রাবীগণের নাম এর সনদের মধ্যে সংযুক্ত করে তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিল করেছে। (নাউজুবিল্লাহ)

উপরিলিখিত আলোচনার দ্বারা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আলোচ্য হাদিসটি মিথ্যা বা জাল হাদিস। সুতরাং এই মিথ্যা হাদিসকে কেন্দ্র করে আল্লাহর হাবিব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোনাহ ছিল এবং আশুরার দিনে ক্ষমা করা হয়েছে এই বক্তব্য দেওয়া সম্পূর্ণ অযুক্তিক ও গোমরাহী।

উল্লেখ্য যে, প্রখ্যাত উসূলবিদ আল্লামা মোল্লা জিউন (রা.) তাফসিরাতে আহমদীয়া নামক কিতাবের ২৭ পৃষ্ঠায়- لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন–

وَاِذَا تَقَرَّرَ هٰذَا فَمَا نُقِلَ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ مِمَّا يَشْعُرُ بِكَذِبٍ اَوْ مَعْصِيَةٍ فَمَا كَانَ مَنْقُوْلًا بِطَرِيْقِ الْاٰحَادِ فَمَرْدُوْدٌ. وَمَا كَانَ مَنْقُوْلًا بِطَرِيْقِ التَّوَاتُرِ فَمَصْرُوْفٌ عَنْ ظَاهِرِهٖ اِنْ اَمْكَنَ وَالْاَ مَحْمُوْلٌ عَلٰى تَرْكِ الْاَوْلٰى اَوْ كَوْنِهٖ قَبْلَ الْبَعْثَةِ.

সালাম এর কাহিনী গল্পগুজবের মতো বর্ণনা করবে, আমি তাকে ১৬০টি দুররা মারব। অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি হয়েছে ৮০ দুররা কিন্তু এক্ষেত্রে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। (তাফসিরে রুহুল বয়ান-সূরা ছোয়াদ দ্র.)

আল্লামা ইসমাইল হক্কী (রা.) তদীয় তাফসিরে রুহুল বয়ান নামক কিতাবের ৮ম খণ্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠায় বলেন–

فَاِنَّ اَهْلَ الْوُصُوْلِ اِجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنَّ الرُّسُلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ قَبْلَ الْوَحْىِ مَعْصُوْمِيْنَ مِنَ الْكَبَائِرِ وَمِنَ الصَّغَائِرِ الْمُوْجِبَةِ لِنَفْرَةِ النَّاسِ عَنْهُمْ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَبَعْدَهَا.

অর্থাৎ নিঃসন্দেহে উসূলবিদগণ (ইসলামী আইন বিশরাদগণ) এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম) ওহী প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে ঈমানদার ছিলেন এবং কবিরা ও সগিরা গোনাহ থেকে নিষ্পাপ ও পবিত্র ছিলেন।

(গ) আল্লামা ইবনে জাওযী (রা.) কিতাবুল মাওজুয়াত গ্রন্থের ২য় জিলদের ১৯৯ পৃষ্ঠা থেকে ২০১ পৃষ্ঠাব্যাপি অপর একখানা দীর্ঘ মাওজু হাদিস বর্ণনা করেন। এতে রয়েছে–

وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِىْ غَفَرَ اللهُ لِمُحَمَّدٍ ذَنْبَهُ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَاَخَّرَ.

অর্থাৎ আশুরার দিনে আল্লাহপাক হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওসাল্লামের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ ক্ষমা করেছেন।

উক্ত মাওজু হাদিসটি বর্ণনা করে আল্লামা ইবনে জাওজী (রা.) বলেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ لَايَشُكُّ عَاقِلٌ فِىْ وَضْعِهٖ

অর্থাৎ এই হাদিসটি মাওজু বা মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করতে পারে না।

(ঘ) উপমহাদেশ বিখ্যাত আলেম প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) ও উপরে বর্ণিত মিথ্যা হাদিসটি তদীয় মাসাবাতা মিনাস সুন্নাহ নামক কিতাবে আশুরার দিনের আলোচনায় উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে রয়েছে–

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ যখন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা নবীগণের গোনাহ সাব্যস্ত হয়। তখন দেখতে হবে সেই রেওয়ায়েতটি আহাদ সূত্রে বর্ণিত না তাওয়াতুর সূত্রে বর্ণিত। যদি আহাদ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে। তাহলে উহা পরিত্যজ্য হবে।

আর যদি তাওয়াতুর সূত্রে বর্ণিত হয় থাকে তাহলে যথাসম্ভব নবীগণের মর্যাদা অনুযায়ী জাহেরী অর্থ পরিবর্তন করতে হবে। অন্যথায় তরকে আওলা বা উত্তমতার ব্যতিক্রম ধরে নিতে হবে, যা পাপ বা গোনাহ নয়। অথবা তা নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার পূর্বের বিষয় হিসেবে প্রযোজ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, قَبْلَ الْبَعْثَةِ বা নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার পূর্বের বিষয় কথা দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ওহী বা শরিয়তের আদেশ নিষেধ কোন কিছু জারি হয়নি। সুতরাং ঐ সময়ের কোন কিছুই পাপ নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়েকেরাম মদ পান করেছেন কিন্তু তাঁদের কোন গোনাহ হয়নি। কারণ তখনও মদ পান করা নিষেধ সম্বলিত আয়াত নাজিল হয়নি।

অতঃপর আল্লামা মোল্লা জিউন (রা.) উক্ত তাফসিরাতে আহমদীয়ার ২৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

فَالْحَقُّ اَنَّهٗ لَاخِلَافَ لِاَحَدٍ فِىْ اَنَّ نَبِيَّنَا عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً طَرْفَةَ عَيْنٍ قَبْلَ الْوَحْىِ وَبَعْدَهٗ كَمَاذَكَرَهٗ اَبُوْ حَنِيْفَةَ فِى الْفِقْهِ الْاَكْبَرِ ۔

অর্থাৎ একথাই সত্য যে, নিশ্চয়ই আমাদের প্রিয়নবী ওহী প্রাপ্তির পূর্বে ও পরে একমুহূর্তের জন্যেও কবিরা সগিরা কোন প্রকার গোনাহ করেননি। এতে কারো দ্বিমত নেই। যেমন ইমাম আবু হানিফা (রা.) ফেকহে আকবর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) তদীয় মাদারিজুন নবুয়ত নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–

خصوصا سید انبیاء وافضل رسل صلوٰة وسلامه علیه وعلیهم که عصمت اواتم واکمل ورتبه اواعلی وارفع است وهرکه بجناب وی چیزی به بندد وپسندد وبخلاف ادب دم زندساقط است ذرهموة درك اسفل ضلالت ازانجاکه خبر نداردووی ازاول پاك واراسته وپراسته آمده است که دست هیچ عیب ونقص رابدامان عزت وجلال او مجال وصول نیست بیت

به تعلیم وادب او راچه حاجت
که اوخود زآغاز آمد مؤدب

অর্থাৎ 'বিশেষত আমাদের প্রিয়নবী সায়্যিদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বেলায় ইসমত বা গুনাহ থেকে পাক থাকা সর্বাধিক পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ এবং তার মর্যাদার অধিকতর উন্নত।

যে ব্যক্তি আল্লাহর হাবিবের শানে আদবের পরিপন্থি নিজের মনগড়া মতে কোন মন্তব্য করবে নিঃসন্দেহে সে পরিত্যজ্য হবে, নিশ্চয়ই সে মূর্খতার নিম্নতম অন্ধকারের গভীরতম গহব্বরে নিমজ্জিত রয়েছে।

হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র সত্ত্বা প্রথম থেকেই এমন পবিত্র এবং সুসজ্জিত ছিল যে, কোন রকম দোষক্রটির হস্ত তাঁর ইজ্জত ও বুজুর্গির আঁচল স্পর্শ করতে পারেনি। যেমন কবি বলেছেন তা'লিম ও আদব গ্রহণ করারতো তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি সক্রিয়ভাবে আদবশীল হয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

আয়াতে মুবহাম ও মুতাশাবিহাত

পবিত্র কোরাআন মজীদে কতগুলো আয়াতে কারিমা রয়েছে মুবহাম ও মুতাশাবিহাত। এসকল আয়াতের জাহিরী অর্থ অস্পষ্ট এবং এর প্রকৃত. মর্মার্থ আল্লাহপাক ও তাঁর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জ্ঞাত। একশ্রেণীর আলেম সমাজ ঐ সকল আয়াতে কারীমার জাহিরী অর্থের দ্বারা নিষ্পাপ নবীগণের এমনকি আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোষক্রটি গোনাহ সাব্যস্ত করতে অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকে।

এ প্রসঙ্গে আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) তদীয় মাদারিজুন নবুয়ত নামক কিতাবের ১ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় বলেন–

وصل درازاله شبهات ازبعضی آیات مبهمات وموهمات قرانی که دربادی النظر زیغ ونادانی مشعر بنقص والخطاء درجه آں حبیب ربانی اند صلی الله علیه واله وسلم ودرحقیقت ازقبیل متشابهات اند وعلماء آنرا معانی لائقه وتاویلات رائقه کرده راجع وایل بحق ساخته است

অর্থাৎ এখন ঐসব সন্দেহ নিরসন করা হচ্ছে যা পবিত্র কোরআন মাজীদের কোন কোন মুবহাম আয়াতের (যে আয়াতের জাহিরী অর্থ অস্পষ্ট) দ্বারা কতিপয় অজ্ঞ, মূর্খ, বক্রতা ও কুটিলতাপূর্ণ অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিগণ, আল্লাহর হাবিব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা করে থাকে। মূলত এ সব আয়াতে কারীমা মুতাশাবিহাত আয়াতের পর্যায়ভুক্ত। হক্কানী উলামায়ে কেরাম ঐ সব মুবহাম আয়াতের যথাযথ তা'বিল ও উপযুক্ত অর্থ করে গিয়েছেন। এবং উহার প্রকৃত মর্মার্থ আল্লাহপাকের দিকে ছেড়ে দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি ১০৭ পৃষ্ঠায় বলেন–

بدانکه ایجادبی وقاعده است که بعضی از اصفیاو ازاهل تحقیق ذکر کرده اند وشناخت آں ورعایت آں موجب حل اشکال وسبب سلامت حال است وآں اینست که اگر ازجناب ربوبیت جل وتعالی خطابی وعتابی وسطوتی وسلطنتی واستغنای واستعلای واقع شودمثل إِنَّكَ لَاتَهْدِیْ وَلَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَیْءٌ وَتُرِيْدُ زِيْنَتَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وامثال آن یاازجانب نبوت عبودیتی وانکساری افتقاری وعجزی ومسکنتی بوجود آید مثل إِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَاَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْعَبْدُ وَلَااَعْلَمُ مَاوَرَاءَ هٰذَا الْجِدَارِ وَمَااَدْرِیْ مَايُفْعَلُ بِیْ وَلَابِكُمْ ومانند آں بوجود آید مارہ نباید کہ دران دخل کنیم واشتراك جوئیم وابنساط نمائیم بلکه هرحدادب وسکوت وتحاشی توقف نمائیم خواجه رامیرسد که بابنده خود هرچه خواهد بگوید وبکند واستعلا واستیلا نماید وبنده نیز باخواجه بندگی وفروتنی کند دیگر یراچه

pdf By Syed Mostafa Sakib

مجال ویارای انکه درنیمقام در اید ودخل کند
وازحدادب بیرون ردد وانیمقام پای نغز بسیاری
ازضعفا وجهلاء وتضر رایشان ست ومن الله
العصمة والعون.

অর্থাৎ জেনে নেওয়া আবশ্যক যে, সমস্ত আয়াতের জাহিরী বা বাহ্যিক অর্থের দ্বারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানের খেলাফ কোন ধারণা আসে সে সব আয়াতের মর্মার্থ উদঘাটনের জন্য কোন কোন সুফিগণ ও মুহাক্কিক ওলামাগণ যে আদব ও মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন সেগুলোকে স্মরণ রাখতে হবে এবং এর প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে জটিলতার নিরসন হবে এবং ক্ষতি থেকেও নিরাপত্তা লাভ হবে।

সে আদব ও মূলনীতিমূলক ব্যাখ্যা হল এই যে, যদি মহান আল্লাহ জাল্লা শানুহুর পক্ষথেকে এ ধরণের কোন সম্বোধন কোন ইতাব বা কোন অসন্তুষ এবং কোন ঐশ্বর্য, কোন প্রাবল্য, কোন ইস্তেগনা বা অমুখাপেক্ষিতা এবং কোন বড়ত্ব প্রকাশকারী শব্দ রাসূলেপাকের শানে পাওয়া যায় যেমন আয়াতে কারীমা- اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ নিশ্চয়ই আপনি পথপ্রদর্শন করতে পারবেন না। وَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ (অবশ্যই আপনার আমল ধ্বংস হয়ে যাবে) وَلَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَىْءٌ (কারো ব্যাপারে আপনার উপর কোন জিম্মাদারী নেই)। وَتُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (আপনি দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য কামনা করেন) এ জাতীয় আয়াতসমূহ।

অথবা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পক্ষ থেকে বন্দেগী, আজিজী বা নম্রতা, ইনকেসারী বা বিনয়, মুখাপেক্ষিতা, নিঃস্বতা প্রকাশকারী কোন শব্দ বা বাক্য পাওয়া যায় যেমন- اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (আমি তোমাদের মতো মানুষ)- وَاَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْعَبْدُ (অন্যান্য বান্দাগণ যেমন রাগ করে আমিও সেরকম রাগান্বিত হই) আল হাদিস। وَمَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَابِكُمْ (আমি জানি না আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে কিরকম আচরণ করা হবে) وَلَا اَعْلَمُ مَا وَرَاءَ هٰذَا الْجِدَارِ (আমি জানি না এই দেওয়ালের পেছনে কী আছে)-

আল হাদিস। এ জাতীয় আরও বিভিন্ন কথা যা বাস্তবে এসেছে, সে সবের তাৎপর্য উদঘাটন করা আমাদের উপর অপরিহার্য নয় এবং আমাদের সেই মাকামও নেই যে, আমরা এতে অংশ নেব, অংশিদারত্ব তালাশ করবো এবং উল্লাস প্রকাশ করবো। বরং আমাদের জন্য উচিত হল আদব, শালীনতা ও নীরবতার সীমায় অবস্থান করা। মা'বুদের সম্পূর্ণ হক্ব বা অধিকার রয়েছে তার বান্দার ব্যাপারে তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রধান্য প্রকাশ করার সম্পূর্ণ অধিকার তার রয়েছে। অপরদিকে বান্দাও মহান মা'বুদের দরবারে নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করে থাকে। অন্যের কী অধিকার আছে দু'জনের মধ্যে প্রবেশ করার এবং এ ধরনের অনধিকার চর্চা করার? আদবের পরিসীমা লঙ্ঘন করার? তা ঐ মাকাম যেখানে অনেক দুর্বল ঈমানের অধিকারী ও জাহেলের পদস্খলন হয়েছে এবং নিজেরই ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকেই হেফাজত ও সাহায্য।

অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত আয়াতখানাকে আয়াতে মুবহাম ও মুতাশাবিহাত আয়াত হিসেবে উল্লেখ করেন এবং এর বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। আয়াতখানা এই-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ (سورة فتح)

উক্ত আয়াতে কারীমার শাব্দিক বা জাহিরী অর্থ হল এই, যাতে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ ক্ষমা করে দেন। এই শাব্দিক অর্থের উপর ভিত্তি করেই অনেকে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোনাহগার সাব্যস্ত করার অপচেষ্টা করে থাকেন। অথচ এই আয়াতখানা আয়াতে মুবহাম ও মুতাশাবিহাতের পর্যায়ভুক্ত। এই আয়াতের প্রকৃত মর্মার্থ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেহই জানে না। সুতরাং এই আয়াতে কারীমার শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। বরং শাব্দিক অর্থ পরিবর্তন করে তা'বিলী অর্থ গ্রহণ করতে হবে। হক্বানী ওলামায়ে কেরামগণ উক্ত আয়াতের কারীমার কয়েকটি ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) মাদারিজুন নবুয়ত নামক কিতাবের উক্ত আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় বলেন–

لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَـــاَخَّرَ اَىْ لِيَعْصِمَــكَ اللهُ فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنْ عُمْرِكَ وَفِيْمَا تَاَخَّرَ مِنْهُ

অর্থাৎ যাতে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ ক্ষমা করে দেন। এর অর্থ হচ্ছে যাতে আল্লাহ তা'য়ালা আপনার পূর্ববর্তী জীবন ও পরবর্তী জীবনের গোনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। এখানে মাগফিরাত শব্দের মুরাদ নেওয়া হচ্ছে ইসমত।

(২) আল্লামা কাজী আয়ায (রা.) তদীয় শিফা শরীফের ২য় জিলদের ১৫৭ পৃষ্ঠায় ذَنْبُكَ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন اَلْمُرَادُ بِذَالِكَ اُمَّتُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ অর্থাৎ আপনার গোনাহ বলতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতের গোনাহ বুঝানো হয়েছে।

(৩) আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রা.) তদীয় শরহে শিফা শরীফের ৪র্থ জিলদের ১৭৫ পৃষ্ঠায় অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

اَىْ بِخِطَابِهٖ لَكَ وَمِنْ ذَنْبِكِ (اُمَّتُهٗ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَلٰـــى حَذْفِ مُضَافٍ ۔

অর্থাৎ لَــكَ ও ذَنْبُــكَ শব্দদ্বয়ের দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে কেননা এখানে মুজাফকে বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ মূলে ছিল مِنْ ذَنْبِ اُمَّتِــكَ আপনার উম্মতের গোনাহ।

(৪) আল্লামা ইসমাইল হাক্বী (রা.) তদীয় তাফসিরে রুহুল বয়ান নামক কিতাবে উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–

اِنَّ الْمُرَادَ بِالْمَغْفِرَةِ اَلْحِفْظُ وَالْعِصْمَةُ اَزَلاً وَاَبَدًا فَيَكُوْنُ الْمَعْنٰــى لِيَحْفِظَكَ اللهُ وَيَعْصِمَكَ مِنَ الْمُذْنِبِ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَاَخِّرِ ۔

অর্থাৎ এখানে মাগফিরাত দ্বারা মুরাদ নেওয়া হয়েছে সদা সর্বদায় হেফাজত ও ইসমত। অতএব অর্থ হবে যাতে আপনাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গোনাহ থেকে আল্লাহপাক সর্বক্ষণ হেফাজত ও বাঁচিয়ে রাখেন।

(৫) ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোজাদ্দেদ আলা হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেযা খাঁন বেরলভী (রা.) দীয় কানযুল ঈমান ফি তারজমাতিল কোরআন এর মধ্যে উপরিলিখিত মুফাসসিরানে কেরাম ও তাফসির গ্রন্থসমূহের আলোকে এই আয়াতে কারীমার চমৎকার তরজমা করেছেন।

تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے
اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے

অনুবাদ : যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পুর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের।

আল্লাহর কালাম لِيغفرلك الله ما تقدم من ذنبــــك এ আয়াতে কারীমার তাফসিরে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রা.) তদীয় 'তাফসিরে কবীর' নামক কিতাবের ১৩ম খণ্ড ২৬ পারা ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

اِنَّا مَعْنَاهُ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَغْفِرُلَكَ وَلِاَجْلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِـــنْ ذَنْـــبِ اُمَّتِكَ

'উক্ত আয়াতে কারীমার ভাবার্থ হল, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আপনার কারণে আপনার পূর্ববর্তী উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছে।'

উক্ত আলোচনার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা মতে নবীগণ নিষ্পাপ এবং দাউদ আলাইহিস সালাম ও আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশুরার দিনে ক্ষমা করা হয়েছে এ বক্তব্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদার পরিপন্থি বাতিল আক্বিদা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন : পরওয়ানা পাবলিকেশন্স কর্তৃক পরিবেশিত মাওঃ মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত 'শাজারায়ে তায়্যিবাহ' হযরত ফুলতলী সাহেব কিবলার সিলসিলা পরিচিতি নামক পুস্তকের ৩য় ও ৪র্থ পৃষ্ঠায় লিখা রয়েছে 'সৈয়দ আহমদ বেরলভী কোন মাধ্যম ব্যতীতই তরীকায়ে মুজাদ্দিদীয়া ও মুহাম্মদীয়ার সরাসরি ফয়েজ ও বরকত লাভ করেছেন মহান আল্লাহ জাল্লাশানুহু থেকে।'

অথচ আমরা জানি, আল্লাহর হাবিব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যম ব্যতীত কোন ব্যক্তিই সরাসরি আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে কোন ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে পারে না। সৈয়দ আহমদ বেরলভী কীভাবে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষথেকে ফয়েজ লাভ করলেন, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।

অতএব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের উলামায়েকেরামের খেদমতে আমার বিনীত আরজ এই যে, কোন ব্যক্তি কি রাসুলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে কোন ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে পারে?

উত্তর : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের তথা ইসলামের সঠিক আক্বিদা হল, কোন ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওছাতত বা মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহ জাল্লা শানুহু থেকে ফয়েজ ও বরকত হাসিল করেতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি এরূপ কোন দাবি করে, তবে তার এ দাবি অমূলক, অবান্তর, অবাস্তব ও বিভ্রান্তিপূর্ণ।

নিম্নে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক দলিলসমূহ পেশ করা হল :

দলিল–১ মুফতিয়ে বাগদাদ আবুল ফজল শিহাব উদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুছী বাগদাদী (রা.) ওফাত ১২৭০ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল মা'য়ানী' নামক কিতাবে ১৭ পারা ১০৫ পৃষ্ঠায় আল্লাহর কালাম – وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ (ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল্লিল আলামীন) 'আমি আপনাকে সমস্ত জগতের রহমত করে প্রেরণ করেছি' আয়াতে কারীমার তাফসিরে উল্লেখ করেন–

وَكَوْنُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةً لِّلْجَمِيْعِ بِاعْتِبَارِ اَنَّهٗ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ وَاسِطَةُ الْفَيْضِ الْاِلٰهِى عَلَى الْمُمْكِنَاتِ عَلٰى حَسَبِ الْقَوَابِلِ وَلِذَا كَانَ نُوْرُهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَ الْمَخْلُوْقَاتِ فَفِى الْخَبَرِ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى نُوْرَ نَبِيِّكَ يَا جَابِرُ وَجَاءَ ,اَللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُعْطِىْ وَاَنَا الْقَاسِمُ،

অর্থাৎ 'নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত জগতের জন্য রহমত, এই দৃষ্টিকোণ থেকে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত মমকিনাত তথাঃ সকল সৃষ্টির জন্য তাদের যোগ্য অনুযায়ী আল্লাহ তা'য়ালার 'ফয়েজ' লাভের মাধ্যম। এজন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারকই সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম। যেহেতু হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে 'হে জাবির! আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন। অপর হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে 'আল্লাহর হাবিব নিজেই ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ দিচ্ছেন এবং দিতে থাকবেন এবং আমি বন্টনকারী।'

উপরোক্ত তাফসিরে কোরআনের আলোকে দ্বিবালোকের মত প্রমাণিত হল– আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ফয়েজ ও বরকত লাভ করার মাধ্যম হচ্ছেন ছরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর মাধ্যম ছাড়া কেহ কোন প্রকার ফয়েজ ও বরকত লাভ করতে পারবে না।

আল্লাহ তা'য়ালা যা অতীতে দিয়েছেন এবং বর্তমানে দিচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে দিতে থাকবেন, সবকিছুরই বণ্টনকারী হচ্ছেন দু'জাহানের নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর হাবিবের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে কেউ কিছু পেতে পারে না।

দলিল–২ প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ হযরত আল্লামা মুল্লা আলী কারী মক্কী (রা.) ওফাত ১০১৪ হিজরি) তদীয় 'মিরকাত শরহে মিশকত' নামক গ্রন্থর ১ম খণ্ডে ৫৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

وَقَالَ الْقُرْطُبِىُّ مَنْ اَدَّعٰى عِلْمَ شَىْءٍ مِّنْهَا غَيْرَ مُسْنَدٍ اِلَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَانَ كَاذِبًا فِى دَعْوَاهُ،

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ 'আল্লামা কুরতুবী (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের মাধ্যম বিহীন কোন প্রকারের ইলিম (ইলমে শরিয়ত, ইলমে মা'রিফত, ইলমে লাদুনী) লাভ করার দাবি করে, তবে সে তার দাবিতে মিথ্যাবাদী।'

দলিল-৩ ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল বাকী যুরকানী মালেকী (রা.) তদীয় 'যারকানী আলাল মাওয়াহেবে লাদুনীয়' নামক কিতাবের ৭ম খণ্ড ১৯৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন-

وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْاَخْبَارُ وَاتَّفَقَتْ مَعَانِيْهَا عَلٰى اِطِّلَاعِهٖ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْغَيْبِ كَمَا قَالَ عِيَاضٌ وَلَا يُنَافِى الْاٰيَاتِ الدَّالَّةَ عَلٰى اَنَّهٗ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ وَقَوْلَهٗ وَلَوْكُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ لِاَنَّ الْمُنْفِىَ عِلْمُهٗ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ كَمَا اَفَادَهُ الْمَتْنُ اِمَّا اِطِّلَاعُهٗ عَلَيْهِ بِاَعْلَامِ اللهِ فَمُحَقَّقٌ لِقَوْلِهٖ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ قَالَ فِى لَطَائِفِ الْمَنَنِ اِطِّلَاعُ الْعَبْدِ عَلٰى غَيْبٍ مِنْ غُيُوْبِ اللهِ بِنُوْرٍ مِّنْهُ بِدَلِيْلِ خَبَرِ اتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ لَايَسْتَغْرِبُ وَهُوَ مَعْنٰى كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ فَمَنْ كَانَ الْحَقُّ بَصَرَهُ اَطْلَعَهُ عَلٰى غَيْبِهٖ فَلَايَسْتَغْرِبُ وَقَالَ بَعْضُ الْعَارِفِيْنَ قَوْلُهٗ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ لَا يُنَافِى فِى قَوْلِ الْعَارِفِ الْمُرْسِىِّ فِى تَفْسِيْرِهَا اَوْصَدِيْقٍ اَوْوَلِىٍّ وَلَازِيَادَةَ فِيْهِ عَلَى النَّصِّ فَاِنَّ السُّلْطَانَ اِذَا قَالَ لَايَدْخُلُ عَلَى الْيَوْمَ اِلَّا الْوَزِيْرُ لَايُنَافِى دُخُوْلَ اَتْبَاعِ الْوَزِيْرِ مَعَهٗ فَكَذَالِكَ الْوَلِىُّ اِذَا اَطْلَعَهُ اللهُ عَلٰى غَيْبِهٖ لَمْ يَرَهُ بِنُوْرِ نَفْسِهٖ وَاِنَّمَا رَاٰهُ بِنُوْرِ مَتْبُوْعِهٖ،

ভাবার্থ : 'আল্লাহর হাবিব আল্লাহ প্রদত্ত গায়েব জানেন এ ব্যাপারে অধিক সংখ্যাক বা মুতাওয়াতির পর্যায়ে গণ্য হাদিসসমূহ রয়েছে এবং

সকল মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ হাদিসসমূহের ভাবার্থ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিবকে গায়েবের ইলিম দান করেছেন, এর উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন যেমন আল্লামা আয়াজ (রা.) উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার কালাম কোরআন মজীদে একখানা আয়াতে কারিমা রয়েছে- لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللهُ (আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না) অন্য আয়াতে কারীমায় রয়েছে- لَوْ كُنْتُ اَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ (যদি আমি গায়েব জানতাম তবে অনেক কল্যাণ অর্জন করতে পারতাম) এই উভয় আয়াতে কারীমা, আল্লাহর হাবিবের ইলমে গায়েবকে নিষেধ করে না, কারণ এ উভয় আয়াতের মধ্যে প্রথম আয়াতের অর্থ হল 'আল্লাহ জানিয়ে না দিলে আমি নিজে নিজে গায়েব জানি না।' দ্বিতীয় আয়াতের অর্থ হল- যদি আমি নিজে নিজে গায়েব জানতাম, তবে নিজে নিজে অনেক কল্যাণ অর্জন করতে পারতাম। অর্থাৎ আমি আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে গায়েব জানি এবং আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্যে অনেক ভালই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি।

আল্লাহ তা'য়ালা যে তাঁর হাবিবেকে গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন, তার দলিল হচ্ছে, আল্লাহর কালাম- اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ আল্লাহ তা'য়ালা যাঁদেরকে নবুয়ত ও রেসালত দ্বারা সম্মান দান করেছেন, তাঁদেরকে কতেক গায়েবের ইলিম দান করেছেন।

'লাতাইফুল মেনান' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহর কোন কামিল বান্দা, আল্লাহ তা'য়ালার গায়েব সংক্রান্ত বিষয়সমূহ থেকে কতেক গায়েব লাভ করা আশ্চর্যের বিষয় নয়, এই দলিলের মাধ্যমে-

اِتَّقُوْا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَاِنَّهٗ يَنْظُرُ بِنُوْرِ اللهِ لَا يَسْتَغْرِبُ

মু'মিনের ফেরাসাত বা দূরদর্শিতাসূচক জ্ঞানকে ভয় কর কেননা তিনি আল্লাহর নূরের সাহয্যে দেখেন, এটাই অপর হাদিসে কুদসীর অর্থ জ্ঞাপন করে, আল্লাহ তা'য়ালা বলেন- كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দ্বারা সে দেখে, সুতরাং তার দেখা আল্লাহর পক্ষথেকে প্রাপ্ত অসাধারণ শক্তির বলেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, তাই তাঁর গায়েব সম্পর্কে অবগত হওয়াটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কামেল বান্দা বা আল্লাহর ওলী গায়েব সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বহু দূর-দূরান্তে দেখতে পারেন বরং ইহা উপরে উল্লেখিত আয়াতে কারীমা বা অকাট্য দলিলের বিরোধী নয়। আয়াতে কারীমা হচ্ছে– اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা যাকে নবুয়ত ও রেসালত দ্বারা সম্মানিত করেছেন তাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নিজস্ব গায়েব জানিয়ে দিয়েছেন।

একদল আরেফীন এ আয়াতে কারীমা ও হাদিস শরীফের মর্মার্থের পারস্পারিক দ্বন্ধ নিরসনের ব্যাপারে একটি উদাহরণের মাধ্যমে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা উসূলে ফেক্বাহ বা ফেক্বাহর মূলনীতির অনুকূলে। কারণ আক্বিদার ব্যাপারে খবরে ওয়াহিদ কোরআনের মোকাবিলায় অগ্রহণযোগ্য যদি তাতবীক বা সামঞ্জস্য দেওয়া সম্ভব না হয়।

আয়াতেকারীমা ও হাদিসশরীফের মধ্যে যে পারস্পারিক কোন বিরোধ নেই তা নিম্নের উদাহরণ দ্বারা নিরসন হয়ে যাবে। উদাহরণ নিম্নরূপ:

কোন বাদশাহ যদি এ নির্দেশ জারি করে যে, আজকের দিনে উজির ছাড়া অন্য কেহ প্রবশে করতে পারবে না। এ নির্দেশ দ্বারা উজিরের আপন লোক তার সাথে প্রবেশ করতে পারবে না এ কথা বুঝায় না। এভাবে আল্লাহর ওলীগণকে যখন আল্লাহ তা'য়ালা গায়েব সম্পর্কে অবহিত করেন তখন ওলীগণ– لَمْ يَرَهُ بِنُوْرِ نَفْسِهٖ وَاِنَّمَا رَاٰهُ بِنُوْرِ مَتْبُوْعِهٖ নিজের নূর দ্বারা দেখেন না বা গায়েব জানেন না। বরং তাঁরা নিশ্চয়ই তার মাতবুর (আল্লাহর নবীর) নূর দ্বারা দেখেন বা জ্ঞান লাভ করে থাকেন'

উপরে দলিলভিত্তিক আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল ওলীগণ আল্লাহর হাবিবের মাধ্যম ছাড়া কোন কিছুই লাভ করতে সক্ষম নন।

দলিল–৪ প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রা.) ওফাত ১১৩৭ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ২৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

وَمَعْنٰى شَهَادَةِ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِمْ اِطِّلَاعُهٗ عَلٰى رُتْبَةِ كُلِّ مُتَدَيِّنٍ بِدِيْنِهٖ وَحَقِيْقَتِهِ الَّتِىْ هُوَ عَلَيْهَا مِنْ دِيْنِهٖ وَحِجَابِهِ الَّذِىْ هُوَ

مَحْجُوْبٌ عَنْ كَمَالِ دِيْنِهٖ فَهُوَ يَعْرِفُ ذُنُوْبَهُمْ وَحَقِيْقَةَ اِيْمَانِهِمْ وَاَعْمَالَهُمْ وَحَسَنَاتِهِمْ وَسَيِّاٰتِهِمْ وَاِخْلَاصَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ وَغَيْرَ ذٰلِكَ بِنُوْرِ الْحَقِّ وَاُمَّتُهٗ يَعْرِفُوْنَ ذٰلِكَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ بِنُوْرِهٖ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ.

অর্থাৎ 'হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (কিয়ামতের দিন) সাক্ষী দেওয়া অর্থ এইযে, তিনি (আল্লাহর হাবিব) প্রত্যেক ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তার ঈমানের হাকিকত কী এবং তাঁর দ্বীনের উন্নতির পথে অন্তরায় কী, সবকিছুই তিনি জানেন।

সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের (উম্মতের) পাপরাশি ও ঈমানের স্তরসমূহ ভাল মন্দ আমল বা কার্যাবলী এবং কার নিয়ত শুদ্ধ, কে মুনাফিক খোদা প্রদত্ত নূরের সাহায্যে অবগত আছেন এবং আল্লাহর হাবিবের উম্মতগণ ও তার (নবীর) নূরের সাহায্যে ঐ সমস্ত বিষয়াদি সম্মন্ধে অবগত হতে পারেন।'

উপরোক্ত তাফসিরে কোরআনের আলোকে এ কথাও স্পষ্টভাবে প্রমানিত হল, আল্লাহর হাবিবের উম্মতগণ নবীর নূরের সাহায্যে এসব বিষয়াদি অবগত হতে পারেন। সরাসরি আল্লাহর নূর দ্বারা। অর্থাৎ নবী জানেন আল্লাহর নূরের সাহায্যে এবং কামেল উম্মত জানেন নবীর নূরের সাহায্যে।

উপরোক্ত দলিল আদিল্লাহর দ্বারা স্পষ্টভাবে এ কথা প্রমাণিত হল যে, রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির উসিলা। তাঁর মাধ্যম ছাড়া কোন সৃষ্টিই কোন কিছু হাসিল করতে পারে না। এজন্য হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) তদীয়–قَصِيْدَهٗ اَطْيَبُ النَّغَمِ (ক্বাসিদায়ে আতইয়াবুন নগম) নামক কিতাবের اِبْتَدَائِيَهْ (ইবতেদায়ীয়া) এর মধ্যে লিখেছেন– مُحَمَّدٌ شَفِيْعُ الْمُذْنِبِيْنَ وَوَسِيْلَةُ الْمُقَرَّبِيْنَ অর্থাৎ 'রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন গোনাহগার উম্মতের জন্য শাফায়াতকারী এবং মুকাররাবীন তথা আল্লাহর অধিক নৈকট্যপ্রাপ্তগণের ওসিলা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোটকথা হল, ছরকারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিলা বা মাধ্যম ব্যতীত আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ইলিম তা ইলমে জাহিরী হোক বা ইলমে বাতিনী হোক কেহ লাভ করতে পারে না। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা ।

সুতরাং তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়ার প্রবর্তক সৈয়দ আহমদ বেরলভী কোন মাধ্যম ছাড়া তরিকার ফয়েজ ও বরকত আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি লাভ করেছেন, এ দাবি মিথ্যা, অবান্তর প্রমাণিত হল। আল্লাহ হেদায়েতের মালিক।

আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া প্রথম সংস্করণ

ফুলতলী সাহেবের লিখিত 'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' কিতাব ১৯৯৮ইং ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। (প্রকাশক মোহাম্মদ হুছামুদ্দিন চৌধুরী, পরওয়ানা পাবলিকেন্স, ১৭৩ ফকিরাপুল (চতুর্থ তলা) ঢাকা- ১০০০) উক্ত খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া ১৭ পৃষ্ঠা মহররমের ২য় খুৎবায় আশুরার ফজিলত বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা রয়েছে- وَفِيْهِ غَفَرَ لِدَاوُدَ এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন।

وَفِيْهِ غَفَرَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ এইদিনে আমাদের শিরতাজ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকলকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন।

وَفِيْهِ قُتِلَ سِبْطُ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَلْحَسَنِ وَفِيْهِ قُتِلَ اَلْحُسَيْنِ اِبْتِلَاءٌ عَظِيْمٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ.

এবং এইদিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিহত করা হয়েছে এবং ইমাম হোসাইন (রা.) এর নিহত হওয়ার মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে।

'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' ১ম সংস্করণের ফটোকপি প্রদত্ত হল–

وَمَنْ مَّعَهُ ○ وَفِيْهِ اَطْفَأَ اللّٰهُ نَارَ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ ○ وَفِيْهِ كَلَّمَ اللّٰهُ

তাঁর সাথীদেরকে নাজাত দান করেছেন এই দিনে হযরত ইবরাহীম খলীলকে আগুন থেকে মুক্তি দান করেছেন, এই দিনে মূসা (আ.)-এর সাথে কথা বলেছেন,

مُوْسٰى ○ وَاَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرٰةَ ○ وَفِيْهِ شَفٰى اَيُّوْبَ ○ وَفِيْهِ رَدَّ يُوْسُفَ عَلٰى

তাঁর উপর তৌরাত কিতাব নাযিল করেছেন, এই দিনে হযরত আইয়ূব (আ.)-কে রোগমুক্ত করেছেন। এই দিনে হযরত ইউনুস (আ.)-কে ফিরিয়ে এনেছেন

يَعْقُوْبَ ○ وَفِيْهِ اَخْرَجَ يُوْنُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ ○ وَفِيْهِ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِيْ

হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর কাছে। এই দিনে হযরত ইউনুস (আ.)-কে মাছের পেট হতে উদ্ধার করেছেন। এই দিনে বনী ইসরাঈলের জন্য সমুদ্রকে দু'ভাগ করে দিয়েছেন

اِسْرَائِيْلَ ○ وَفِيْهِ غَفَرَ لِدَاوُدَ ○ وَفِيْهِ رَدَّ لِسُلَيْمَانَ مُلْكَهُ وَفِيْهِ رَفَعَ عِيْسٰى

এই দিনে হযরত দাউদ (আ.)-কে ক্ষমা করেছেন। এই দিনে হযরত সুলাইমান (আ.)-কে সাম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই দিনে হযরত ঈসা (আ.)-কে আকাশে উত্থিত করেছেন

وَفِيْهِ نَزَلَ بِالرَّحْمَةِ جِبْرَائِيْلُ ○ وَفِيْهِ قُتِلَ سِبْطُ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْحُسَيْنُ ○

এই দিনে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে রহমতসহ অবতীর্ণ করেছেন। এবং এই দিনে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে

وَبِهٖ نَالَ دَرَجَةَ الشَّهَادَةِ ○ وَفِيْ شَهَادَةِ الْحُسَيْنِ اِبْتِلَاءٌ عَظِيْمٌ

এরই মাধ্যমে তিনি শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন। ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শহীদ হওয়ার মাঝে

لِلْمُسْلِمِيْنَ ○ فَاِنَّ حُبَّ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনদেরকে

عَلَامَةُ الْاِيْمَانِ فَاِنَّ الْمُنَافِقَ يَفْرَحُ وَالْمُؤْمِنَ يَحْزَنُ بِهٖ ○ اِنَّعَلَامَةَ

ভালবাসা ও মুহব্বত করা ঈমানের আলামত। তাই এই দিনে মুনাফিকরা আনন্দিত হয় এবং মুমিনগণ হন বিষাদিত। ঈমানের আলামত

الْاِيْمَانِ حُبُّ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ وَهُوَ اَوَّلُ

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি মুহব্বত প্রকাশের মাঝে নিহিত আছে। এই দিনেই সর্বপ্রথম

pdf By Syed Mostafa Sakib

খুৎবায় উল্লেখিত বক্তব্যে সুন্নি আক্বিদা বিরোধী তিনটি আপত্তিকর উক্তি রয়েছে, যা সাধারণ মুসল্লিয়ানদের ঈমান আক্বিদা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

১. এতে বলা হয়েছে, 'এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন'।

প্রশ্ন জাগে কী ক্ষমা করেছেন। গোনাহে কবিরা ক্ষমা করেছেন, না গোনাহে সগিরা ক্ষমা করেছেন। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম কি সত্যিকার কোন গোনাহ করেছিলেন? এ ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কী অভিমত?

১. খুৎবায় তাও উল্লেখ রয়েছে 'এইদিনে (আশুরার দিনে) আমাদের শিরতাজ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সকলকে পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন'

এতে প্রশ্ন জাগে আমরাতো গোনাহগার, আমাদের গোনাহ মাফ করানোর জন্য আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফায়াতের প্রয়োজন রয়েছে, যেহেতু তিনি শাফিউল মুজনিবীন।

উপরোক্ত বক্তব্যে প্রমাণিত হচ্ছে, আমাদেরকে যেমনি মাফ করা হয়েছে, তেমনি আল্লাহর হাবিবকেও মাফ করা হয়েছে। ক্ষমার দিক দিয়ে নবী ও উম্মতের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা আমাদের নবী মা'সুম বা নিষ্পাপ, অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিবকে গোনাহ সংঘটিত হওয়া থেকে পূর্ণ হেফাজতে রেখেছেন। ফলে আল্লাহর হাবিবের কোন গোনাহ সংঘটিত হয় নাই।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা কোরআনে পাকে নিজেই এরশাদ করেছেন– لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ এ আয়াতে কারীমার তাফসিরে আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রা.) তদীয় 'তাফসিরে কবীর' নামক কিতাবের ১৩ম খণ্ড ২৬ পারা ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

إِنَّا مَعْنَاهُ أَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغْفِرُ لَكَ وَلِأَجْلِكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِ أُمَّتِكَ

'উপরোক্ত আয়াতে কারীমার ভাবার্থ হল, নিশ্চয় আল্লাহ তা'য়ালা আপনার কারণে আপনার পূর্ববর্তী উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছে।'

এতে স্পষ্ঠভাবে প্রমাণিত হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন গোনাহ নেই বরং আল্লাহর হাবিবের উসিলায় আল্লাহপাক তাঁর উম্মতের গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু খুৎবার ভাষ্যে প্রতীয়মান হয়, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করা হয়েছে এবং উম্মতগণকে ও মাফ করা হয়েছে।

এখানে নবী ও তাঁর উম্মতগণ সকলকে একাকার করে ব্যক্ত করা হয়েছে। এতে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

২. এ খুৎবায় আরো লিখা রয়েছে 'এইদিনে (আশুরার দিনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)কে নিহত করা হয়েছে এবং ইমাম হোসাইন (রা.) এর নিহত হওয়ার মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে।'

হযরত হোসাইন (রা.) হলেন 'সায়্যিদুশ শুহাদা' পরবর্তীকালে সমস্ত শহীদগণের সর্দার। তিনি ইসলামের সঠিক রূপরেখা এ জগতে অক্ষুণ্ন রাখার জন্য দুষ্ট এজিদী বাহিনীর হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। তাঁর শাহাদত বরণকে 'নিহত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা, ইমাম হোসাইন (রা.) এর মর্যাদাকে খাটো করে দেখানো হয়েছে। যা নবী প্রেমিক সুন্নি মুসলমানদের অন্তরে আঘাত আনে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে 'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৯৮ইং ফেব্রুয়ারি মাসে। সুতরাং প্রকাশিত হওয়ার পর আমাদের নিকট বিভিন্ন মহল থেকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন আসতে থাকে।

১৯৯৯ইং ১৫ নভেম্বর লিখিতভাবে আমার নিকট যে প্রশ্ন এসেছিল, সে প্রশ্নের দলিলভিত্তিক জবাব আমার লিখিত 'মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা' নামক এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করে প্রকাশ করা হয়েছে ২০০০ইং সনের জুন মাসে।

খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়ার ১ম সংস্করণের মহররমের ২য় খুৎবার আপত্তিকর বক্তব্যের কিছুটা বিয়োজন-সংযোজন ও পরিবর্তন করে দ্বিতীয়

pdf By Syed Mostafa Sakib

সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে আমরা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে লাখো শোকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, আমাদের যে আপত্তি ছিল তা সঠিক। আমরা আরো খুশি হতাম, কী কারণে বিয়োজন, সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়েছে, তা যদি উল্লেখ করে দিতেন।

'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' ১ম সংস্করণ ৫৭ পৃষ্ঠায় রবিউল আউয়াল মাসের চতুর্থ খুৎবায় সূরা নজমের ৫নং আয়াতে কারীমা عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى (আল্লামাহু শাদিদুল কুয়া) এর বাংলা যে অর্থ করেছেন তা নিম্নরূপ:

'তাঁকে (নবীকে) সুঠামদেহী শক্তিশালী (জিব্রাইল) তা (কোরআন) শিক্ষা দিয়েছেন।'

এ আয়াতে কারীমার এরূপ অনুবাদে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুমহান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। কেননা উপরোক্ত অর্থকে সঠিক বলে মেনে নিলে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিব্রাইল আমীনের ছাত্র প্রমাণিত হয়। নাউজুবিল্লাহ। কেননা যিনি শিক্ষা দেন তিনি হন শিক্ষক এবং যিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁকে বলা হয় ছাত্র। এ আক্বিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদার পরিপন্থি।

আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ

ফুলতলী পীর সাহেবের লিখিত 'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ইং মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। এতে মহররমের ২য় খুৎবার আশুরার ফজিলত প্রসঙ্গে ১ম সংস্বকরণের বক্তব্যকে কিছুটা বিয়োজন, সংযোজন ও পরিবর্তন করে প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের বক্তব্য নিম্নরূপ:

'এইদিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন। এইদিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রা.)কে হত্যা করা হয়েছে, এরই মাধ্যমে তিনি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন। ইমাম হোসাইন (রা.) এর শহীদ হওয়ার মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে'।

নিম্নে 'আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' ২য় সংস্করণের ফটোকপি প্রদত্ত হল

وَ مَنْ مَّعَهٗ ○ وَ فِيْهِ اَطْفَى اللّٰهُ نَارَ اِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلِ ○ وَ فِيْهِ كَلَّمَ اللّٰهُ

তাঁর সাথীদেরকে নাজাত দান করেছেন এবং এই দিনে হযরত ইব্রাহীম খলীলকে আগুন থেকে মুক্তি দান করেছেন। এবং এই দিনে মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছেন এবং

مُوْسٰى ○ وَ اَنْزَلَ عَلَيْهِ التَّوْرٰةَ ○ وَ فِيْهِ شَفٰى اَيُّوْبَ وَ فِيْهِ رَدَّ يُوْسُفَ عَلٰى

তাঁর উপর তৌরিত কিতাব নাযিল করেছেন। এবং এই দিনে হযরত আইয়ুব (আঃ)-কে রোগমুক্ত করেছেন এবং এই দিনে হযরত ইউনুফ (আঃ)-কে ফিরিয়ে এনেছেন

يَعْقُوْبَ ○ وَ فِيْهِ اَخْرَجَ يُوْنُسَ مِنْ بَطْنِ الْحُوْتِ ○ وَفِيْهِ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِىْ

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কাছে। এবং এইদিনে হযরত ইউনুস (আঃ)-কে মাছের পেট হতে উদ্ধার করেছেন এবং এই দিনে বনী ইসরাঈলদের জন্য সমুদ্রকে দুভাগ করে দিয়েছেন

اِسْرَائِيْلَ ○ وَفِيْهِ غَفَرَ لِدَاوٗدَ ○ وَفِيْهِ رَدَّ لِسُلَيْمَانَ مُلْكَهٗ وَ فِيْهِ رَفَعَ عِيْسٰى

এবং এই দিনে হযরত দাউদ (আঃ)-কে ক্ষমা করেছেন এবং এই দিনে হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে সম্রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছেন ; এবং এই দিনে হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উত্থিত করেছেন।

وَ فِيْهِ نَزَلَ بِالرَّحْمَةِ جِبْرَائِيْلُ ○ وَ فِيْهِ غَفَرَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ

এবং এই দিনে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে রহমতসহ অবতীর্ণ করেছেন এবং এই দিনে আমাদের শিরতাজ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও সকলকে

عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ ○ وَ فِيْهِ قُتِلَ سِبْطُ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْحُسَيْنُ ○ وَ فِىْ قَتْلِ

পরিপূর্ণরূপে ক্ষমা করেছেন এবং এই দিনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হোসাইন (রাদিঃ)কে নিহত করা হয়েছে

الْحُسَيْنِ ابْتِلَاءٌ عَظِيْمٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ ○ فَاِنَّ حُبَّ اَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى

এবং ইমাম হোসাইন (রাদিঃ)-এর নিহত হওয়ার মাঝে মুসলমানদের জন্য এক বিরাট পরীক্ষা নিহিত আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবার-পরিজনদেরকে

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَةُ الْاِيْمَانِ، فَاِنَّ الْمُنَافِقَ يَفْرَحُ وَ الْمُؤْمِنَ يَحْزَنُ ○ اِنَّ

ভালবাসা ও মহব্বত করা ঈমানের আলামত। তাই এই দিনে মুনাফিকরা আনন্দিত হয় এবং মুমিন-গণ হন বিষাদিত।

عَلَامَةَ الْاِيْمَانِ حُبُّ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ○ وَ هُوَ اَوَّلُ

ঈমানের আলামত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিবার-পরিজনদের প্রতি মহব্বত প্রকাশের মাঝে নিহিত আছে। এই দিনেই সর্বপ্রথম

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ রবিউল আউয়াল মাসের চতুর্থ খুৎবা ৫৭ পৃষ্ঠায় ফুলতলী সাহেব লিখেছেন– علمه شديد القوى তাকে (নবীকে) সুঠামদেহী শক্তিশালী (জিব্রাইল) তা (কোরআন) শিক্ষা দিয়েছেন। নিম্নে ফটোকপি প্রদত্ত হল।

রবীউল আউয়াল মাসের চতুর্থ খুতবা

وَعَلَّمَهُ مَا لَمْ يَعْلَمْهُ اَحَدٌ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَقَالَ: اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ

আর আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে জগতের আর কেউ যা না জানে তা জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন: তারা কি পাখির প্রতি দৃষ্টিপাত করে না

صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ○ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ○ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيْرٌ ○

যা দল বেঁধে তাদের উপর পাখা সঞ্চালন করে উড়ে? শুধু মহান আল্লাহই ওদেরকে (শূন্যে) ধরে রাখেন। তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষকারী।

وَعَلَّمَهُ مَا فَوْقَ السَّمَاءِ وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى ○ وَاَرَاهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ○ وَقَالَ:

তিনি তাঁর নবীকে আসমানের উপরও মৃত্তিকার তলদেশে যা রয়েছে তা জানিয়েছেন। আর তাঁকে মস্তবড় নিদর্শন দেখিয়েছেন। তিনি বলেন:

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ○ ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ○ ثُمَّ دَنٰى

তাঁকে (নবীকে) সুঠামদেহী শক্তিশালী (জিবরাইল) তা (কুরআন) শিক্ষা দিয়েছেন। এমন অবস্থায় যে তখন সে উর্ধ্বগগণ প্রান্তে অবস্থান নিয়েছিল। অতঃপর নিকটে আসে

فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ○ فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى ○

আরও নিকটবর্তী হয়ে যায় ফলে, দু' ধনুক পরিমাণ বা তারও কম দূরত্ব বজায় থাকে। অতঃপর অহী করেন তাঁর বান্দার প্রতি যা তিনি অহী করেছিলেন

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ○ وَلَا يَعْلَمُ اَحَدٌ مِّنَ

আর দৃষ্টিভ্রম ঘটেনি সীমাও লঙ্ঘন করেনি। বস্তুতঃ নবী তার প্রতিপালকের বড় নিদর্শনগুলো দেখেছেন।

الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالْمَلَكِ مَاذَا اَوْحَى اللّٰهُ اِلٰى عَبْدِهٖ ○ بَلْ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ

আর আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দার প্রতি কি অহী করেছেন, তা জিন, ইনসান, ফেরেস্তা, কেউ জানে না। বরং আল্লাহ্র সৃষ্টির

اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ ○ وَلَا يَسْتَوِيْ بِهٖ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِ اللّٰهِ ○ لِاَنَّهٗ حَبِيْبُ اللّٰهِ ○

কেউ তা জানতে পারেনি। আর আল্লাহ্র সৃষ্টির কেউ তাঁর (নবীর) সমকক্ষও নয়। কারণ তিনি হলেন আল্লাহ্র হাবীব।

وَجُعِلَتْ لَهُ الْاَرْضُ مَسَاجِدًا وَّطَهُوْرًا ○ وَاَعْطَاهُ اللّٰهُ الشَّفَاعَةَ وَالرُّكْنَ

তাঁর জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রকারী করে দেয়া হয়েছে। আর আল্লাহ্ তাঁকে শাফাআত করার অধিকার দান করেছেন। তাঁকে রুকনে ইয়ামানী,

জিব্রাইল আলাইহিস সালাম মাহবুবে খোদার শিক্ষক নন

ফুলতলীর পীর সাহেব 'খুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' ২য় সংস্করণ ৫৭ পৃষ্ঠায় রবিউল আউয়াল চাঁদের চতুর্থ খুৎবায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জিযা প্রসঙ্গে عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى (আল্লামাহু শাদিদুল কুয়া) আয়াতে কারীমার সঠিক ভাবার্থকে বিকৃত করে যা লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

'তাঁকে (নবীকে) সুঠামদেহী শক্তিশালী (জিব্রাইল) তা (কোরআন) শিক্ষা দিয়েছেন।'

তার এ বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উস্তাদ বা শিক্ষক এবং আল্লাহর হাবিব হচ্ছেন জিব্রাইল আলাইহিস সালামের ছাত্র। (নাউজুবিল্লাহ) এ আক্বিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি।

এ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মু'তাবর বা নির্ভরযোগ্য আক্বাইদের কিতাব شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ (শরহে আক্বাইদে নাসাফী) নামক কিতাবে মানুষের রাসূল উত্তম না ফেরেশতাদের রাসূল উত্তম শীর্ষক আলোচনায় ইলমে কালাম বা আকাইদ শাস্ত্রের সুমহান পণ্ডিত আল্লামা সায়াদ উদ্দিন মাসউদ বিন উমর তাফতাজানী (রা.) (ওফাত ৭৯১ হিজরি) উল্লেখ করেন–

وَذَهَبَتِ الْمُعْتَزِلَةُ وَالْفَلَاسِفَةُ وَبَعْضُ الْاَشَاعِرَةِ اِلٰى تَفْضِيْلِ الْمَلَائِكَةِ وَتَمَسَّكُوْا بِوُجُوْهٍ ... الثَّانِيْ اَنَّ الْاَنْبِيَاءَ مَعَ كَوْنِهِمْ اَفْضَلَ الْبَشَرِ يَتَعَلَّمُوْنَ وَيَسْتَفِيْدُوْنَ مِنْهُمْ بِدَلِيْلِ قَوْلِهٖ تَعَالٰى عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ... وَلَا شَكَّ اَنَّ الْمُعَلِّمَ اَفْضَلُ مِنَ الْمُتَعَلِّمِ.

اَلْجَوَابُ : اَنَّ التَّعْلِيْمَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْمَلَائِكَةُ اِنَّمَا هِيَ الْمُبَلِّغُوْنَ.

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাবার্থ– বাতিল দলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মু'তাজিলী এবং দার্শনিক ও আশায়েরা নামধারী কোন কোন ব্যক্তি এই অভিমত পোষণ করেন যে, মানুষের চেয়ে ফেরেশতাগণ উত্তম। তারা এ দাবির স্বপক্ষে কয়েকটি দলিলও পেশ করেছেন। এর মধ্যে তাদের দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে, নবীগণ মানুষের মধ্যে আফজল বা উত্তম হওয়া সত্বেও তারা ফেরেশতাদের নিকট হতে শিক্ষালাভ করেন এবং এতে উপকৃতও হয়ে থাকেন। মু'তাজিলী ও দার্শনিক তাদের এ দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে علمه شَدِيْدُ الْقُوٰى (আল্লামাহ্ শাদিদুল কুয়া) এ আয়াতে কারীমার বিকৃত অর্থ করে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উস্তাদ বা শিক্ষক বানাতে চায় এবং তারা যুক্তি পেশ করে বলে لَا شَكَّ اَنَّ الْمُعَلِّمَ اَفْضَلُ مِنَ الْمُتَعَلِّمِ নিঃসন্দেহে শিক্ষক ছাত্র থেকে উত্তম। জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে শিক্ষক ও আল্লাহর হাবিবকে ছাত্র বানানোর পায়তারা করে নবী থেকে জিব্রাইলকে উত্তম ঘোষণা দিয়ে নবীর সুমহান মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করেছে। মু'তাজিলী ও দার্শনিকদের উপরোক্ত দলিলগুলি যে ভ্রান্ত এবং আয়াতে কারীমার যে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে এর খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লামা তাফতাজানী এই কিতাবে উল্লেখ করেন–

اَلْجَوَابُ : اَنَّ التَّعْلِيْمَ مِنَ اللهِ تَعَالٰى وَالْمَلَائِكَةَ اِنَّمَا هِىَ الْمُبَلِّغُوْنَ. (شرح العقائد النسفيه)

অর্থাৎ 'মু'তাজিলী ও দার্শনিকদের উক্তি ভ্রান্ত। আয়াতের কারীমার সঠিক ভাবার্থ ও ইসলামী সঠিক আক্বিদা হলো নিশ্চয় এখানে কোরআন শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর ফেরেশতাগণ শুধু পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।' ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিশুদ্ধ অভিমত।

আল্লাহর হাবিবকে ছাত্র এবং জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে শিক্ষক খুৎবায় লিপিবদ্ধ করা এবং মুসল্লিয়ানদেরকে ইমাম সাহেবানগণ পড়িয়ে শুনানো যে কত বড় মারাত্মক অপরাধ, তা ঈমানদার মুসলমানগণ নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করলেই সঠিক মাসআলা বুঝতে সক্ষম হবেন।

প্রকাশ থাকে যে, জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর হাবিবকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন বলে দাবি করা বিদআতি মু'তাজিলী ও ভ্রান্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের আক্বিদা, সুন্নি আক্বিদা নয়।

উল্লেখ্য যে, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নিজেই উক্তি করেছেন كَيْفَ عَلِمْتَ مَالَمْ اَعْلَمْ (ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি যা জানি না আপনি তা কেমন করে জানলেন?) এ প্রসঙ্গে আল্লামা শায়খ ইসমাইল হাক্কী (রা.) (ওফাত ১১৩৭ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের পঞ্চম জিলদের ৩১৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

مَا رَوٰى فِى الْاَخْبَارِ اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَزَلَ بِقَوْلِهٖ تَعَالٰى (كهيعص) فَلَمَّا قَالَ كَافْ قَالَ النَّبِىُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ (عَلِمْتُ) فَقَالَ هَا فَقَالَ (عَلِمْتُ) فَقَالَ يَا فَقَالَ (عَلِمْتُ) فَقَالَ عَيْنْ فَقَالَ (عَلِمْتُ) فَقَالَ صَادْ فَقَالَ (عَلِمْتُ) فَقَالَ جِبْرِيْلُ كَيْفَ عَلِمْتَ مَالَمْ اَعْلَمْ.

অর্থাৎ 'বিশিষ্ট তাফসিরকারক আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রা.) كهيعص (কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছওয়াদ) এর নুযুল প্রসঙ্গে একখানা সহীহ হাদিস বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে ওহী নিয়ে আল্লাহর হাবিবের দরবারে এসে যখন বললেন كَافْ (কাফ) তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন عَلِمْتُ (আলিমতু) আমি বুঝে গেছি। যখন তিনি বললেন هَا (হা) আল্লাহর হাবিব বললেন عَلِمْتُ আমি বুঝেছি। যখন তিনি বললেন يَا (ইয়া) আল্লাহর হাবিব বললেন عَلِمْتُ আমি বুঝে ফেলেছি। যখন তিনি বললেন عَيْنْ (আইন) হাবিবে খোদা বললেন عَلِمْتُ আমি বুঝেছি। যখন তিনি বললেন صَادْ (ছওয়াদ) তখন মাহবুবে খোদা বললেন عَلِمْتُ আমি বুঝেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতঃপর জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আরজি পেশ করলেন كَيْفَ عَلِمْتَ مَا لَمْ أَعْلَمْ ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি কেমন করে এ হরুফে মুকাত্তায়াত এর অর্থ বুঝে ফেললেন যা আমি জিব্রাইল আমীন এর অর্থ সম্মন্ধে অবগত নই। অর্থাৎ আমি ওহী নিয়ে আসলাম অথচ আমি এ হরূফে মুকাত্তায়াতের অর্থ জানি না আপনি পূর্বে থেকেই জানেন? (সুবহানাল্লাহ)

উপরিলিখিত হাদিসভিত্তিক তাফসিরের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহপাক কোন মাধ্যম ছাড়াই কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আল্লাহর হাবিবের দরবারে ওহী পৌছিয়ে দিয়েছেন। দেখুন পূর্বেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকাইদের গ্রহণযোগ্য কিতাব শরহে আক্বাইদে নাসাফীর এবারত উল্লেখ করা হয়েছে।

إِنَّ التَّعْلِيْمَ مِنَ اللهِ تَعَالَى وَالْمَلَائِكَةَ اِنَّمَا هِيَ الْمُبَلِّغُوْنَ ٠

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে এবং ফেরেশতাগণের শুধুমাত্র পৌছিয়ে দেয়ার দায়িত্ব।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা

মানুষের রাসূলগণ ফেরেশতার রাসূলগণ হতে আফজল বা উত্তম

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মু'তাবর বা গ্রহণযোগ্য 'শরহে আক্বাইদে নাসাফী' নামক কিতাবে এ বিষয়ে দলিলভিত্তিক সবিস্তার আলোচনা করা হয়েছে, তা নিম্নরূপ–

وَرُسُلُ الْبَشَرِ اَفْضَلُ مِنْ رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَرُسُلُ الْمَلَائِكَةِ اَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الْبَشَرِ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ مِنْ عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ ٠٠٠ وَاَمَّا تَفْضِيْلُ رُسُلِ الْبَشَرِ عَلٰى رُسُلِ الْمَلَائِكَةِ وَعَامَّةُ الْبَشَرِ عَلٰى عَامَّةِ الْمَلَائِكَةِ فَبِوُجُوْهٍ ٠٠٠ اَلثَّانِىْ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ اللِّسَانِ يَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا اَلْاٰيَةَ اَنَّ

اَلْقَصْدَ مِنْهُ اِلٰى تَفْضِيْلِ اٰدَمَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَبَيَانِ زِيَادَةِ عِلْمِهٖ وَاِسْتِحْقَاقِهِ التَّعْظِيْمَ وَالتَّكْرِيْمَ ٠

অর্থাৎ 'মানুষের রাসূলগণ ফেরেশতার রাসূলগণ হতে উত্তম অপরদিকে সাধারণ মানুষ হতে ফেরেশতার রাসূলগণ উত্তম এবং সাধারণ মানুষ সাধারণ ফেরেশতা হতে উত্তম।

উল্লেখ্য যে, মানুষের রাসূল ফেরেশতার রাসূল হতে যে উত্তম এবং সাধারণ মানুষ, সাধারণ ফেরেশতা হতে উত্তম হওয়া বিভিন্ন দলিল আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত।

ফেরেশতার রাসূল হতে মানুষের রাসূল যে উত্তম তার দ্বিতীয় দলিল হচ্ছে– প্রত্যেক ভাষাবিদ আল্লাহ তা'য়ালার কালাম عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا الاية (আল্লাহ তা'য়ালা আদম আলাইহিস সালামকে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন) এই কালাম দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তার উদ্দেশ্য ছিল হযরত আদম আলাইহিস সালামকে ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা এবং হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইলিম বা জ্ঞান যে ফেরেশতাদের চাইতে অধিক এর প্রমাণ করা এবং এ কারণেই তিনি সিজদা ও সম্মানের উপযুক্ত হয়েছেন সাব্যস্ত করা।'

উপরিলিখিত দলিলের ভিত্তিতে আল্লাহ তা'য়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সকল বস্তুর নাম শিখিয়ে দিয়েছেন, এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল, হযরত আদম আলাইহিস সালামের উস্তাদ বা শিক্ষক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম নন এবং এর দ্বারা তাও প্রমাণিত হল হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামসহ সমস্ত ফেরেশতাগণের চেয়ে হযরত আদম আলাইহিস সালামের ইলিম অধিক।

সূরা আন নজমের ৫নং আয়াত عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى (আল্লামাহু শাদিদুল কুয়া) এর সঠিক অনুবাদ ও তাফসির নিম্নরূপ–

আ'লা হযরত আল্লামা শাহ আহমদ রেজা খাঁন বেরলভী (রা.) তদীয় 'কানযুল ঈমান ফি তরজমাতিল কোরআন' তরজমা করেছেন এরূপ–

انہیں سکھا یا سخت قوتوں والے طاقتور نے

pdf By Syed Mostafa Sakib

তরজমা : 'তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল শক্তিসমূহের অধিকারী।'

অর্থাৎ প্রবল শক্তিসমূহের অধিকারী যাকে কোরআনের ভাষায় বলা হয়েছে شَدِيْدَ الْقُوٰى (শাদিদুল কুয়া) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিক্ষা দিয়েছেন।

'শাদিদুল কুয়া' দ্বারা মুরাদ আল্লাহ তা'য়ালা না জিব্রাইল আমীন, এ নিয়ে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। একদল মুফাসসিরীনে কেরাম شَدِيْدَ الْقُوٰى (শাদিদুল কুয়া) দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা মুরাদ নিয়েছে। অপরদিকে অন্য একদল মুফাসসিরীনে কেরাম 'শাদিদুল কুয়া' দ্বারা হযরত জিব্রাইল আমীনকে মুরাদ নিয়েছেন।

যারা 'শাদিদুল কুয়া' দ্বারা আল্লাহ মুরাদ নিয়েছেন :

তাফসিরে জালালাইন শরীফ ৪৩৭ পৃষ্ঠা ১৬ নং হাশিয়া বা পার্শটীকায় উল্লেখ রয়েছে–

قَوْلُهُ عَلَّمَهُ شَدِيْدُ الْقُوٰى الخ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ وَجَمَاعَةٌ عَلَّمَهُ شَدِيْدَ الْقُوٰى اَىْ عَلَّمَهُ اللهُ وَهُوَ وَصْفٌ مِّنَ اللهِ نَفْسَهُ بِكَمَالِ الْقُدْرَةِ وَالْقُوَّةِ.

অর্থাৎ হযরত হাসান বসরী (রা.) ও একদল মুফাসসিরীনে কেরাম شديد القوى ذومرة (শাদিদুল কুয়া জুমিররাতিন) আয়াতে কারীমার তাফসিরে বলেছেন, এ দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার কথা বুঝানো হয়েছে। তিনি স্বীয় জাতকে এ গুণ দ্বারা উল্লেখ করেছেন কেননা তিনি অসীম কুদরত ও অসীম শক্তির অধিকারী। অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন মাধ্যম ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন।

অনুরূপ تَفْسِيْرِ اَلْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (তাফসিরে হাসান বসরী) (ওফাত ১১০ হিজরি) ৫ম জিলদের ৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

(عَلَّمَهُ شَدِيْدَ الْقُوٰى) الايه ١٥٥٩ قَالَ الْحَسَنُ : اَىْ: اللهُ تَعَالٰى قَوْلُهُ تَعَالٰى: (ذُوْمِرَّةٍ) الايه ١٥٦ . قَالَ الْحَسَنُ : (ذُوْمِرَّةٍ) ذُوْقُوَّةٍ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالٰى.

অর্থ ' عَلَّمَهُ شَدِيْدَ الْقُوٰى (আল্লামাহু শাদিদুল কুয়া) এ আয়াতের মর্মে ইমাম হাসান বসরী (রা.) বলেন, এ দ্বারা মুরাদ আল্লাহ তা'য়ালা এবং তিনি আরও বলেন ذُوْمِرَّةٍ (প্রবশ শক্তিশালী) দ্বারা আল্লাহর সিফাত বা গুণ বুঝানো হয়েছে।

হাসান বসরী এর তাফসিরের আলোকে আয়াতে কারীমার ভাবার্থ হল এই– আল্লাহ তা'য়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোন মাধ্যম ছাড়াই শিক্ষা দিয়েছেন।

পক্ষান্তরে যারা شَدِيْدَ الْقُوٰى (শাদিদুল কুয়া) দ্বারা জিব্রাইল আমীন মুরাদ নিয়েছেন :

মুফতিয়ে বাগদাদ আল্লামা আবুল ফজল শাহাবুদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুছী বাগদাদী (রা.) (ওফাত ১২৭০ হিজরি) তদীয় তাফসিরে রুহুল মায়ানী নামক কিতাবের ৯ম জিলদের ২৭ পারা ৪৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন–

(شَدِيْدَ الْقُوٰى) هُوَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةُ وَالرَّبِيْعُ. فَاِنَّهُ الْوَاسِطَةُ فِى اِبْدَاءِ الْخَوَارِقِ.

অর্থাৎ 'ইবনে আব্বাস, কাতাদা ও রাবী রেদয়ানুল্লাহি আলাইহিস সালাম আজমাঈন মুফাসসিরগণ شَدِيْدَ الْقُوٰى (শাদিদুল কুয়া) আয়াতে কারীমার তাফসিরে বলেছেন, এর দ্বারা হযরত জিব্রাইল আমীনের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা অলৌকিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের মধ্যস্থতা রয়েছে।'

মুদ্দাকথা হল হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন নাজিল

pdf By Syed Mostafa Sakib

করেছেন অথবা আল্লাহ তা'য়ালা হযরত জিব্রাইল আমীনের মাধ্যমে তাঁর হাবিবের কলব মোবারকে ইলহাম পৌছিয়ে দিয়েছেন। এখানে تعليم তা'লিম تَبْلِيْغ তাবলীগ তথা পৌছানো অর্থে প্রযোজ্য। অথবা এ অর্থও হতে পারে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর হাবিবকে কোরআন জানিয়ে দিয়েছেন। আয়াতে কারীমায় বর্ণিত (আল্লামা) শব্দের অর্থ জিব্রাঈল আমীন শিক্ষা দিয়েছেন এরূপ অর্থ করা সঠিক নয়।

'তানফীরুল মিকবাছ মিন তাফসিরে ইবনে আব্বাস' নামক কিতাবের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে (عَلَّمَهُ) اَیْ اَعْلَمَهُ جِبْرِیْلُ অর্থাৎ 'হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর হাবিকে কোরআন জানিয়ে দিয়েছেন।'

এখানে শিক্ষা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়নি বরং জানিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রখ্যাত মুফাসসিরে কোরআন আল্লামা শায়খ ইসমাঈল হাক্কী (রা:) (ওফাত ১১৩৭ হি:) তদীয় 'তাফছীরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের নবম জিলদের ২১৪ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতে করীমা عَلَّمَهُ شَدِیْدُ الْقُوٰی (আল্লামাহু শাদীদুল কয়া) এর তাফছীরে উল্লেখ করেছেন–

(عَلَّمَهُ) اَیْ اَلْقُرْاٰنَ الرَّسُوْلَ اَیْ نَزَلَ بِهٖ عَلَیْهِ وَقَرَاَهُ عَلَیْهِ وَبَیَّنَهُ لَهُ هٰذَا عَلٰی اَنْ یَّكُوْنَ الْوَحْیُ بِمَعْنَی الْكِتَابِ وَاِنْ كَانَ بِمَعْنَی الْاِلْهَامِ فَتَعْلِیْمُهُ بِتَبْلِیْغِهٖ اِلٰی قَلْبِهٖ فَیَكُوْنُ كَقَوْلِهٖ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِكَ (شَدِیْدُ الْقُوٰی) مِنْ اِضَافَةِ الصِّفَةِ اِلٰی فَاعِلِهَا مِثْلُ حَسَنُ الْوَجْهِ وَالْمَوْصُوْفُ مَحْذُوْفٌ اَیْ مَلَكٌ شَدِیْدُ قُوٰهُ وَهُوَ جِبْرِیْلُ فَاِنَّهُ الْوَاسِطَةُ فِیْ اِبْدَاءِ الْخَوَارِقِ۔

ভাবার্থ: 'হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরআন নাযিল করেছেন, এবং ইহা তেলাওয়াত করেছেন তদুপরি তাঁর জন্য ইহা বর্ণনা ও করেছেন। যদি ওহী দ্বারা মুরাদ কিতাব হয়ে থাকে। আর যদি ওহী দ্বারা ইলহাম মুরাদ হয়,

তাহলে تَعْلِیْم (তা'লীম) শব্দটি تَبْلِیْغ (তাবলীগ) বা পৌছিয়ে দেওয়ার অর্থে প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কলব মুবারকে ইলহাম পৌছিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালার বাণী–

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِكَ ইহাকে (কোরআনে কারীমকে) রুহুল আমীন (হযরত জিব্রাইল আমীন) আপনার (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) কলব মোবারকের উপর অবতরণ করেছেন।

شَدِیْدُ الْقُوٰی (শাদিদুল কুয়া) দ্বারা মুরাদ হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম কেননা অলৌকিকতা প্রকাশের ক্ষেত্রে হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের মধ্যস্ততা রয়েছে।'

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর হাবিবকে নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন, আল্লাহর বাণী– خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ এ আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যায় تَفْسِیْرُ مَعَالِمِ التَّنْزِیْلِ নামক কিতাবের ৪র্থ জিলদের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

قَالَ اِبْنُ كَیْسَانَ : خَلَقَ الْاِنْسَانَ یَعْنِیْ مُحَمَّدًا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ یَعْنِیْ بَیَانَ مَا كَانَ وَمَا یَكُوْنُ لِاَنَّهُ كَانَ یُبَیِّنُ عَنِ الْاَوَّلِیْنَ وَالْاٰخِرِیْنَ وَعَنْ یَوْمِ الدِّیْنِ۔

অর্থাৎ 'প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনে কায়সান বলেন– আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে ما كان وما یكون যা হয়েছে এবং যা হবে এ সব ইলিম আল্লাহ তাঁর হাবিবকে শিক্ষা দিয়েছেন কেননা তিনি (আল্লাহর হাবিব) পূর্ববর্তী ও পরবর্তী এমনকি কিয়ামতের ঘটনাবলী সবিস্তার বর্ণনা করেছেন।'

মুদ্দাকথা হল হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম রাসূলেমকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন বলে, বাংলা ভাষায় লিখে যারা প্রচার করছেন, তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণ ইহা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। বিদআতী মু'তাজিলী ও বাতিল দার্শনিকদের ভ্রান্ত আক্বীদা।

হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম গোনাহ থেকে মুক্ত

জনাব ফুলতলী সাহেবের লিখিত 'আলখুৎবাতুল ইয়াকুবিয়া' দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৪ ইংরেজী সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। উক্ত কিতাবের ১৭ পৃষ্ঠা মহররম মাসের দ্বিতীয় খুৎবায় আশুরার ফজিলত সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে: وَفِيْهِ غُفِرَ لِدَاوُدَ 'এই দিনে হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালামকে ক্ষমা করেছেন।'

উক্ত খুৎবার বয়ানের দ্বারা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম গোনাহগার সাব্যস্ত হয়ে যান। কারণ এতে প্রশ্ন জাগে–

(১) কী ক্ষমা করেছেন। গোনাহে কবিরা না গোনাহে সগিরা, না খেলাফে আওলা? প্রথম দুই অবস্থাই মানছাবে নবুওত বা নবুয়তের মর্যাদার পরিপন্থি।

(১) খুৎবায় কোন কিছু আলোচনা করতে হলে কোরআন সুন্নাহর আলোকে বলতে হবে।

আশুরার দিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আল্লাহ ত'য়ালা ক্ষমা করেছেন। এ বক্তব্যের স্বপক্ষে কোন আয়াতে কারীমা বা কোন সহীহ হাদিস শরীফ কি রয়েছে? কস্মিনকালেও নেই। হাঁ এ ব্যাপারে একখানা মাওজু বা জাল ও বানোয়াট হাদিস পাওয়া যায়। যা মুহাদ্দিসীনে কেরামগণ প্রত্যাখান করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা হচ্ছে: اَلْاَنْبِيَاءُ مَعْصُوْمُوْنَ (আল আম্বিয়া ও মা'সুমুন) নবীগণ নিষ্পাপ। নবীগণকে আল্লাহ গোনাহ সংঘটিত হওয়া থেকে মুক্ত বা পূর্ণ হেফাজতে রেখেছেন।

একটা মাওজু বা বানোয়াট জাল হাদিসের উপর ভিত্তি করে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে আশুরার দিনে আল্লাহ ত'য়ালা ক্ষমা করেছেন, এরূপ অমূলক বক্তব্য খুৎবায় লিখে প্রকাশ করলে মুসল্লিয়ানগণের কাছে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের প্রতি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে, এতে তারা বিপথগামী হওয়ার আশংকা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরিফ বিল্লাহ আল্লামা শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) ৯৯৯ হিজরি) তদীয় 'মাসাবাতা মিনাসসুন্নাহ' مَا ثَبَتَ مِنَ السُّنَّةِ নামক কিতাবে شَهْرُ الْمُحَرَّمِ (শাহরুল মুহররম) মহররম মাসের খুৎবার আলোচনায় উল্লেখ করেন: وَغُفِرَ ذَنْبُ دَاوُدَ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ (ওগাফারা জামবা দাউদা ইয়াওমা আশুরাআ) অর্থ আশুরার দিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের গোনাহ ক্ষমা করেছেন' তিনি (শেখ আব্দুল মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) নিজ খুৎবায় এ উক্তি উল্লেখ করে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন–

مَوْضُوْعٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَفِيْهِ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ وَهُوَ اَفَّاكٌ

অর্থাৎ 'হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে উপরের যে হাদিসখানা বর্ণিত আছে, ইবনে জাওজী এ হাদিসখানাকে মাওজু বা জাল ও বানোয়াট হাদিস বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এই হাদিসের সনদের মধ্যে রয়েছে হাবিব বিন আবি হাবিব নামে একজন রাবী, যে মিথ্যা হাদিস রচনা করতো।'

উল্লেখ্য যে হাদিস বিশারদ আল্লামা ইমাম আবুল ফরজ আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে আল জাওজী আলকুরশী (রা.) ওফাত ৫৯৭ হিজরি) তদীয় 'কিতাবুল মওজুয়াত' كِتَابُ الْمَوْضُوْعَاتِ নামক গ্রন্থের ২য় জিলদ ২০২ পৃষ্ঠায় 'বাবু ফি জিকরে আশুরা' بَابٌ فِيْ ذِكْرِ عَاشُوْرَاءَ অধ্যায়ে একখানা দীর্ঘহাদিস বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসের মধ্যে রয়েছে– وَغُفِرَ ذَنْبُ دَاوُدَ فِيْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ (অনুবাদ: আশুরার দিনে দাউদ আলাইহিস সালামের গোনাহ ক্ষমা করেছেন)

অতঃপর তিনি (ইবনে জাওজী) বলেন–

هٰذَا حَدِيْثٌ مَوْضُوْعٌ بِلَا شَكٍّ قَالَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ حَبِيْبٍ يَكْذِبُ وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ،

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ 'এ হাদিসটি নিঃসন্দেহে মাওজু বা জাল হাদিস। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রা.) বলেছেন, এ হাদিসের রাবী বা বর্ণনাকারী হাবিব বিন আবি হাবিব মিথ্যুক এবং ইবনে আদী বলেছেন, হাবিব বিন আবি হাবিব মিথ্যা হাদিস রচনা করতো।'

উপরোক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ আল্লামা ইবনে জওযী (রা.) ও শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.) বিশেষ করে আহমদ ইবনে হাম্বল (রা.) ও ইবনে আদী (রা.)সহ মুহাদ্দিসীনগণ এ হাদিসকে মাওজু বা জাল হাদিস প্রমাণ করেছেন। সুতরাং এই জাল বা মিথ্যা হাদিসকে কেন্দ্র করে আল্লাহর জলিলুল কদর নবী হযরত দাউদ আইহিস সালামকে গোনাহগার বা তাঁকে আশুরার দিনে ক্ষমা করেছেন বলে লিখিত বা অলিখিত বক্তব্য প্রদান করা কোন আলেমের পক্ষে আদৌ সমীচীন হবে না। বরং সাধারণ মুসলমানগণ এ বক্তব্যে বিপথগামী হওয়ার রাস্তা খুলে যাবে।

সমস্ত নবীগণ গোনাহ থেকে পাক ও পবিত্র اَلْاَنْبِيَاءَ مَعْصُوْمُوْنَ (আল আম্বিয়াউ মা'সুমুন) এ প্রসঙ্গে ইলমে কালাম বা আকাইদ শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'শরহে আকাঈদে নসাফী' شَرْحُ الْعَقَائِدِ النَّسَفِيَّةِ নামক গ্রন্থের ৯৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

اِذَا تَقَرَّرَ هٰذَا فَمَا نُقِلَ عَنِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مِمَّا يَشْعُرُ بِكِذْبٍ اَوْ مَعْصِيَةٍ فَمَا كَانَ مَنْقُوْلًا بِطَرِيْقِ الْاٰحَادِ فَمَرْدُوْدٌ وَمَا كَانَ بِطَرِيْقِ التَّوَاتُرِ فَمَصْرُوْفٌ عَنْ ظَاهِرِهٖ اِنْ اَمْكَنَ وَاِلَّا فَمَحْمُوْلٌ عَلٰى تَرْكِ الْاَوْلٰى اَوْكَوْنِهٖ قَبْلَ الْبَعْثَةِ.

অর্থাৎ 'যখন এই কথা (আম্বিয়ায়ে কেরাম মা'সুম বা নিষ্পাপ) সাব্যস্ত হল, যখন নবীগণ আলাইহিমুস সালামের ব্যাপারে এমন যে সব কথার বর্ণনা পাওয়া যায়, যা মিথ্যা অথবা গোনাহের আভাস দেয়। উহা যদি خَبَرُ وَاحِدٍ খবরে ওয়াহিদ সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে, তাহলে তা গ্রহণযোগ্য নয়। আর যদি তা مُتَوَاتِر মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত হয়ে থাকে, এমতাবস্থায় তার জাহেরী বা প্রকাশ্য অর্থ হতে অন্য অর্থে (নবীর শান

মোতাবেক) রূপান্তর করতে হবে যদি সম্ভব হয়। আর যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে এমন অর্থে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে বুঝা যায় যে, তাঁরা اَوْلٰى (আওলা) বা উত্তমতা বর্জন করেছেন। অথবা উহা নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার পূর্বের বিষয় হিসেবে প্রযোজ্য হবে।'

প্রকাশ থাকে যে, قَبْلَ الْبَعْثَةِ (কাবলাল বা'ছাত) বা নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার পূর্বের বিষয়, কথা দ্বারা ঐ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে কোন ওহী বা শরীয়তের আদেশ নিষেধ কোন কিছু জারি হয়নি। সুতরাং ঐ সময়ের কোন কিছুই পাপ নয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে সাহাবায়ে কেরাম মদ্যপান করেছেন কিন্তু তাদের গোনাহ হয় নাই কারণ সে সময় মদ্যপান করা নিষেধ সম্বলিত আয়াত নাযিল হয়নি।

উপরোক্ত দলিলভিত্তিক আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো–

(১) কোন খবরে ওয়াহিদ (خَبَرُ وَاحِدٍ) হাদিসের মর্ম যদি আম্বিয়ায়ে কেরামের শান বিরোধী হয়, তবে তা মরদূদ বা পরিত্যাজ্য বলে গণ্য হবে। উপরন্তু মাওজু বা জাল হাদিস তো প্রকৃতপক্ষে হাদিস হিসেবে অগ্রহণযোগ্য। মাওজু হাদিসকে কোন অবস্থাতেই দলিলরূপে গ্রহণ করা যাবে না।

(২) যদি মুতাওয়াতির مُتَوَاتِر সূত্রেও এরূপ আয়াতে কারীমা অথবা হাদিস শরীফের ভাবার্থ (মানছাবে নবুওত) مَنْصَبِ نَبُوَّةٌ বা নবীর শানবিরোধী অর্থ প্রকাশ করে, তাহলে এ আয়াতে কারীমা বা হাদিস শরীফের প্রকাশ্য অর্থকে পরিবর্তন করে নবীর শান মোতাবেক অর্থে রূপান্তর করতে হবে যদি সম্ভব হয়।

আর যদি সম্ভব না হয় তাহলে খেলাফে আওলা উত্তমতা বর্জন বা নবুয়তের পূর্বের বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হবে।

এজন্যই মুফতিয়ে বাগদাদ আল্লামা আবুল ফজল শাহাবুদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আল আলুছী (রা.) ওফাত ১২৭০ হিজরি) তদীয় 'তাফছীরে রুহুল মা'য়ানী' ৮ম খণ্ড ২৩ পারা উল্লেখ করেন–

pdf By Syed Mostafa Sakib

(فظن داؤد انما فتناه) و نعلم قطعا ان الا نبياء عليهم السلام معصومون من الخطا يا لايمكن وقوعهم في شئ منها ضروة انا لو جوزنا عليهم شيئامن ذلك بطلت الشرائع ولم يوثق بشى ممايذكرون انه وحى من الله تعالى فما حكىالله تعالى فى كتابه يمر على ماراده الله تعالى وماحكى القصاص مما فيه نقص لمنصب الرسالة طرحناه ونحن كما قال الشاعر-

ونؤثرحكم العقل فى كل شبهة

اذا اثرالاخبار جلاس قصاص

انتهى• ويقرب من هذا من وجه ما قيل ان قوما قصدوا ان يقتلوه عليه السلام فتسوروالمحراب فوجدواعنده اقواما فتصنعوابما قص الله تعالى من التحا كم فعلم غرضهم فقصد ان ينتقم منهم فظن ان ذلك ابتلاء من الله تعالى وامتحان له هل يغضب لنفسه ام لا فا ستغفرربه مما عزم عليه من الانتقام منهم وتاديبهم لحق نفسه لعدوله من العفو الا ليق به- وقيل:الا ستغفار كان لمن هجم عليه وقوله تعالى (فغفرناله) على معنى فغفرنا لأجله عليه• وهذا تعسف وان وقع فى بعض كتب الكلام• وعندى ان ترك الاخبار بالكلية فى القصة ممالا يكاد يقبله المنصف• نعم لا يقبل منها ما فيه اخلال بمنصف النبوة ولايقبل تأويلا يندفع معه ذلك ولابد من القول بانه لم يكن منه عليه السلام الا ترك ما هو الاولى بعلى شانه والاستغفار منه وهو لايخل بالعصمة•

অর্থাৎ وَظَنَّ دَاوُدَ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ ' (এখন বুঝতে পেরেছেন দাউদ আলাইহিস সালাম যে আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি) (এ আয়াতে কারীমার তাফসিরে আল্লামা আলুছী (রা.) বলেন)–

তরজমা : আমরা অকাট্য দলিলের মাধ্যমে অবগত হয়েছি, নিশ্চয়ই নবীগণ আলাইহিস সালাম সকল খাতা বা ভুলত্রুটি থেকে মুক্ত বা মা'সুম। কোন প্রয়োজনে তাঁদের থেকে কোন গোনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে (বিল ফরজ ও তকদির) আমরা যদি তাঁদের থেকে (নবীদের থেকে) কোন গোনাহ সংঘটিত হওয়া সম্ভব বলে ধরে নেই, তাহলে শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান বাতিল সাব্যস্ত হয়ে পড়বে এবং আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে যে সমস্ত ওহী নাজিল হয়েছে তা অনির্ভর হয়ে পড়বে। অতএব যে সমস্ত ঘটনাবলী আল্লাহ তা'য়ালা কালামেপাকে বর্ণনা করেছেন এগুলোর মুরাদ বা সঠিক ভাবার্থ আল্লাহ তা'য়ালার উপরই ন্যাস্ত করতে হবে এবং এ প্রসঙ্গে যে সব কাসাস বা ঘটনাবলী মানসাবে রিসালাত (منصب رسالت) বা নবুয়ত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, এ সমস্ত ঘটনাবলীকে আমরা প্রত্যাখ্যান করি। (কেননা নবীর মর্যাদা হানিকর এসব বর্ণনা আদ্যোপান্তই ইসরাইলী মনগড়া কাহিনী থেকে সংগৃহীত)।

কবি যেভাবে বলেছেন এরূপ আমরাও বলব–

وَنُؤْثِرُ حُكْمَ العَقْلِ فِىْ كُلِّ شُبْهَةٍ

اِذَا اَثَرَ الْاَخْبَارِ جَلَّاسُ قِصَاصِ

তরজমা 'এবং আমরা আক্বলে সলিমের হুকুমকে (রায়কে) অগ্রাধিকার দেব, এমনসব সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে, যা বেছে নেওয়া হয়েছে এমন সব খবর থেকে যেগুলো শুধু অলিক কেচ্ছা কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট।' (অর্থাৎ কবি বলেন নবীগণ আলাইহিমুস সালামের শান বিরোধী যেসব ঘটনাবলী রয়েছে এগুলো ইসরাইলী মনগড়া কাহিনী থেকে গৃহীত) এসব ঘটনা আদৌ আল্লাহর হাবিব থেকে রেওয়ায়েত নেই। তাই এসকল সন্দেহপূর্ণ কথা হতে আক্বলে সলিমের রায়ই প্রাধান্য পাবে। কারণ নবীগণকে আল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা'য়ালা পূর্ণ হেফাজত রেখেছেন। তাই তাঁদের থেকে গোনাহ সংঘটিত হয় নাই, এজন্যইতো নবীগণকে মা'সুম বলা হয়ে থাকে)।

নবীগণ আলাইহিমুস সালাম যে মা'সুম বা বেগোনাহ এ কারণেই এই বর্ণনাটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। বর্ণনা হল এই– নিশ্চয় কোন এক সম্প্রদায় হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে শহীদ করার সংকল্প করল, অতঃপর মেহরাব বা দেওয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল, অতঃপর তারা দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট আরও কয়েকটি সম্প্রদায়কে পেল। সুতরাং তারা যা কিছু সংঘটিত করতে চেয়েছিল, তা আল্লাহ তা'য়ালা বিশদভাবে বর্ণনা করেছিলেন। ফলে দাউদ আলাইহিস সালাম তাদের আসল উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হলেন। অতঃপর হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম তাদের প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলেন। এমতাবস্থায় তিনি ধারণা করলেন যে, নিশ্চয় ইহা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা। আর সেই পরীক্ষাটি হল এই যে, তিনি রাগান্বিত হলেন নিজের জন্য, না অন্যের জন্য। তিনি আল্লাহর দরবারে ইস্তেগফার তথা রুজু করলেন, এই কাজ থেকে যা তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়েছিলেন যে, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য স্বীয় ন্যায় পরায়ন অভিমতের ভিত্তিতে কেননা ক্ষমা করা তার মহান মর্যাদার অনুকূলে।

আর বর্ণিত আছে, ক্ষমা প্রার্থনা হল ঐ ব্যক্তির জন্য যে ব্যক্তি ভিড় বা শোরগোল জমাল হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের নিকট।

এখন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী فَغَفَرْنَا لَهُ (ফাগাফারনা লাহু) এ আয়াতে কারীমার অর্থ হল فَغَفَرْنَا لِأَجْلِهِ (ফাগাফারনা লি আজলিহী) অর্থাৎ দাউদ আলাইহিস সালামের কারণে তাকে ক্ষমা করেছি এবং হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম সংক্রান্ত সকল কাহিনী বা ঘটনাসমূহের বর্ণনাকে যদি বর্জন করা হয়, তাও ইনসাফের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমি (আলুছী) মনে করি। হ্যাঁ আবার নবুয়তের মর্যাদার কোন প্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাও অগ্রহণযোগ্য।

আর এমন তা'ভীল বা ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয় যা নবীগণ আলাইহিমুস সালামের ইসমত (গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়া) বিদূরিত হয়ে পড়ে।

এ ব্যাপারে অতীব জরুরি কথা হচ্ছে এই, আল্লাহর নবী আলাইহিমুস সালাম থেকে কোন প্রকারের দোষত্রুটি ও গোনাহ প্রকাশ হওয়া কোন অবস্থাতেই সম্ভবপর নয়, তবে নবীর শান মোতাবিক যা (اَوْلٰى) আওলা (উত্তম) তা খেলাফ হতে পারে। আর এ থেকে নবী আলাইহিমুস সালামের ইস্তেগফারও হতে পারে এবং ইহা নবী আলাইহিমুস সালামের ইসমত বা গোনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার মধ্যে কোন ব্যঘাতও ঘটায় না।'

অনুরূপ আবু হাইয়ান উন্দুলুসী (রা.) ওফাত ৭৫৪ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে বাহরুল মুহীত' নামক কিতাবের ৯ম জিলদের ১৫১ পৃষ্ঠায় وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ (ওয়া যান্না দাউদা আন্নামা ফাতান্নাহু) আয়াতে কারীমার তাফসিরে উল্লেখ করেছেন–

وَيَعْلَمُ قِطْعًا اَنَّ الْاَ نْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَعْصُوْمُوْنَ مِنَ الْخَطَايَا الخ ٠

অর্থাৎ 'অকাট্য দলিলের মাধ্যমে অবগত, নিশ্চয়ই নবীগণ আলাইহিমুস সালাম সকল খাতা বা ভুল ত্রুটি হতে মুক্ত।'

এভাবে ইমাম আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রা.) ওফাত ৬০৪ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে কবীর' নামক কিতাবের ১৩ নং জিল্‌দ ২৬ পারা ১৯৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

فَدَاوٗدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاَنَابَ ٠ اَىْ رَجَعَ اِلَى اللهِ تَعَالٰى فِى طَلَبِ مَغْفِرَةِ ذٰلِكَ الدَّاخِلِ الْقَاصِدِ لِلْقَتْلِ ٠ قَوْلُهُ (فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ) اَىْ غَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ الذَّنْبَ لِاَجْلِ اِحْتِرَامِ دَاوٗدَ وَلِتَعْظِيْمِهٖ ٠

অর্থাৎ 'অতএব হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালাম তাদের জন্য (কওমের জন্য) ইস্তেগফার করলেন এবং ফিরে আসলেন অর্থাৎ যারা হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালামকে শহীদ করার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাদের মাগফিরাত তলবের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে রুজু করলেন। আল্লাহ তা'য়ালার বাণী (فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ) অর্থাৎ আল্লাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

তা'য়ালা হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালাম এর মহত্ত্ব ও সম্মানে তাদের ঐ অপরাধকে ক্ষমা করেছেন।'

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রা.) 'তদীয় তাফসিরে কবীর' নামক কিতাবের ১৩ নং জিল্‌দ ২৬ পারা ১৯২ পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা শায়খ ইসমাইল হাক্কী (রা.) ওফাত ১১৩৭ হিজরি) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ৮ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ . مَنْ حَدَّثْتُكُمْ بِحَدِيْثِ دَاوُدَ عَلٰى مَا يَرْوِيْهِ الْقِصَاصُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَّسِتِّيْنَ وَهُوَ حَدُّ الْفِرْيَةِ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ .

অর্থাৎ 'হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব (রা.) হতে বর্ণিত, নিশ্চয় হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) ঘোষণা করেছেন যে কেউ হযরত দাউদ আলাইহিমুস সালামের কাহিনী গল্পগুজবের ন্যায় বর্ণনা করবে, আমি তাকে ১৬০টি দোররা মারবো। অর্থাৎ অপবাদের শাস্তি হয়েছে ৮০ দোররা কিন্তু এক্ষেত্রে দিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

প্রকাশ থাকে যে, হাফেজ আবুল ফেদা ইমামুদ্দিন ইবনে কাসির দামেস্কী (রা.) ওফাত ৭৭৪ হিজরি) স্বরচিত সুপ্রসিদ্ধ 'তাফসিরে ইবনে কাসির' নামক কিতাবের ৪র্থ খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

قَدْ ذَكَرَ الْمُفَسِّرُوْنَ هٰهُنَا قِصَّةً اَكْثَرُهَا مَاْخُوْذٌ مِنَ الْاِسْرَائِيْلِيَاتِ وَلَمْ يَثْبُتْ مِنَ الْمَعْصُوْمِ حَدِيْثٌ يَجِبُ اِتِّبَاعُهُ.

অর্থাৎ 'এস্থলে তাফসিরকারকগণ এমন একটি কেচ্ছা বর্ণনা করেছেন, যার অধিকাংশই ইসরাইলী মনগড়া কাহিনী হতে গৃহীত। প্রকৃতপক্ষে এ সম্বন্ধে মা'সুম তথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে একটি হাদিস ও রেওয়ায়েত করা হয়নি। যার অনুসরণ করা জরুরি হতে পারে।'

অনুরূপ হাফেজ ইবনে কাসির (রা.) স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল বেদায়াতু ওয়ান নেহায়াহ' প্রথম ভলিয়ম ২য় জুজ ১২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

وَهٰذَا ذَكَرَ كَثِيْرٌ مِّنَ الْمُفَسِّرِيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ هٰهُنَا قِصَصًا وَاَخْبَارًا اَكْثَرُهَا اِسْرَائِيْلِيَاتٌ وَمِنْهَا مَا هُوَ مَكْذُوْبٌ لَامَحَالَةَ تَرَكْنَا اِيْرَادَهَا فِى كِتَابِنَا قَصْدًا اِكْتِفَاءً وَاقْتِصَارًا عَلٰى مُجَرَّدِ تِلَاوَةِ الْقِصَّةِ مِنَ الْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ وَاللهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

অর্থাৎ 'সলফ ও খলফ বা প্রাচীন ও আধুনিক বহু তাফসির কারকগণ এস্থলে (দাউদ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে) কয়েকটি গল্প ও কাহিনী নকল করেছেন। তাদের অধিকাংশই ইসরাইলী মনগড়া কাহিনী। এর মধ্যে কতক গল্প তো নিশ্চিতরূপে মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। এ কারণে আমি ইচ্ছা করেই এ সমস্ত অলিক কেচ্ছাগুলি আমার কিতাবে বর্ণনা করিনি। আল্লাহর কালামে ঘটনাটির যতটুকু বর্ণনা রয়েছে, আমিও ততটুকু বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হলাম, আর আল্লাহ তা'য়ালা যাকে ইচ্ছা করেন সরলপথে তাকে পরিচালিত করেন।'

উল্লেখ্য যে, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের এ ঘটনা জিলহজ্ব মাসে সংঘটিত হয়েছে। মহররম মাসে বা আশুরার দিনে হয়নি। আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (রা.) তদীয় 'তাফসিরে রুহুল বয়ান' নামক কিতাবের ৮ম জিলদের ১৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

اَىْ مَا سْتَغْفَرَ مِنْهُ كَانَ فِى شَهْرِ ذِى الْحَجَّةِ كَمَا فِى بَحْرِ الْعُلُوْمِ .

অর্থাৎ 'এ ঘটনা সংক্রান্ত ইস্তেগফার সংঘটিত হয়েছিল জিলহজ্ব মাসে যেমন বাহরুল উলুম নামক কিতাবে বর্ণিত আছে।'

অতএব যারা বলেন, আশুরার দিনে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে ক্ষমা করেছেন। তা একেবারেই অবাস্তব অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মোটকথা হল–

(ক) হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ইস্তেগফার করেছেন কওমের পক্ষ থেকে নিজের জন্য নয়।

(খ) আল্লাহ তা'য়ালা হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের মহত্ত্ব ও সম্মান রক্ষার জন্য তার কাওমকে ক্ষমা করেছেন।

فَدَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتَغْفَرَ لَهُمْ، اَىْ غَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ الذَّنْبَ لِاَجْلِ اِحْتِرَامِ دَاوُدَ وَلِتَعْظِيْمِهٖ تَفْسِيْرِ كَبِيْر ص ١٩٣ ٢٦ پارہ

মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের আক্বিদা ও চিন্তাধারা

'মাওলানা শাহ কারামত আলী জৈনপুরী সাহেবের লিখিত 'জখিরায়ে কেরামত' এর মধ্য থেকে দু'টি অধ্যায় 'যীনাতুল মুছল্লি ও তাযাকিয়াতুন নেসওয়ান' আকায়েদে হাক্কাহ (বিশুদ্ধ আক্বিদা) এর অনুবাদ করেছেন– মাওলানা মো: আতিকুর রহমান।

প্রকাশনায়: ছারছীনা লাইব্রেরী
(বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স)
৩৮/৩. বাংলা বাজার (২য় তলা) ঢাকা–১১০০
প্রথম প্রকাশ: ৫ই জুলাই ২০০৪ইং

এ বইয়ের ২৯ পৃষ্ঠায় উপরোক্ত জখিরায়ে কেরামতের উর্দু এবারতের বঙ্গানুবাদ যা করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :

আক্বিদা–১ জখিরায়ে কেরামত ১ম খণ্ড ২৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اندھیرے میں ایک

پر ایک وسواس میں فرق ہوتاہےکوئی کم ہوتاہےکوئی بہت برا مثلازناکے وسواس سے اپنی زوجہ سے مجامعت کا خیال بہتر ہے اور قصد کرکےاپنے پیر کا خیال نمازمیں کرنا اور مانند اُسکےدوسرے بزرگون کا خیال کرنا

اور اپنے دلکواُسیطرف متوجه کرنا گاؤخرکی صورت کے خیال میں غرق ہونے سے کہیں زیادہ بڑاہے بلکه اس مقام میں خود حضرت جناب رسالتمآب کے خیال کا کام نہیں کیونکه بزرگں کا خیال تعظیم اور بزرگیکےساتھ آدمی کے دل میں چبھ جاتا ہے بخلاف گاؤخر کے خیال کے که نه اسقدر دل میں چھپتا ہے اور نهاسقدر تعظیم ہوتیہے بلکه اسکو اپنے خیال میں حقیر اور ذلیل جانتاہے اور یه تعظیم اور بزرگی الله کے سوا دوسرے کسی جو ہے سو جب نماز میں اسکی طرف دل متوجه ہو رہتاہے اور اسکو اپنا مقصود سمجھتا ہے تب شرک کی طرف لیجاتاہے

বঙ্গানুবাদ এই 'তবে আয়াত ظلمات بعضها فوق بعض (যুলমাতুন বা'দ্বাহা ফাওক্বা বা'দ্বিন) 'কোন অন্ধকার কোন অন্ধকারের উপরে' অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যেও যেমন কম বেশি পার্থক্য থাকে) ওয়াসওয়াসাও অল্প খারাপ ও বেশি খারাপের পার্থক্য আছে। যেমন ব্যভিচারের ওয়াসওয়াসা হতে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলনের ধ্যান কিছুটা ভাল। ইচ্ছা করে নামাযের মধ্য নিজের পীরের ধ্যান করা এবং এমনি ধরণের কোন বুজুর্গ ব্যক্তির খেয়াল করা ও নিজের অন্তরকে ঐ দিকে ধাবিত করা গরু মহিষের কথা ভাবার চেয়েও বেশি খারাপ। এমনকি ঐ স্থানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধ্যান ও খেয়াল করা ও কাজের কথা নয়। কেননা নিজের অন্তরে সম্মানের সাথে বুজুর্গানদের ধ্যান করা গরু মহিষের ধ্যানের চেয়েও

pdf By Syed Mostafa Sakib

খারাপ। তবে নামাযের মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্তরে তা'জিমের সাথে যে জিনিসের স্থান হয়েছে সেটিকে নিজের মাকসুদ মনে করলে তাই শিরিকের দিকে নিয়ে যায়।'

ফলাফল: মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা দ্বিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল– তার ও তার পীর সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবদ্বয়ের আক্বিদা হল, একজন নামাযী ব্যক্তি নামায পড়তে শুরু করলে যখন আত্তাহিয়াতু অথবা কোরআনেপাক তেলাওয়াতকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক আসবে তখন ঐ নামাযী ব্যক্তি নবীর দিকে খেয়াল না করে, মুখে নবীর নাম উচ্চারণ করবে বটে কিন্তু দিলে দিলে গরু গাধার খেয়াল করতে হবে। ইচ্ছা করে ঐ সময় নবীর খেয়াল করলে সে আর মু'মিন থাকবে না বরং মুশরিক হয়ে যাবে। (নাউজুবিল্লাহ)

জখিরায়ে কেরামত ও সিরাতে মুস্তাকিম উভয় কিতাবে এও লেখা রয়েছে যে, যদি নামাযে নবীর নাম মোবারক আসার সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা করেও গরু গাধার খেয়ালে মগ্ন হতে না পারে বরং নবীর খেয়ালই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এসে পড়ে, তবে বুঝতে হবে, এ রাকআতে শয়তান তাকে ওয়াসওয়াসা দিয়েছে। এরূপ ওয়াসওয়াসা ওয়ালী এক রাকআতের পরিবর্তে চার রাকআত নামায অতিরিক্ত আদায় করতে হবে। দেখুন কত বড় আজগুবি কথা। (নাউজুবিল্লাহ)

জৈনপুরীর এ ফতোয়ার দ্বারা সাহাবায়ে কেরাম থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও ফুকাহায়ে কেরাম এমনকি শরিয়ত তরিকতের সকল বুজুর্গানে দ্বীন এককথায় দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানগণ ঈমান হারা ও মুশরিক হয়ে গেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা– নামাযে নবীর খেয়াল নবী হিসেবে তা'জিমের সাথে করতে হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালাকে মা'বুদ হিসেবে খেয়াল করতে হবে এবং শয়তানের খেয়ালতো মালাউন হিসেবে আসবে। ইহাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা। নবীকে নবী হিসেবে তা'জিমের সঙ্গে নামাযে খেয়াল করতে হবে এর দলিলভিত্তিক জওয়াব অত্র পুস্তকের প্রথমদিকে সবিস্তার বর্ণনা করা হয়েছে।

আক্বিদা-২ জখিরায়ে কেরামত ৩য় খণ্ড قول الحق (কাউলুল হক্ব) অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে–

باقی رہا ولادت شریف کے ذکر آنے کے وقت قیام کرنا سو مولوی الهداد صاحب نے قیام کے باب میں جو جاهلوں کے قول وفعل کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ آں حضرت صلی الله علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر آنے کے وقت قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آں صلی الله علیہ وسلم کی روح آتی ہے اور حاضر ہوتی ہے اور لکھا ہے کہ یہ انکا کہنا باطل ہے بلکہ ایسا اعتقاد شرک ہے سو بہت سچ لکھا کیونکہ جاہل کے سوا ایسی بے دلیل اور بے ادبی کی بات کون کہے گا

অর্থাৎ 'বাকী রইল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদত শরীফের আলোচনাকালে কিয়াম করা। এ প্রসঙ্গে মৌলভী আল হেদাদ সাহেব বলেন, মূর্খ লোকেরা আল্লাহর হাবিবের বেলাদত শরীফ বা মীলাদ শরীফের আলোচনাকালে কিয়াম করে থাকেন। (অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায় আল্লাহর হাবিবকে সালাত ও সালাম দিয়ে থাকেন) এবং তিনি আরও লিখেন, এ মূর্খ লোকেরা এও বলে থাকেন, মীলাদ শরীফে কেয়ামরত অবস্থায় আল্লাহর হাবিবের রূহ মোবারক মীলাদ শরীফের মাহফিলে হাজির হয়ে থাকেন।

আল হেদাদ সাহেব বলেন, তাদের এ আক্বিদা ভ্রান্ত ও বাতিল বরং এরূপ আক্বিদা পোষণকারী ঈমানদার থাকতে পারে না বরং তারা মুশরিক। (জৈনপুরী কেরামত আলী সাহেব বলেন) মৌলভী আল হেদাদ সাহেব যে ফতোয়া দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক ও সত্য, কেননা শুধুমাত্র মূর্খ লোকেরা এরূপ বে-দলিল ও বেয়াদবি কথা বলতে পারে, অন্য কেহ নয়।' (নাউজুবিল্লাহ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

জৈনপুরী সাহেবের লিখিত বক্তব্য দ্বারা এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল, আল্লাহর হাবিবের রূহ মোবারক মীলাদ শরীফে উপস্থিত হয়ে থাকেন বা হতে পারেন, এ আক্বিদা শিরিক।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা– কোরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে, আল্লাহর হাবিবের রূহ মোবারক সর্বত্র সর্বজায়গায় আল্লাহর দেওয়া ক্ষমতা বলে হাজির হতে পারেন এবং ইচ্ছা করলে হাজিরও হয়ে থাকেন।

জৈনপুরী সাহেবের উপরোক্ত ভ্রান্ত ফতোয়ার দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত মুহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন সকলই মুশরিক হয়ে গেলেন। দেখুন কত বড় অদ্ভুদ ফতোয়া।

আক্বিদা–৩ পীর কবিরা গোনাতে লিপ্ত থাকলেও তাকে ত্যাগ করা নিষেধ। (জখিরায়ে কেরামত ১ম খণ্ড ২৫ পৃষ্ঠা)

আক্বিদা–৪ সৈয়দ আহমদ আমিরুল মো'মুনিনীন ও মুজাদ্দিদ। (জখিরায়ে কেরামত ১ম খণ্ড ১৫ পৃষ্ঠা)

আক্বিদা–৫ ইসমাইল দেহলভী আল্লাহর ওলী, সুন্নী, হানাফী, শহীদ ফি ছাবিলিল্লাহ। (জখিরায়ে কেরামত ১ম ও ২য় খণ্ড)

আক্বিদা–৬ জৈনপুরী কেরামত আলী সাহেব নিজ কলমে তদীয় 'জখিরায়ে কেরামত' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

ایک اشتہار اس فقیر نے مولانا محمد اسمعیل محدث دہلوی رحمۃاللہکیتفسیرمیں لکھا ہوا دیکھا تواس اشتہارمیں محدث مرحومکیتکفیرکی وجہ یہی لکھی تھی کہ تقویۃ الایمان سے الفاظ سےانبیا اور اولیاکی شانمیں بےادبی سمجھیجاتیہے اور بےادبی کاوہم پیداہوتاہےحق سبحانہ اس اشتہار کے لکھنے والی کودینکیسمجھدے اوراسکاخاتمہ بخیرکرے یہ

فتویآسنے اہلسنتکے مذہب کے خلاف لکھا باقی حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اسکے رسول کے سوا کسیکا کلام ایسا نہیںہے کہ سہو اور بھول چوک سے پاکہو سواس فقیر نے تقویۃ الایمان کو جوخوب بغور دیکھا تو اسکا اصل مطلب سب اہل سنتکےمذہبکےموافق پایا اورعبارات اورالفاظ بھی اسکی بہت اچھی پائےگئے مگر پھربھی اگر اس کتاب کی کوئ عبارت بےڈھب پاوین اور جانیں کہ لفظکےلکھنےمیںمصنف سے خطاہوئ توایکدو الفاظ میںخطاہونےکےسبب سےاس سچی کتابکو جوشرک کےرد میں ہے جھوٹی سمجھ کےمشرک نہ بنیں

অর্থাৎ '(জৈনপুরী কেরামত আলী সাহেব লিখিতভাবে উল্লেখ করেন) একখানা বিজ্ঞাপন আমার হাতে পড়ল। তা পড়ে দেখলাম একদল আলেম 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবের উক্তিগুলি দ্বারা আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম) ও আউলিয়ায়ে কেরাম (রেদওয়ানুল্লাহি আলাইহিম) এর শানে মর্যাদা হানীকর বেয়াদবি শব্দাবলী রয়েছে বলে 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবের লেখক ইসমাইল দেহলভীকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা এই বিজ্ঞাপন লেখককে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং তার খাতেমা বিল খায়ের করুন। বিজ্ঞাপনে উল্লেখিত ফতোয়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বিপরীতমূখী হয়েছে।

এর পর লেখেন, ফকির (কেরামত আলী) 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবকে গভীর মনোযোগে দেখেছি এবং কিতাবে লিখিত সব কিছু মূলত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পূর্ণ মোতাবিক পেয়েছি এবং কিতাবে লিখিত এবারত ও শব্দাবলীও খুব বিশুদ্ধভাবে লেখা হয়ছে তাও দেখেছি। তার পরও যদি এই কিতাবের কোন এবারত বেঢং লিখিত হয়ে থাকে এবং

pdf By Syed Mostafa Sakib

বুঝা যায় যে, শব্দ লিখতে লেখকের খাতা হয়ে গেছে, তবে এক দুই শব্দে খাতা হওয়ার কারণে শিরকের রদে এই সঠিক সত্য কিতাবকে মিথ্যা মনে করে যেন কেউ ঈমানহারা মুশরিক না হয়ে যান।'

জৈনপুরী কেরামত আলী সাহেবের উপরোক্ত লিখিত বক্তব্য (যা জখিরায়ে কেরামত কিতাবে লিখিত) দ্বারা কতগুলো তত্ব প্রকাশিত হল–

১। জৈনপুরী সাহেবের আক্বিদা ও বিশ্বাস হল 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবে ইসমাইল দেহলভী যা লিখেছেন তা সঠিক। এ কিতাব (তাকবিয়াতুল ঈমান) তিনি নিজেই গভীর মনোযোগের সাথে দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবে লিখিত সকল আক্বিদা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের পূর্ণ অনুকুলে, তার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। (নাউজুবিল্লাহ)

২। তিনি (কেরামত আলী সাহেব) তাহকীকের সাথে ফতোয়া দিচ্ছেন, যারা 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবে লিখিত আক্বিদাকে সমর্থন করবে না, তারা মুশরিক বা ঈমানহারা।

৩। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবটি সঠিক কিতাব। অতঃপর তিনি নসিহত করে বলেন, এই কিতাবকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করে যেন কেহ মুশরিক না হয়।

৪। তার (জৈনপুরী) এ বক্তব্য দ্বারা বুঝা গেল যখন 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবখানা ইসমাইল দেহলভী লিখে প্রকাশ করেছিল, তখনই এ কিতাবের বাতিল আক্বিদার রদে বা প্রতিবাদে হক্বানী সুন্নি ওলামায়ে কেরাম বই-পুস্তক লিখেছিলেন এবং সরলপ্রাণ মুসলমানগণকে এ কিতাবের বাতিল আক্বিদা থেকে ঈমান রক্ষা করতে পারে প্রসঙ্গে হেন্ডবিলও প্রকাশ করেছিলেন।

তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবের কতিপয় বাতিল আক্বিদাসমূহ

১। তাকবিয়াতুল ঈমান ৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

پیغمبر خداکے وقت میں کافر بھی اپنے بتون کو اللہ

کے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اسی کا مخلوق اور اسی کا بندہ سمجھتے تھے اور انکو اسکے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مگر یہی پکارنا اور منتین ماننی اور نذر ونیاز کرنی اوراپنا وکیل اور سفارشی سمجھنا یہی انکا کفر وشرک تھا سو جو کوئ کسی سے یہ معاملہ کرے گو کہ اسکو اللہ کابندہ مخلوق ہے سمجھے سو ابوجہل اور وہ شرک میں برابر ہے

উপরোক্ত এবারতের সারকথা হল– যারা আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহর দরবারে শুপারিশ বা শাফায়াতকারী বিশ্বাস করবে, তারা আবু জেহেলের ন্যায় মুশরিক হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত তথা ইসলামের সঠিক আক্বিদা হল– আল্লাহর হাবিব শাফিউল মুজনিবীন অর্থাৎ গোনাহগার উম্মতের গোনাহকে আল্লাহর দরবারে শাফায়াতের মাধ্যমে মাফ করিয়ে দিবেন। (আত ইয়াবুন নগম কৃত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রা.)

২। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ৬০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

ف یعنی انسان آپسمیں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ہو وہ بڑا بھائی ہے سو آسکے بڑے بھائی کی سی تعظیم کجیے اور مالک سبکا اللہ ہے بندگی اسکو چاہیئے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اولیاء وانبیاء امام وامام زادہ پیر و شہید یعني جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں وسب انسان ہی ہیں اور بندے عاجز اور ہمارے بھائی

pdf By Syed Mostafa Sakib

مگر آنکو الله نے بڑائی دی وہ بڑے بھائی ہوے

উপরোক্ত এবারতের সারাংশ হল– আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান করতে হবে। (নাউজুবিল্লাহ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা হল, আল্লাহর হাবিব হচ্ছেন উম্মতের দ্বীনি পিতা। সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহর হাবিবের তুল্য কেউ নেই।

৩। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ১৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছ–

اور یہ یقین جان لینا چاہئے کہ ہر مخلوق بڑا

ہو یا چھوٹا وہ الله کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے

এর সারাংশ হল– আল্লাহর হাবিব যেহেতু শ্রেষ্ঠ মাখলুক বা সৃষ্টি যাকে উর্দ্দু ভাষায় بـــرا مخلـــوق 'বড়া মাখলুক' বলা হয়ে থাকে তিনি অর্থাৎ মাহবুবে খোদা আল্লাহর শানের আগে চামারের চাইতেও নিকৃষ্ট। (নাউজুবিল্লাহ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা হল– নূরনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর হাবিব। চামারের সাথে নবীর উদাহরণ প্রদান করা ঈমান বিধ্বংসী আক্বিদা।

৪। 'তাকবিয়াতুল ঈমান' ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছ–

ف میں بھی ایک دن مرکر مٹی میں ملنے والا ہوں

অর্থাৎ 'আমিও একদিন মরে মাটির সাথে মিশে যাব।'

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা হল– আল্লাহর হাবিব হচ্ছেন হায়াতুন্নবী স্বশরীরে জিন্দা। কিয়ামত পর্যন্ত স্বশরীরে জিন্দা থাকবেন।

৫। তাকবিয়াতুল ঈমান ২০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

سو اسطرح غیب کادریافت کرنا اپنے اختیار میں

ہو کہ جب چاہے کر لیجئے یہ الله صاحب ہی شان ہے

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালা যখন ইচ্ছা করেন গায়েব সম্পর্কে অবগত হয়ে যান ইহাই আল্লাহর শান। (নাউজুবিল্লাহ)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা হল– আল্লাহর ইলিম ইখতিয়ারী নয় বরং লুজুমী এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ তা'য়ালার ইলিম আল্লাহ থেকে পৃথক হয় না।

সুবহানাল্লাহ! এখানে আল্লাহ তা'য়ালার ইলিমকে লাজীম ও জরুরি আক্বিদা রাখেনি বরং মায়াযাল্লাহ তাঁর (আল্লাহর) জেহেল বা মূর্খতাকে সম্ভব আক্বিদা রাখে। তার কথা গায়েব জানা আল্লাহর এখতিয়ারের মধ্যে রয়েছে, ইচ্ছা করলে গায়েব জানেন এবং ইচ্ছা করলে জাহেল থাকবেন। (নাউজুবিল্লাহ) এমন আক্বিদা পরিস্কার কুফুরি।

মৌলভী ইসমাইল দেহলভী মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর বাতিল মতবাদকে প্রচার করার জন্য সুকৌশলে উর্দূ ভাষায় 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাব লিখে পাক ভারত বাংলা উপমহাদেশে ওহাবী মতবাদ প্রচার করে সুন্নি মুসলমানদের ঈমান আক্বিদাকে বিনষ্ট করার পায়তারা চালাচ্ছিল। আল্লাহ যাদেরকে হেফাজত করেছেন কেবলমাত্র তারাই সঠিক ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

(বি.দ্র.) 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবের বাতিল আক্বিদাসমূহ থেকে শুধুমাত্র ৫টি বাতিল আক্বিদা পেশ করা গেল।

মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের ভাষ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল 'তাকবিয়াতুল ঈমান' কিতাবের এ সমস্ত বাতিল আক্বিদা যারা মানবে না তারাই মুশরিক। (নাউজুবিল্লা)

ফুলতলী সাহেবের বড় সাহেবজাদা মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের চিন্তাধারা ও আক্বিদা নিম্নে প্রদত্ত হল :

১। মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী সাহেবের লিখিত 'সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভীর জীবনী' ১ম সংস্করণ ১১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

'আল্লাহ তা'য়ালা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উম্মি বা নিরক্ষর বলে ঘোষনা করেও বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি জ্ঞান দান করেছিলেন।

এভাবে আল্লাহ তা'য়ালা শুধু আম্বিয়াগণকেই নয় তাঁর অনেক মকবুল বান্দাকেও সরাসরি ইলিম দান করে থাকেন। সৈয়দ আহমদ (র:)ও সে দান থেকে বঞ্চিত হননি।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল– আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে তাঁর হাবিবকে সরাসরি ইলিম দান করেছেন ঠিক সেভাবে সৈয়দ আহমদ বেরেলীকেও সরাসরি ইলিম দান করেছেন। (নাউজুবিল্লাহ)

দেখুন কত বড় গাজাখুরি কথা! কোথায় আল্লাহর হাবিব আর কোথায় সৈয়দ আহমদ বেরেলী।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আক্বিদা হল নবীর মাধ্যম ছাড়া কেউ কোন ইলিম বা ফয়েজ লাভ করতে পারে না যা পূর্বেই সবিস্তার দলিলভিত্তিক আলোচনা করেছি।

উপরোন্ত আল্লাহর হাবিবের মহান এক গুণ 'উম্মি' যার অর্থ হল সৃষ্টিকূলের মূল। তিনি লিখেছেন উম্মি বা নিরক্ষর। নিরক্ষর শব্দের অর্থ হচ্ছে মূর্খ। (নাউজুবিল্লাহ) নবীর শানে কত বড় মানহানীকর কথা আপনারাই বিচার করুন।

মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী তার উক্ত পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় 'চাঁদ ও তাঁরার মেলা' অধ্যায়ে আরো উল্লেখ করেন–

'একই সময়ে হিন্দুস্থানের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম সৈয়দ আহমদের দরবারকে রওশন করে রেখেছিলেন। তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বুজুর্গদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাওলানা ইসমাইল শহীদ, মাওলানা আব্দুল হাই, মাওলানা ওলায়ত আলী, মাওলানা ইউছুফ, শাহ আবু সাঈদ, মাওলানা কেরামত আলী গং।'

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেল– মাওলানা ইমাদ উদ্দিন সাহেবের কাছে ইসমাইল দেহলভী ও কেরামত আলী জৈনপুরী, সৈয়দ আহমদ বেরেলী তাঁরাদ্বয় এবং তারা সকলই এক আক্বিদার লোক এবং হক। অথচ ইসমাইল দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরেলী উভয়ই মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর বাতিল আক্বিদার প্রধান প্রচারক এবং ইমাদ উদ্দিন সাহেব তাদের বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী।

মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী (ফুলতলী) সাহেব 'সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরলভীর (রঃ) জীবনী' ২য় সংস্করণ ৬৭ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন–

'বুলগেরিয়ার একজন সুপ্রসিদ্ধ আলিম যিনি ফার্সি ভাষা জানতেন, সৈয়দ আহমদ সাহেবের নিকট বায়াত করেন। সৈয়দ সাহেব তাকে

খেলাফত প্রদান করতঃ 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবের একটি অনুলিপি প্রদান করে বুলগেরিয়াবাসীর হেদায়াতের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন।'

এ আলোচনা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল– মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেবের কাছে 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাব হেদায়তের কিতাব।

সিরাতে মুস্তাকিম ও তাকবিয়াতুল ঈমান কিতাবদ্বয়ের কতিপয় বাতিল আক্বিদাগুলি পূর্বেই সবিস্থার আলোচনা করেছি। তদুপরি মাওলানা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী সাহেব কেমন করে বিতর্কিত 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবকে হেদায়তের কিতাব বলে সমর্থন করলেন, তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না। আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে হকের উপর সাবিত রাখুন। আমিন।

কর্মধা বাহাসের বিবরণ এবং 'সিরাতে মুস্তাকিম' নামক কিতাব সম্পর্কে আল্লামা শায়দা সাহেবের লিখিত অভিমত

বিগত ২২-২-১৯৭৬ইং রোজ বৃহস্পতিবার কুলাউড়া উপজেলার কর্মধা নামক স্থানে 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবের সমর্থক ইলিয়াসি তাবলিগপন্থিদের সাথে আমার এক বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। বাহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

সুন্নি জামায়াতের পক্ষে মোনাজির (বাহাসকারী)

মাওলানা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী

সুন্নি জামায়াতের পক্ষে সালিশ

১. আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রা.)

২. মাওলানা উমর আলী সাহেব।

সাহায্যকারী- ১. মুফতি আবু তাহের হেছামী, কুমিল্লা, ২. মাওলানা খাজা আজিজুল বারি, বড়ফেছি, ৩. মরহুম মাওলান আব্দুল মজিদ খাঁন মির্জানগরী।

সুন্নি উলামায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ছিলেন শায়খুল ইসলাম আল্লামা সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী আলমাদানী (রা.)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইলিয়াসি তাবলীগি জামায়াতের পক্ষে মোনাজির (বাহাসকারী)

মুফতি আব্দুল হান্নান দিনারপুরী।

ইলিয়াসি তাবলীগের সালিশ

১. মাওলানা আব্দুন নূর সাহেব ইন্দেশ্বরী।

২. মাওলানা মোহাম্মদ ইব্রাহিম আলী।

সাহায্যকারী :

১. মাওলানা আব্দুল বারি, তালশহর।

২. মুফতি রহমত উল্লাহ।

৩. মৌলভী ইব্রাহিম আলী।

তাবলীগিদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন কর্মধা মাদ্রাসার শিক্ষকমণ্ডলী।

উক্ত বাহাসে আমার ১৪ পয়েন্ট এবং তাবলীগপন্থি মাওলানা ইব্রাহিম আলী সাহেবের ৫ পয়েন্ট ছিল। উভয়পক্ষে মোট ১৯ পয়েন্টের মধ্যে শুধুমাত্র আমার প্রথম পয়েন্ট নিয়ে বাহাস শুরু হয়।

ওহাবীদের নেতা মৌলভী ইসমাইল দেহলভীর 'সিরাতে মুস্তাকিম' নামক কিতাবে লিখেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল নামাযের মধ্যে করা গরু-গাধার খেয়ালের চাইতেও খারাপ বরং হুজুরের খেয়াল করিলে শিরিক হইবে। নাউজুবিল্লাহ।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে উপরোক্ত আক্বিদা রাখা কুফুরী।

বাহাসে আমার দাবির স্বপক্ষে কোরআন সুন্নাহ তথা শরিয়তের দলিল আদিল্লাহ দ্বারা প্রমাণ করি নামাযের মধ্যে তাশাহুদ অথবা তিলাওয়াতে কালামেপাকে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক উচ্চারণকালে রাসূলেপাকের খেয়াল তা'জিমের সাথে করতে হবে। পক্ষান্তরে নামাযে রাসূলেপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়ালের চাইতে নিজের গরু-গাধার খেয়ালে ডুবে থাকা ভাল। এ ধরণের উক্তি

খুবই জঘন্য ও কুফুরী তাও প্রমাণ করি। প্রতিপক্ষের মুফতি আব্দুল হান্নান উপায়ান্তর না দেখে বাহাসের মূঢ় ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য বলতে থাকে। সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবটি মূলত সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের মলফুজাত বা বাণী। তাবলীগপন্থি মুফতি আব্দুল হান্নান তার দাবির স্বপক্ষে সৈয়দ আহমদ বেরলভী সাহেবের অন্যতম খলিফা, ইসমাইল দেহলভীর পীর ভাই মাওলানা কেরামত আলী জৈনপুরী সাহেবের লিখিত 'জখিরায়ে কেরামত' নামক কিতাবের ১ম খণ্ড ২০ পৃষ্ঠা। (মুকাশাফায়ে রহমত) খুলে পড়ে শোনালেন।

اور صراط المستقيم كه اسكے مصنف حضرت سيد صاحب اور اسكے كاتب مولنا محمد اسمعيل محدث دهلوى هيں.

অর্থাৎ 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবের মুসাননিফ বা রচয়িতা সৈয়দ সাহেব (বেরলভী) এবং কাতিব বা লিখক মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল মুহাদ্দিসে দেহলভী।

মুফতি আব্দুল হান্নান সাহেবের জওয়ার্থে আমি (সিরাজনগরী) 'সিরাতে মুস্তাকিম' কিতাবখানা হাতে নিয়ে দেখালাম যে, উক্ত কিতাবের কভার পৃষ্ঠায় পরিষ্কার লিখা রয়েছে مصنفه شاه اسماعيل شهيد دهلوى অর্থাৎ সিরাতে মুস্তাকিম কিতাবটির মুসাননিফ বা রচয়িতা ইসমাইল দেহলভী। এভাবে উভয়ের মধ্যে অনেক বিতর্ক হয়। অবশেষে উভয় দলের সালিশদ্বয় যথাক্রমে মাওলানা আব্দুন নূর ইন্দেশ্বরী সাহেব, আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা সাহেব মধ্যস্থ সালিশ জনাব আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব ও সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান সাহেবসহ কয়েকজন বিশিষ্ট আলেম সাহেবান এক নিভৃত ঘরে প্রবেশ করে সর্বসম্মতিক্রমে বাহাসের যে রায় করেন তা আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রা.) নিজ হাতে লিখেন এবং এতে সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান ও মধ্যস্থ সালিশ জনাব আব্দুল ওয়াহিদ স্বাক্ষর করেন। অবশেষে রবিরবাজার হাফিজিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হাফেজ আনসার উদ্দিন সাহেব উক্ত রায়টি জনগণের সামনে পাঠ করে শুনান।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রায়নামা

৭৮৭

৭২

'সিরাতে মুস্তাকিম' নামক কিতাবে নামাযের মধ্যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল গরু গাধার খেয়াল অপেক্ষা আরো খারাপ এই কথাটি নেহায়ত খারাপ এবং দূষণীয় কিতাবের লিখক যেই হউক না কেন সে দোষী এবং কিতাবও দোষী। এই কথাটি যাহার দ্বারাই লিখা হইয়াছে তিনি দোষী বটে এবং দায়ী বটে।

রায়নামার মূল হাতের লিখিত কপি ২৬ পৃষ্ঠা দ্রঃ

স্বাক্ষর

মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান

ইমাম, রবিরবাজার জামে মসজিদ

১২-২-৭৬ইং

আব্দুল ওয়াহিদ

১২-২-৭৬ইং

কর্মধার বাহাসের উপরোক্ত তথ্যাবলীর আলোকে প্রমাণিত হল আলেমকূল শিরোমণি সুন্নিদের নয়নমণি হযরতুল আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রা.) সৈয়দ আহমদ বেরলভীর মলফুজাত বা বাণী এবং মাওলানা ইসমাইল দেহলভী কর্তৃক লিখিত বিতর্কিত কিতাব সিরাতে মুস্তাকিম এর জঘন্য উক্তি নিজ চোখে দেখেছেন এবং এর ভ্রান্ত আক্বিদা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সুন্নিদেরকে সতর্ক করে গেছেন।

ওহাবীদের ষড়যন্ত্রমূলক মামলা

কর্মধা বাহাসে ওহাবী তাবলীগিপন্থি আলেম মুফতি আব্দুল হান্নান সাহেব পরাজিত হবার পর ১৯৭৮ইং সনে সুন্নি আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন উদ্দেশ্যে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের নিকট ১০৭ ধারায় আমাকে প্রধান আসামী করে আমিসহ ১০ জন সুন্নি উলামায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।

যে ১০ জন দেশবরেণ্য সুন্নি উলামায়ে কেরাম তার ষড়যন্ত্রমূলক মামলার শিকার হয়েছিলেন তাদের নাম নথিপত্রের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. আল্লামা শেখ মোহাম্মদ আব্দুল করিম সিরাজনগরী।
২. আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (রা.)।
৩. মুফতি গিয়াস উদ্দিন সাহেব।
৪. অধ্যক্ষ মাওলানা ইসহাক আহমদ বিশ্বনাথী।
৫. আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী, সিলেট।
৬. মাওলানা আব্দুল মতিন আলকাদেরী, উমেদনগর।
৭. আল্লামা সৈয়দ আবিদশাহ মোজাদ্দেদী আলমাদানী (রা.)
৮. আল্লামা আকবর আলী রেজভী, নেত্রকোণা।
৯. আল্লামা ফজলুল করিম নক্সবন্দী, চট্টগ্রাম।
১০. আল্লামা খাজা আজিজুল বারি সাহেব, বড়ফেছি, জগন্নাথপুর।

ওহাবী ও তাবলীগপন্থি আলেম যারা এ মামলা দায়ের করেছিল তাদের নাম নিম্নরূপঃ

১. মুফতি আব্দুল হান্নান দিনারপুরী।
২. মাওলানা এমদাদুল হক, রায়ধর, হবিগঞ্জ।
৩. মাওলানা রহমত উল্লাহ , কানাইঘাট।
৪. মাওলানা ফজলুর রহমান, নবীগঞ্জ।
৫. মাওলানা তৈয়ব আলী।

উক্ত মামলায় তৎকালীন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক আইনগত কোন ব্যবস্থা না নিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উভয়পক্ষের আলেমদেরকে তলব করে তার খাস কামরায় নিয়ে যান। সেখানে উভয়পক্ষের স্বাক্ষর রাখা হয়। কিন্তু পরদিন এ স্বাক্ষরকে একতরফাভাবে সুন্নি ওলামায়ে কেরামদের (বন্ডসই) অঙ্গীকারনামে প্রচার করা হয়। সুন্নি ওলামায়ে কেরামগণ সঙ্গে সঙ্গে আপিলের মাধ্যমে সে ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেন এবং সুন্নি আন্দোলনকে আরো জোরদার করেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফুলতলী সাহেবের উপর ইলিয়াসি তাবলীগিদের হামলা

১৯৮০ সালের ৫ মার্চ। সিলেট জেলার হাবিবপুর মাহফিল থেকে আসার পথে ইলিয়াসি তাবলীগি দেওবন্দীরা জনাব ফুলতলী সাহেবের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ফুলতলী সাহেবসহ সুন্নি জামায়াতের বেশ ক'জন আলেমগণ মারাত্মকভাবে আহত হন। এ খবর দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লে ওহাবী তাবলীগিরা জনসাধারণের কাছে খুব ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। জনগণের ক্ষোভ ও রোষানল থেকে বাঁচার জন্য তারা অন্যপথ খুঁজতে থাকে। সিলেটের নেতৃস্থানীয় ইলিয়াসি তাবলীগপন্থি দেওবন্দী আলেমগণ আরেকটি কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা বাহ্যত ফুলতলী সাহেবের পক্ষে মায়াকান্না জুড়ে দেয়। ফুলতলী সাহেবের সরলতার সুযোগে অন্যান্য সুন্নি উলামায়ে কেরামের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রেখে শুধুমাত্র ফুলতলী সাহেব, মাওলানা ইসহাক আহমদকে নিয়ে ১৬-৮-৮০ইং তারিখে এক সালিশি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকের সিদ্ধান্তনুযায়ী ৬-২-১৯৮১ইং তারিখে সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকের দপ্তরে ইলিয়াসি তাবলীগপন্থি আলেমদের সাথে ফুলতলী সাহেব এক যৌথ চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। দেওবন্দী আলেমগণ ও ফুলতলী সাহেবের যৌথ স্বাক্ষর সম্বলিত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়। অপরদিকে চুক্তি স্বাক্ষরিত তত্ত্ব সাপ্তাহিক হেফাজতে ইসলাম পত্রিকায় প্রচার করা হলে ফুলতলী সাহেব ইলিয়াসি তাবলীগের বাতিল আক্বিদাবিরোধী আন্দোলনে শীতিল হয়ে পড়েন। এতে বৃহত্তর সিলেটে সুন্নি আন্দোলনের অগ্রযাত্রায় কিছুটা বাঁধার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সুন্নি উলামায়ে কেরামও এ বিষয়টি সহজে মেনে নিতে পারেননি। যার ফলে দেশের অনেক সুন্নি ওলামায়ে কেরামের সাথে ফুলতলী সাহেবের দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে পড়ে।

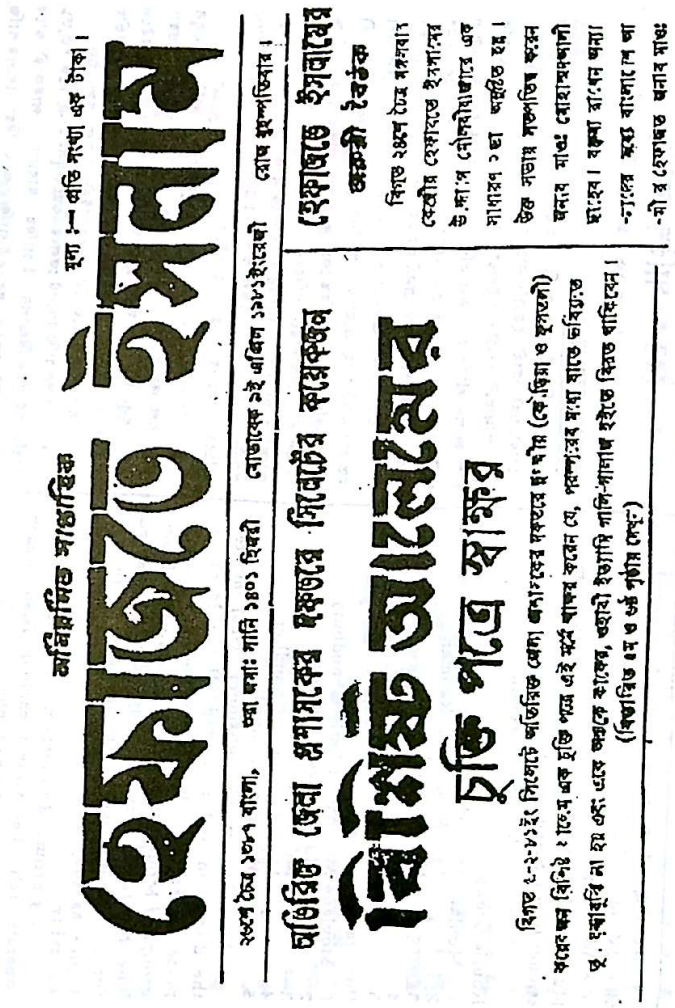

দেওবন্দী আলেমদের সাথে ফুলতলী সাহেবের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর

সাপ্তাহিক হেফাজতে ইসলাম ৯ এপ্রিল ১৯৮১ইং রোজ বৃহস্পতিবার সংখ্যায় প্রকাশিত চুক্তিপত্রের স্বাক্ষর সম্বলিত সংবাদ ও তথ্যের ফটোকপি নিম্নে প্রদত্ত হল–

pdf By Syed Mostafa Sakib

Proceedings of the meeting with Moulanas held on 6-2-81 at 11-30 A. M. in the office chember of the Addl. Deputy Commissioner (Genl. Sylhet Mr. Md. Abul Kalam Azad, Addl. Deputy Commissioner (Gen). Sylhet in the chair.

Moulanas Present :

Kouria Group...
1. Moulana Md Abdul Karim
2. " Md. Mukhlesur Rahman
3. " Md Mokaddas Ali
4. " Md. Habibur Rahman
5. " Md, Ashraf Ali

Phooltali Group —
1. Moulana Md, Abdul Latif Choudhury
2. " Md. Habibur Rahman
3. " Md. Azman Ali
4. " Md. Nazmuddin Choudhury
5. " Md Ishaq Ahmed

Addl. Deputy Commissioner Gen) initiated the discussion and requested all the Moulanas present to sort out all problems between the two groups of Moulanas over the preaching of Islam The Moulanas very frankly admitted that no further dispute will crop up between them in future as they have mitigated all the problems amicably.

They promised to respect each other and co-operate each other while preaching Islam in each Others' respective sphere of influence All present pledged that while holding Islamic Jalsa or Waz mahfil by any group of Moulanas in the sphere of influence of other group if any untoward incident occurs responsibility will be fixed up on other groups and the trouble makers will be taken to the task as per law of the country. The further pledged that all the misunderstandings betwen the the two groups willbe sorted out peacefully' The Moulanas agreed to abide by the compromising formulas adopted on 16-8-80 adding a few clauses in it and signed the undertaking in presence of a larg gathering. As per this compromising formula the Moulanas will maintain peace at any cost and urged upon proper authorities to withdraw the cases filed at their initiative on defferent occassions for different clashes,

Sd/ (Md, Abul Kalam Azad)
Addl. Deputy Commissioner (Gen).
Sylhet.

Dated 20-2-1981
Memo No, CG/III-I/81-39 (20)

Copy along with the copy of Compromising formula forwarded to :—

1. Moulana Md Abdul Karim
2. Md. Abdul Latif Choudhury
3. The Addl, Supdt, of Police (North) / (South) Sylhet,
4. The A. S. P. DSB, Sylhet.
5. The Sub-Divisional Officer, Sadar, Sylhet.
6. The Officer-in-Charge, Kotwali / Zakiganj / Biswanath / Balaganj / Jagannathpur P.S,
7. C. A. to D. C. for kind information of the Deputy Commissioner
8. (All other members present)

বৈঠক সালিশ কমিটি

তাং— ১৬ | ৮ | ৮০ ইং

প্রস্তাব সমূহ :—

ইদানিং সিলেট জেলার বিভিন্নস্থানে তাবলীগ পন্থী, তাবলীগ বিরোধী, সুন্নী ওহাবী ইত্যাদি নামে মুসলমানদের মধ্যে যে সব অপ্রীতিকর ঘটনাবলী সংঘটিত হইয়াছে এসব অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে এ ধরণের কোন অপ্রীতিকর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে উক্ত নিম্নোক্ত সুপারিশ সমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকারের নিকট পেশ করিতেছে।

১। উভয় পক্ষের আলেমদের মধ্যে যে সব মসলা মাসাইল নিয়া মতবিরোধ রহিয়াছে প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মতানুযায়ী ধর্ম বর্ণ করিয়া যাইবেন কিন্তু কেহ কাহারও প্রতি কোনরূপ কটাক্ষ বা অশালীন উক্তি করিতে পারিবেন না। নিজের মতের বিরোধী কোন আলেম বা সম্প্রদায়কে কাফির বা অন্য কোন কটুক্তি করা আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। এবং এইরূপ অশালীন উক্তি করিলে শান্তি ভঙ্গের অভিযোগে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইবে।

২। ইসলাম ধর্মাবলম্বী সবাই যেমন মুসলমান তেমনি আহলুস সুন্নত ওল জমাত. সকল মুসলমানের একটি যৌথ নাম সুতরাং এই আহলুস সুন্নত ওল জমাত, কোন বিশেষ সংগঠনের নাম হইতে পারে না। এই নামে যে আবীদ শাহ. এবং আকবর আলী যেভাবে নেতৃত্বে সংগঠন রহিয়াছে উহাকে বেআইনী ঘোষণা করা হউক।

৩। যে সব ব্যক্তি সিলেট জেলার ভিতরে মুসলমানদেরকে বক্তৃতা বিবৃতি. বই পুস্তক বিজ্ঞাপন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ্য ভাবে কাফির, ওহাবী, মরদুদ, মুরতদ ইত্যাদি আখ্যায়িত দেশের শান্তি আবহাওয়াকে বিঘ্নিত করিতেছে তাহাদের যাবতীয় তৎপরতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক।

স্বাক্ষর/অস্পষ্ট স্বাক্ষর/অস্পষ্ট স্বাক্ষর/অস্পষ্ট

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
১৬/৮/৮০ ইং

উপরিউক্ত সুপারিশ সমূহ ব্যতিরেকে অত্রকার সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহিত হইল :—

১। জনাব ফুলতলী সাহেব ও জনাব শেরখে কৌড়িয়া সাহেব সিলেট জেলায় যে কোন স্থানে ওয়াজ মাহফিল সংগঠন করিলে তাহাতে উভয় পক্ষের কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না।

২। ফুলতলী সাহেব যদি কৌড়িয়া সাহেবের কোন এলাকায় ওয়াজ মাহফিল করিতে চান কিংবা কৌড়িয়ার সাহেব যদি ফুলতলী সাহেবের এলাকায় যদি কোন মাহফিল করিতে চান তবে একে অপরের সহযোগিতা করিবেন। পরস্পর পরস্পরের সভায় কোন প্রকার গণ্ডগোল করিলে আইনের আওতায় আসিতে বাধ্য থাকিবেন।

৩। ফুলতলী সাহেবের বিগত ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষ হইতে যে মোকদ্দমা দায়ের করা হয়েছে সে গুলি প্রত্যাহার করার জন্য মাননীয় পুলিশ সুপার সাহেবকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

উভয় পক্ষ

(ক)
স্বাক্ষরিত

১। মোঃ আবদুল লতিফ চৌধুরী (ফুলতলী)
২। হবিবুর রহমান
৩। মোঃ আবদুল জব্বার
৪। নজমুদ্দীন চৌধুরী
৫। মোঃ ইসহাক আহমদ (বিশনাথ)

(খ)
স্বাক্ষরিত

১। মোঃ আবদুল করিম (শেরখে কৌড়িয়া)
২। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
৩। মোঃ মখলিছুর রহমান
৪। আমজদ আলী
৫। মোকদ্দছ আলী

pdf By Syed Mostafa Sakib

৬-২-৮১ ইং সকাল ১০-৩০ মিঃ এ-মিঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, সিলেট সাহেবের সভাপতিত্বে স্ব। অফিস কক্ষে মৌলানাদের সাথে অনুষ্ঠিত সভায় কার্য্য বিবরনঃ—

উপস্থিত মৌলানাগন ঃ—

কৌড়িয়াদলঃ—

১। মাওলানা মোঃ আব্দুল করীম
২। " " মোখলেছুর রহমান
৩। " " মোকাদ্দছ আলী
৪। " " হাবিবুর রহমান
৫। " " আশরফ আলী

ফুলতলী দল ঃ—

১। মাওলানা মোঃ আব্দুল লতিফচৌঃ
২। " " হাবিবুর রহমান
৩। " " আজমান আলী
৪। " " নজমুদ্দিন চৌধুরী
৫। " " ইসহাক আহম্মদ

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারন) উপস্থিত মৌলানা সাহেবদের তাহাদের উভয় দলেরই ইসলাম সম্পর্কিয় সমুহ আলোচনা ক্রমে পেশ করার জন্যে অনুরোধ জানান। উপস্থিত মৌলানা সাহেব গন অত্যন্ত হৃদয়তা পুর্ণ ভাবে আলোচনা ক্রমে জানান যে ভবিষ্যতে তাহাদের মধ্যে আর কোন বিরোধ হইবেনা. এবং তাহারা আদের অতীতের বিরোধ সমুআপোষ আলোচনার মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটাইয়াছেন.

তাহারা আরও প্রতিজ্ঞা করিয়া বলেন, ইসলাম প্রচারে তাহারা একে অন্যকে সহ যোগিতা করিবেন। ভবিষ্যতে যে কোন দলের সভায় বা জলছায় কোন অঘটন ঘটিলে উভয় দলের দাঙ্গাবাজ লোকদের চিহ্নিত করিয়া দেশের প্রচলিত আইন অনুসারে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হইবে। উপস্থিত মৌলানা সাহেব গন তাহাদের মধ্যেকার সকল বিরোধ শান্তিপুর্ণ ভাবে আপোষ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পন্ন করার

Pdf By Syed Mostafa Sakib